নৈষধচরিত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনূদিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাটপ্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১৬।

মূল্য ৸০ বার [illegible] মাত্র।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	৭	নলেব	নলের
,,	২০	যাহার	যাঁহার
৪	২৪	ব্যাত্যারূপ	বাত্যারূপ
৫	২৪	সরোবর-	সরোবর
,,	২৬	শ্যামলিত মধ্য	শ্যামলিত-মধ্য
,,	,,	পদ্ম কদম্ব	পদ্ম-কদম্ব
৭	৬	হইতেছে	হইতেছেন
৮	৫	বন্ধুর-	-বন্ধুর
,,	১০	দ্রুম	দ্রুম
৯	৭	সম্পন্না	সম্পন্ন
,,	২১	দময়ন্তীর	দময়ন্তী
১০	১	পাদকট	পাদকটক
,,	১৫	দমন্তী	দময়ন্তী
,,	২৩	বৎস	হংস
১১	১	সন্মোহিনী	সম্মোহিনী
১২	৮	নগরীতে	নগরী
১৩	৩	অপ্সসরোগণ	অপ্সরোগণ
,,	৬	পক্ষপূটের	পক্ষপুটের
,,	১৪	তোমারা	তোমরা
,,	২০	পক্ষীবিশেষ	পক্ষিবিশেষ
,,	২১	সুর্য্য	সূর্য্য
১৫	১০	রাথে	রাথেন
১৬	৪	অনুঢ়া	অনূঢ়া

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২০	৩	বিষম শায়ক	বিষম-শায়ক
২৩	১৫	মথামৃগের	মথমৃগের
৩২	২৬	অথিতি	অতিথি
৩৬	২২	দমন্তাৎ	সমন্তাৎ
৪৫	১১	কদর্য্যিত	কদর্থিত
৬৫	১২	সখিগণের	সখীগণের
৬৬	৩	কমলফুল	কমলকুল
৬৭	১৬	কার্য্য·	কার্য্য
৭১	১	বণিতা	বনিতা
,,	২	,,	,,
৭৩	১১	সুখে	মুখে
,,	১৪	ভ্রুভঙ্গি	ভ্রূভঙ্গি
৭৮	১৯	বর্ণানুযায়ী	বর্ণনানুযায়ী
৭৯	২১	দময়ন্তী	দময়ন্তীর
৯৮	১২	শুকচঞ্চু-চ্ছন্ন	শুকচঞ্চু-চ্ছিন্ন
,,	২২	অর্ব্বপূ	অপূর্ব্ব
১০২	২২	লক্ষ্মীকুমুদবন	লক্ষ্মী কুমুদবন
১০৩	১২	অদ্ভুত	অদ্ভুত
,,	২২	প্রণম	প্রণাম
১০৪	২	কবিতে	করিতে
১০৯	১৯	পরিত্যগে	পরিত্যাগ
১১০	২৭	প্রিয়ে	প্রিয়

নৈষধচরিত।

প্রথম সর্গ।

নিষধদেশে অলৌকিক গুণসম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী নল নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন বোধ আচরণ ও প্রচার দ্বারা চতুর্দ্দশ বিদ্যা চতুর্দ্দশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অভ্যস্ত বিদ্যা ত্রয়ীর ন্যায় অঙ্গগুণে বাহুল্য প্রাপ্ত হইয়া যেন অষ্টাদশ দ্বীপের পৃথক পৃথক জয়শ্রীর জিগীষায় অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত হইয়াছিল। নরপতিগণ দিক্পালগণের অংশসম্ভূত; এজন্য বোধ হয় তিনি পশুপতি-অংশজ্ঞাপক স্বাভাবিক লোচনদ্বয়ের অতিরিক্ত কন্দর্প প্রসরের বিঘ্ন স্বরূপ শাস্ত্রলোচন ধারণ করিতেন। তিনি ধ্যান, যজ্ঞ, তপঃ ও দানরূপ পদ চতুষ্টয়যুক্ত ধর্ম্মকে সুস্থির করিয়াছিলেন, একারণ সেই সত্যযুগ সদৃশ ত্রেতাযুগে অন্যের কথা কি, অধর্ম্মও কৃশ হইয়া এক চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ পূর্ব্বক তপস্বিতা অবলম্বন করিয়াছিল। তাঁহার যুদ্ধযাত্রা কালে সৈন্য সমুত্থাপিত ধূলিজাল অমৃতার্ণবে পতিত হইয়া কর্দ্দম হইত এবং তাহাই বোধ হয় অদ্যাপি কলঙ্করূপে চন্দ্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শত্রুগণের অযশ তাঁহার নিরন্তর বাণবর্ষণে নির্ব্বাপিত প্রতাপবহ্নির অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি সমুদায় ভূমণ্ডল ঈতিশূন্য করিলে অতিবৃষ্টি আর কুত্রাপি অবস্থান করিতে না পারিয়া তাঁহার শত্রু-রমণীগণের নয়নে আশ্রয় লইয়াছিল। তাঁহার ভয়ে প্রতিপক্ষ ভূপতির ন্যায় বিরোধী ধর্ম্মও বোধ হয় পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়াছিল এজন্য তিনি স্বপ্রভাবে মিত্রজিৎ হইয়াও অমিত্রজিৎ ও বিচারদর্শী হইয়াও চারদর্শী ছিলেন। তিনি যাচকগণকে দীনতা দরিদ্র করিয়া তাহাদের ললাটলিখিত "এই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে" এইরূপ বিধাতৃলিপি মিথ্যা করেন নাই।

তাঁহার পদদ্বয় প্রবাল ও পদ্মকে পরাজয় করিবে ও নিখিল রাজগণের নমস্ত হইবে,এই ভাবিয়া বিধাতা বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন নিমিত্ত তাহা উর্দ্ধরেখা দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে বিভাগ করিয়া যে যাচকগণকে দান করেন নাই এবং উৎসর্গ জলগ্রহণে সমুদ্র শুষ্ক করেন নাই, সেই অযশদ্বয়ই বোধ হয় তাঁহার মস্তকস্থিত দ্বিধাবিভক্ত চিকুরজালরূপে শোভা পাইত। নলের প্রতাপ ও যশ থাকিতে এই সূর্য্য ও চন্দ্র বৃথা; বিধাতা যে সময়ে এইরূপ মনে করেন, তখন পরিধিচ্ছলে নিষ্ফলত্ববোধক বৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে বেষ্টন করেন।

রাজা নল যৌবনের প্রারম্ভে সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করিয়া ধনাগার পরিপূর্ণ করিলেন। বসন্তকালের বনের ন্যায় যৌবনকালে তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইল, পদ্ম তাঁহার চরণের নিকট পরাভূত হইল, পল্লবে তাঁহার হস্তের কান্তিকণাও দৃষ্ট হইল না, শারদীয় পার্ব্বণ হিমাংশু তাঁহার বদনের দাসত্ব করিতেও অক্ষম হইল। বোধ হয় বিধাতা লোমচ্ছলে কোটী কোটী রেখা দ্বারা তাঁহার গুণ গণনা করিয়াছিলেন এবং লোমকূপচ্ছলে প্রত্যেক রেখায় নির্দ্দোষসূচক বিন্দু দিয়াছিলেন। চন্দ্র ও পদ্ম তাঁহার হাস্য ও চক্ষুর নিকট পরাজিত হইয়াছিল, সুতরাং অন্য সুন্দর বস্তু না থাকাতে ভূমণ্ডলে তাঁহার বদনের উপমান দ্রব্যের অভাব হইয়াছিল। চমরীগণ তাঁহার কেশের সাদৃশ্য লাভে অভিলাষী হইয়া স্বীয় কেশসমূহের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত লাঙ্গুল চালন ব্যপদেশে বারংবার কেশচাপল্য প্রকাশ করিত।

দেব রমণীগণ নির্নিমেষলোচনে নলকে অবলোকন করিয়া যে অভ্যাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের লোচনের সেই নির্নিমেষভাব অপনীত হইল না। সর্প-রমণীগণ 'আমাদের নয়ন নলগুণ শ্রবণ করিয়াছে অতএব ইহার জন্ম সফল এবং তাঁহাকে দর্শন করে নাই,অতএব নিষ্ফল' এইরূপে স্ব স্ব লোচনের প্রশংসা ও নিন্দা করিত। মর্ত্ত-রমণীগণ নিরন্তর ভাবনা প্রযুক্ত নেত্র নিমীলন সময়েও নলকে দর্শন করিত এজন্য নল দর্শনে তাহাদের বিঘ্নলেশও উপস্থিত হয় নাই। এক দময়ন্তী ব্যতীত কোন্ রমণী সৌন্দর্য্যে 'আমিই নলের উপযুক্ত' এই অহঙ্কারে দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ না করিত?

যৌবনকাল সমাগত হইলে দময়ন্তী নলের একান্ত অনুরাগিণী হইলেন, তিনি চর প্রভৃতির মুখে নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজের অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বন্দীগণের স্তবপাঠকালে পিতৃ-সমীপে আগমন করিতেন এবং তাহাদিগের প্রতিভূপতির গুণাবলী কীর্ত্তনকালে নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইতেন। তাঁহার সখীগণ কথা প্রসঙ্গে তৃণবিশেষ উদ্দেশেও নল নাম প্রয়োগ করিলে তিনি নিজ প্রিয়তম নলেব নাম করিতেছে বিবেচনায় আহ্লাদে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেন। নিষধ দেশ হইতে দূতাদি আসিলে তিনি তাহাদিগকে নলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহাদের বর্ণিত নলের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইতেন। তিনি মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি এত আসক্ত ছিলেন যে, প্রত্যহ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিতেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে নিদ্রা অদৃষ্ট বস্তুকেও নয়নের অতিথি করে। শীতকালীন দিবস ও গ্রীষ্মকালীন রাত্রি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত।

রাজা নলও দময়ন্তীর বুধধৈর্য্যলোপী গুণনিকর শ্রবণ করিলে বিষম শর অবসর বুঝিয়া তাহার মহৎ ধৈর্য্য লোপ করিবার নিমিত্ত শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। কন্দর্প ধৈর্য্যশালী নলের পরাজয়ে সাহস করিয়া ত্রিভুবন জয়ে উপার্জ্জিত যশ, সংশয়ে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। বিধাতা দময়ন্তীকে নলের সহিত যোগ করিবেন বলিয়াই বোধ হয় পুষ্পময় কুসুমশরশায়কে নলের ধৈর্য্যকঞ্চুক ছিন্ন হইল। যাহার অস্ত্রে পীড়িত হইয়া পিতামহ বোধ করি অদ্যাপি পদ্মে বাস করিতেছেন তাঁহার অস্ত্রে তরুণবয়স্ক নলের যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে তাহার বিচিত্র কি? মানী ব্যক্তিগণ সুখ অথবা প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন তথাপি নিজের অযাচিত ব্রত ভঙ্গ করেন না এজন্য নল কন্দর্প পীড়িত হইয়াও বিদর্ভরাজের নিকট তাঁহার কন্যা দময়ন্তীকে প্রার্থনা করেন নাই। তিনি মিথ্যা বিষাদ প্রকাশ করিয়া দময়ন্তী-বিরহ-জনিত দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিতেন এবং বিলেপনে কর্পূরের ভাগ অধিক হইয়াছে বলিয়া শরীরের পাণ্ডুতা অপলাপ করিতেন।

জিতেন্দ্রিয় নল বহু চেষ্টা করিয়াও যে সময়ে কন্দর্প বিকার গোপন করিতে

সমর্থ হইলেন না, তখন লোকের নিকট লজ্জিত হইবার ভয়ে রহস্যবিদ বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া উপবন-বিহার ব্যপদেশে নির্জ্জন দেশে বাস করিবার অভিলাষে নগর প্রান্তস্থিত উপবনে গমন করিবার নিমিত্ত অনুজীবীগণকে যান আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা আদেশ প্রাপ্তমাত্র উন্নতকায় বেগগামী শ্বেতবর্ণ সিন্ধুদেশোৎপন্ন অশ্ব আনয়ন করিলে তিনি অশ্বারোহণোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। কিরণ যেরূপ সূর্য্যের অনুগমন করে, সেইরূপ অশ্বারোহীগণ তাঁহার অনুগামী হইল। নল নিষ্ক্রান্ত হইলে পুরবাসীগণ হর্ষভরে নির্নিমেষ-লোচন হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। অশ্ব বায়ুবেগে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাকে পৌরগণের লোচনপথ অতিক্রম করিয়া নগরের বহির্ভাগে আনয়ন করিল।

অনন্তর অশ্বারোহী সৈন্য সকল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া 'অস্ত্র গ্রহণ কর', 'প্রহার কর' বলিয়া নলের সম্মুখে কৌতুকে পরস্পর কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বেগদৃপ্ত অশ্বগণ 'আমরা যেরূপ বেগবান তাহাতে এই অল্প পৃথিবী আমাদের উপযুক্ত নহে, অতএব সমুদ্রকেও স্থল করা যাউক' এই ভাবিয়া যেন সমুদ্র আবরণে সমর্থ ধূলিজাল উত্থাপিত করিল এবং 'হরি একপদে আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন আমরাও হরি সুতরাং চরণ চতুষ্টয়ে আকাশ আক্রমণ আমাদের উপযুক্ত নহে' এই ভাবিয়াই যেন শরীরের অর্দ্ধভাগ আকাশে উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার নতমুখে নিবৃত্ত হইল। নলের সিন্ধুদেশীয় অশ্বারোহীগণ বিহারভূমি (১) প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধমতে শ্রদ্ধাবশতঃই যেন অশ্বগণকে বারম্বার চক্রাকারে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। অশ্বগণও যেন 'নলের শত্রুগণ দিগন্তে পলায়ন করিয়াছে এবং যশও সমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছে' এই ভাবিয়া ধারা (২) পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নল স্বীয় ঘোটককে নিজের আতপত্র তলে যে ভ্রমণ করাইলেন, বোধ হয় বায়ু ব্যাত্যারূপ চক্রগতি অবলম্বন পূর্ব্বক অদ্যাপি তাহাই শিক্ষা করে।

---

(১) বিহারভূমি=ভ্রমণভূমি, পক্ষে বৌদ্ধের উপাসনা স্থান। বৌদ্ধেরা উপাসনা গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং সিন্ধুদেশীয়গণ স্বভাবতঃ বুদ্ধভক্ত।

(২) ধারা=অশ্বের গতি যথা (১) আস্কন্দিত, (২) ধৌরিতক, (৩) রেচিত, (৪) বল্‌গিত ও (৫) প্লুত।

অনন্তর হরি নিদ্রাভিলাষে যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করেন নলও সেইরূপ প্রবাল-(১)-রাগ-পরিব্যাপ্ত ঘন-(২) ছায়া-সমন্বিত বিলাস-কাননে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসীগণ এতাবৎকাল সস্পৃহ-লোচনে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছিল, এক্ষণে তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়াতে তাহারাও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। উদ্যানপালগণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে মনোজ্ঞ ফলপুষ্প-বিশোভিত উদ্যানের রমণীয়তা দেখাইতে লাগিল। বনস্পতিগণ পক্ষি-পলায়ন-বিকম্পিত পল্লবহস্তে ফল ও পুষ্প গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ ঋষির ন্যায় তাঁহার অতিথিসৎকার করিতে লাগিল। বিবিধ ফল পুষ্প-বিশোভিত বিচিত্র উপবন অবলোকনে নল অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন, এনিমিত্ত সেই বিলাস-কাননেও বিলাস-বাপীতট-সংলগ্ন উর্ম্মিশব্দ, কোকিলের মধুর গান ও ময়ূরগণের নৃত্য-নৈপুণ্য তৌর্য্যত্রিকরূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। পৌরগণ শুকগণকে নলের যশোগীত শিক্ষা করাইয়া সেই কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিল; এক্ষণে তাহারা বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভ্যস্ত গীত গাহিয়া নলের অন্তঃকরণ আনন্দিত করিতে লাগিল। নল তাদৃশ রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ, কোকিলের গান ও শুকের স্তবপাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু দময়ন্তী-বিরহ বশতঃ আন্তরিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলেন না। লতাগণের নৃত্যগুরু, তরুকুসুমের গন্ধহর বনবায়ু তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তৎকালে লোকে নলকে বসন্তের অনুসন্ধান-নিরত কন্দর্প বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

সম্রাট নল এইরূপে উপবনকে দর্শনপূত করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক রমণীয় সরোবর নয়নগোচর করিলেন। ইহাকে দেখিলে বোধ হইত যে, বারিনিধি মন্থনভয়ে বহুকাল সঞ্চিত রত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক নলের শরণাপন্ন হইয়া এই রমণীয় উদ্যানে বাস করিতেছে। যে সরোবর শ্বেতবর্ণ মৃণাল সমূহচ্ছলে জলমধ্যস্থ ঐরাবতগণের দন্তজাল ধারণ করিত, যে সরোবর-তীর-প্রান্তে বিশ্রান্ত তুরঙ্গগণের প্রতিবিম্বচ্ছলে তরঙ্গ কশা পরিচালিত অসংখ্য উচ্চৈঃশ্রবা ধারণ করিত, যে সরোবর ভ্রমর শ্যামলিত মধ্যপদ্ম কদম্বচ্ছলে কলঙ্ক-

(১) প্রবাল = নবপল্লব, পক্ষে পলা।

(২) ঘন = নিবিড়, পক্ষে মেঘ।

সঙ্কুল শশধরকুল ধারণ করিত, যে সরোবর শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সরোরুহজাল-চ্ছলে চন্দ্র ও কালকূটের শোভা উদ্গীরণ করে বলিয়া বোধ হইত, নল সেই সমুদ্রসদৃশ শোভাসম্পন্ন সরোবরে তটসমীপচারী এক হিরণ্ময় হংস অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে বাধাশূন্য; সুতরাং তৃণ যেরূপ বাত্যার অনুগমন করে, সেইরূপ মনুষ্যচিত্তও অবশ হইয়া তাহার অনুগমন করে।

কিয়ৎক্ষণ পরে হংস গ্রীবাদেশ বক্রভাবে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইল, তদ্দর্শনে নলের হংসধারণ ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন। তৎকালে তাঁহার পাদুকাযুক্ত পদদ্বয় অবলোকনে বোধ হইল যেন তাহারা প্রবাল ও পদ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ম্মাবৃত হইয়াছে। নল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তটান্তদেশে গমন করিয়া করপঙ্কজ দ্বারা সেই হংসকে ধারণ করিলেন। হংস আপনাকে রাজগৃহীত অবলোকন করিয়া উড়িবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া নলের হস্ত দংশন করিতে লাগিল। সরোবর অন্য জলচর পক্ষিগণ ভয়ে উৎপতিত হওয়াতে পর্য্যাকুল হইয়া তরঙ্গচালিত সরোরুহ কর দ্বারা নলকে হংসগ্রহণে যেন নিবারণ করিতে লাগিল। তাদৃশ রমণীয় হংসবিহীন সরোবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থিত লক্ষ্মীর পাদপঙ্কজের শব্দায়মান নূপুর সদৃশ তীরস্থিত কলহংসমণ্ডলী শব্দ করিতে লাগিল।

মহারাজ নল হংসকে হস্তে ধারণ করিয়া বারংবার 'আমি পক্ষীর এরূপ হিরণ্ময় পক্ষ সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই' এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই হংস তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "হে মহারাজ! তুমি আমার হিরণ্ময় পক্ষ অবলোকন করিয়া লোভে চঞ্চল হইয়াছ, অতএব তোমাকে ধিক্! তুষারবিন্দুতে সমুদ্রের ন্যায় ইহাতে তোমার কি পরিমাণে কমলোদয় (১) হইবে। আমি তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম, সুতরাং আমাকে বধ করিলে কেবল প্রাণিবধ পাতক হইবে না। বিশ্বস্ত-বধ-জনিত পাতকও তোমাকে কলুষিত করিবে। ধার্ম্মিকগণ কৃতবিশ্বাস শত্রুবধেরও বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে রণদুর্ম্মদ

(১) কমলোদয় = সম্পত্তির বৃদ্ধি, পক্ষে জলবৃদ্ধি।

বীরগণ রহিয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা কি তোমার এই হিংসাবৃত্তি পরিপূরিত হয় না? হে রাজন্! যে বিহঙ্গম স্বভাবতঃ দীন, অতএব দয়ার পাত্র, তাহার উপর তোমার এই কুবিক্রম প্রকাশ অত্যন্ত অনুচিত। আমি পদ্মের ফল মূল ভক্ষণ করিয়া মুনির ন্যায় জীবন ধারণ করি। তুমি আমার প্রতিও দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইয়াছ, সুতরাং পৃথিবী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া লজ্জিত হইতেছে।” হংস এইরূপ বাক্যে নলকে আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব করতঃ কহিতে লাগিল “হে বিধাতঃ! আমি আমার বৃদ্ধা মাতার একমাত্র পুত্র, আমার পত্নী নূতন-প্রসূত হইয়াছে, এই দুই জনের আমিই একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ ব্যক্তিকে বধ করিতে কি তোমার দয়া হইতেছে না? তুমি যে হস্তে প্রিয়ার কোমলতা ও শীতলতা নির্ম্মাণ করিয়াছ সেই হস্ত হইতে ‘তুমি বনিতা বিযুক্ত হইবে’ এই রূপ ললাটস্থপ নিষ্ঠুর লিপি কিরূপে বহির্গত হইল। হে জননি! আমার দয়ালু বন্ধুগণ মুহূর্ত্তমাত্র সংসারের নিন্দা করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিগতশোক হইবে। কেবল তুমিই দুস্তর পুত্রশোক-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। হে প্রিয়ে! ‘আমার স্বামী আমার নিমিত্ত সন্দিষ্ট মৃণাল লইয়া কতদূরে আসিতেছেন’ এই কথা তুমি আমার সহচর পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যখন আমার শোকে রোদন করিবে সে সময় তোমার কিরূপ হইবে? তুমি অদ্য আমার মরণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ দশদিক শূন্য বোধ করিবে। অয়ি সুন্দরি! তুমি যদি আমার শোকে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া বিপদ-গ্রস্ত হও, তাহা হইলে আমি হত হইয়াও পুনর্ব্বার দৈব কর্ত্তৃক হত হইব। আমরা দুই জন পরলোক-গত হইলে অচিরোৎপন্ন শাবক সকল নিশ্চয়ই অনাহারে গতাসু হইবে। হে শাবকগণ! যদি তোমাদের জননীও পরলোক গত হয়, তাহা হইলে তোমরা অব্যক্ত শব্দ করিয়া আর কাহাকে আহ্বান করিবে, নিঃসন্দেহ মুখ কম্পিত করিয়া কথাবশেষ হইবে”।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে হংস মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর নলের নয়ন-জলসেকে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, দীন দয়ালু নল, তাহাকে “আমি তোমাকে যাহার জন্য ধরিয়াছিলাম সেই আলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। এক্ষণে যথেচ্ছ গমন কর” বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। হংস মুক্তিলাভ করিলে

তাহার সহচর পক্ষিগণ চক্রাকারে ভ্রমণ ব্যপদেশে তাহার নীরাজনা করিতে লাগিল এবং আনন্দাশ্রু তাহাদিগের শোকাশ্রু প্রবাহের অনুবর্ত্তী হইল।

দ্বিতীয় সর্গ।

হংস পুরুষোত্তম নলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিল এবং বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া চঞ্চুপুট দ্বারা হস্ত-ধারণ বন্ধুর-গাত্র পরিষ্কার করিতে লাগিল। অনন্তর চিরপালিত পক্ষীর ন্যায় নলের কোকনদ সদৃশ করের উপর বসিয়া তাঁহার অলৌকিক কৌতূহল বিধান করিল। হংস এইরূপ কৌতূহলী নলকে নিজ বাক্য শ্রবণে উৎসুক করতঃ কহিতে লাগিল, "হে রাজন্! ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ নরপতিগণও মৃগয়ার নিন্দা করেন না। দুর্ব্বল নিজকুল-ভক্ষক মৎস্য, স্বীয় কুলায় দ্রুম পীড়ক পক্ষী ও নিরপরাধ তৃণভক্ষণকারী মৃগাদি বধ করিলে রাজগণের পাতক হয় না; আমি নিরপরাধ, অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মই হইয়াছে। সূর্য্য যেরূপ আতপ দ্বারা বৃক্ষের যৎপরোনাস্তি পীড়া জন্মাইয়া পরে বর্ষণ দ্বারা তাহার শান্তি করেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, এক্ষণে প্রিয় কার্য্য করিয়া তাহা অপনোদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি সার্ব্বভৌম হইলেও অযাচিতভাবে উপস্থিত সেই প্রিয়কার্য্যে তোমার উপেক্ষা করা উচিত নহে। ইহা তোমার অনুকূল দৈব হইতে প্রাপ্ত হইতেছ বিবেচনা করিও। মাদৃশ ইতর ব্যক্তি দৈবের হস্তস্বরূপ। তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর। আমি সামান্য বিহঙ্গম, আমি যে তোমার কি উপকার করিতে পারিব বলিতে পারি না, কিন্তু তথাপি তোমার প্রত্যুপকারের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। লোকে সাধ্যানুসারে উপকারকের প্রত্যুপকার শীঘ্রই সম্পাদন করে। সেই প্রত্যুপকার মহান্ হউক অথবা অল্পই হউক পণ্ডিতগণ

তাহাতে আগ্রহ বা অনাদর করেন না। তুমি মদীয় বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা না করিলেও তোমাকে শুনিতে হইবেক। আমার বাক্য পক্ষিবাক্য বলিয়াও কি শুক-বাক্যের ন্যায় তোমার আনন্দ বিধান করিতে পারিবে না? অরাতিগণের পক্ষে সার্থকনামা ভীম নামে এক নরপতি আছেন। বিদর্ভভূমি তাঁহাকে অধিপতি লাভ করিয়া বাসব-পরিপালিতা অমরাবতীকেও উপহাস করে। সত্যবাদী মহর্ষি দমন প্রসন্ন হইয়া বরদান করাতে, তিনি অলৌকিক গুণ-সম্পন্না একটি কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছেন। সেই কন্যা নিজ-দেহ-কান্তিতে ত্রিভুবন-রমণীগণের রমণীয়তা দমন করিয়াছে বলিয়া তাহার নাম দময়ন্তী হইয়াছে। হে রাজন্! তুমিও দময়ন্তীর নাম শুনিয়া থাকিবে। ব্যবধান থাকিলেও পশুপতি-মৌলিস্থিত চন্দ্রকলাকে কে না জানে? বিদুষী দময়ন্তী মস্তকে যে কেশকলাপ ধারণ করেন, কে পশু কর্ত্তৃক ও পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত চামরের সহিত তাহার তুলনা ইচ্ছা করে? হরিণগণ খুর দ্বারা কণ্ডূয়ন ব্যপদেশে, দময়ন্তীর বিশাল লোচনের সৌন্দর্য্যে পরাজিত হইয়া ভয়ে মুদ্রিত স্ব স্ব লোচনের সান্ত্বনা করে। দময়ন্তীর লোচনদ্বয় অঞ্জনশূন্য অবস্থায় পদ্মকে এবং অঞ্জনযুক্ত অবস্থায় খঞ্জনকে সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিরহঙ্কার করে। তাঁহার বদনচ্ছদবাচী অধরবিম্ব পদটী, বিম্বফল ইহা অপেক্ষা হীন বলিয়া উপযুক্ত অন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় বিধাতা দময়ন্তীর বদন নির্ম্মাণ নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলকে সার-শূন্য করিয়াছিলেন, এজন্য চন্দ্রের মধ্যস্থিত গভীর গর্ত্তে শ্যামবর্ণ আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সৌন্দর্য্য পরীক্ষায় পদ্ম সকল দময়ন্তীর মুখের নিকট পরাভূত হইয়াছে, এজন্য এখনও তাহারা পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ জল হইতে উত্থান পরিত্যাগ করে নাই। হে শূর! দময়ন্তীর হস্ত দ্বারা জল-দুর্গস্থিত মৃণাল পরাজয় করাতে এবং করবিলাস দ্বারা মিত্রসেবী পঙ্কজগণের শ্রী গ্রহণ করাতে সর্ব্বথা তোমারই উপযুক্তা। বোধ হয়, দময়ন্তীর চিকুরজাল বর্হকে পরাভূত করাতে ময়ুর তৎসদৃশ সৌন্দর্য্য কামনায় ষড়াননের সেবা করে। বোধ হয়, বিধাতা কৌতূহলা হইয়া মুষ্টি দ্বারা দময়ন্তীর মধ্যদেশের পরিমাণ করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার উদর রত্নময় কাঞ্চী-বিশোভিত বলি-ত্রয়-রূপে অঙ্গুলী-চতুষ্টয়ের চিহ্ন বহন করিতেছে। বোধ হয়, দুইটি পদ্ম সূর্য্যের অত্যন্ত আরাধনা করিয়া দময়ন্তীর পদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিধাতার

বাহন হংস দম্পতী শব্দায়মান পাদকটব্যপদেশে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। আমি সরোবরে অবগাহন-উদ্দেশে নানা জনপদে ভ্রমণ করিয়া থাকি। একদিন বিদর্ভদেশে গমন করিয়া সেই কৃশমধ্যা দময়ন্তীকে নয়নের অতিথি করিয়াছি। 'বিধাতা কাহাকে স্বর্গরমণীগণ অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী দময়ন্তীর পতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন,' এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার অনুরূপ বরেব অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনন্তর অন্যান্য যুবকে পূর্ব্বপক্ষতা দূর করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাতে সিদ্ধান্তবুদ্ধি নিবেশিত করিয়াছি। যদিও অনেক দিন হইল আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কারের উদ্বোধন হওয়াতে সেই চারুহাসিনী এক্ষণে আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছেন। হে বীর! সেই দময়ন্তীর সৌন্দর্য্য কেবল তোমাতেই শোভা পায়; মণিহারের রমণীয়তা কেবল যুবতী-হৃদয়েই শোভা পায়। দময়ন্তী ব্যতীত তোমার এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য এই ধনপূর্ণা পৃথিবী ও কোকিল-কাকলী-সম্পন্ন এই বিলাস-কানন বন্ধ্য বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় নিরর্থক। কুমুদের পক্ষে জলদাবৃত চন্দ্রিকা যেরূপ, দেবগণ-বাঞ্ছিত সেই দমন্তীও তোমার পক্ষে সেইরূপ। আমি দময়ন্তী-সমীপে গমন করিয়া তোমার এরূপ প্রশংসা করিব যে, ইন্দ্রও তাঁহার, তোমাকে বরণ করিবার সঙ্কল্প দূর করিতে পারিবেন না। আমি কেবল তোমার সম্মতি জানিবার নিমিত্ত এই সমস্ত জ্ঞাপন করিলাম। যাহা হউক, এইরূপ বলা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে; সাধুগণ নিজের উপকারিতা কণ্ঠে প্রকাশ না করিয়া কার্য্যে প্রকাশ করেন।

রাজা নল দ্বিজরাজের এই বচনামৃত পান করিয়া অতি তৃপ্তিবশতঃই যেন তাহার উদ্গারস্বরূপ হাস্য প্রকাশ করিলেন। অনন্তর হস্তদ্বারা হংসের গাত্র মার্জ্জন করিয়া তাহার সন্তোষনিমিত্ত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমার আকৃতি যেরূপ নিরুপম, সুশীলতাও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। গুণ আকৃতি অনুযায়ী, এই যে সামুদ্রিকমত, তুমিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তোমার শরীর যে কেবল সুবর্ণময় তাহা নহে, বাক্যও সুবর্ণময়। আকাশে যে কেবল পক্ষপাতিতা আছে তাহা নহে, আমাতেও তোমার পক্ষপাতিতা আছে। বনীগণ পদ্মাদি নিধি পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, সাধুগণও

গুণবানের সমাগমে সেইরূপ আনন্দিত হন। ত্রিভুবন বশীকরণে সম্মোহিনী বিদ্যাস্বরূপা দময়ন্তীর বিষয় আমি অনেকবার শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার কথায় স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি দময়ন্তী বিরহানলে অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছি। দক্ষিণানিল মলয়স্থ সর্পগণের বিষ ফুৎকারময় বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রকিরণ আমাকে অত্যন্ত অভিতপ্ত করে, বোধ হয় চন্দ্র প্রতিমাসে যে সূর্য্যের সহিত সঙ্গত হন, তাহাতেই তাঁহার কিরণের শীতলতা অপগত হইয়াছে। যদি কন্দর্পশায়ক বজ্র না হইয়া কুসুম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা বিষবল্লীজাত হইবে; যেহেতু ইহা আমার হৃদয়কে অতিমাত্র তাপিত ও বিমোহিত করিয়াছে। হে হংস! তুমি বিধাতৃপ্রেরিত হইয়া অকস্মাৎ এখানে উপস্থিত হইয়াছ। অকস্মাৎ সমাগত পোত যেরূপ সমুদ্র-বিপন্ন ব্যক্তির অবলম্বন হয়, তুমিও সেইরূপ আমার অবলম্বন হও। অথবা তোমাকে নিয়োগ করা আমার পিষ্টপেষণ হইতেছে। সাধু ব্যক্তিগণের পরোপকারিতা জ্ঞানের প্রামাণ্যের ন্যায় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। পথে তোমার কুশল হউক, আবার যেন শীঘ্রই সাক্ষাৎ হয়। সত্বর আমার অভিলষিত সম্পন্ন কর। হে বিহঙ্গম! সময়ে আমায় স্মরণ করিও।

রাজা নল এই বলিয়া হংসকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বিস্মিতমনে উপবনস্থ ক্রীড়াগৃহে প্রবেশ করিলেন; হংসও দময়ন্তী-দর্শনে সেই দিনকে সফল করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ কুণ্ডিন নগর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সে প্রথমে সিদ্ধিসূচক জলপূর্ণ কলস, অনন্তর ক্ষণকাল গগনমার্গে মন্দগতি অবলম্বন করিয়া নলের উপবনস্থিত রসাল ফল এবং পরে করি-শাবক-সদৃশ মেঘজাল-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত দর্শন করিল। হংস এইরূপ শুভসূচক পদার্থ অবলোকন করিয়া প্রহৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিল। তাহার দ্রুতগতি বশতঃ সূক্ষ্ম শরীরকান্তি অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, সে কষপ্রস্তর-সদৃশ নভোমণ্ডলে নিজের পক্ষ সুবর্ণ পরীক্ষা করিতেছে। অধঃস্থিত পক্ষিগণ তাহার পক্ষের শাঁ শাঁ শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্যেন পতনশঙ্কায় এক চক্ষু দ্বারা তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল। লোকে তাহার পৃথিবীপতিত ছায়া দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু হংস মহা-বেগে তাহাদের লোচনপথ অতিক্রম করাতে কিছুই দেখিতে পাইল না।

এইরূপ নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত গমন করিয়া হংস কৈলাসসদৃশ-সৌধমালা-পরিশোভিত মনোহর ভীম-পালিত কুণ্ডিন নগর দর্শন করিল।

যে নগরে অন্ধকার সূর্য্যের ভয়ে রাজগৃহস্থিত ইন্দ্র নীলমণির কিরণচ্ছলে গৃহে প্রবেশ করতঃ ঘনীভূত হইয়া বাস করিত, যে স্থানে দীপ্যমান স্ফটিক মণি-বিনির্ম্মিত গৃহ সকল পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিদূরিত করাতে প্রত্যহ পূর্ণিমা তিথি বলিয়া বোধ হইত, যে স্থানে বাপী সকল সুন্দরীগণের স্নানপ্রক্ষালিত কুঙ্কুমে রক্তবর্ণ হইয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞা মানিনীর ন্যায় সমস্ত রাত্রিতে প্রসন্ন হইত না, যে নগরীতে রাত্রিতে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যোগিনীর ন্যায় মণি-বিনির্ম্মিত গৃহগণের প্রাকার মধ্যস্থিত নির্ম্মল জ্যোতিঃ দর্শন করিত, যাহাতে প্রাসাদ সকল চঞ্চল পতাকাপ্রান্তের তাড়নায় আকাশগামী সূর্য্য সারথি অরুণকে অশ্বচালনবিষয়ে বিশ্রাম দান করিত, দিবাভাগে সূর্য্য-কান্ত-মণি-নির্ম্মিত প্রাকার প্রজ্বলিত হওয়াতে যাহা অনলবেষ্টিত বাণপুরীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইত, যেরূপ মার্কণ্ডেয় নারায়ণের উদরে সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রেতৃগণ যে স্থানে আপণে বিস্তারিত জগতের সমুদায় বস্তু দর্শন করিত, যে নগরে শীতকালে সূর্য্যকান্ত-মণিময় সেতু সমস্ত দিন তাপ গ্রহণ করিত বলিয়া রাত্রিতে তাহার উপর দিয়া গমনকালে পথিকগণের চরণ হিমে পীড়িত হইত না, যাহার চন্দ্রকান্ত মণিময় পথ সকল চন্দ্র-কিরণজাত জলে নলের স্বভাবের ন্যায় শীতল হওয়াতে সূর্য্যকিরণ গ্রীষ্ম-কালেও তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে পারিত না, যে নগরী পরিখামণ্ডল ব্যপ-দেশে অন্যের আয়ত্তীকরণের অবিষয় হইয়া ফণিভাষ্যের কূটপ্রশ্নের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন ধারণ করিত, যাহার মাণিক্য-নির্ম্মিত গৃহ সকল দিবাভাগে সূর্য্যতাপে পিপাসাতুর হইয়া রাত্রিতে আরক্তপতাকা-জিহ্বা দ্বারা বারম্বার চন্দ্রমণ্ডল লেহন করে বলিয়া বোধ হইত, চন্দ্র-কলঙ্ক যাহার পীতবর্ণ বলভী পতাকার সহিত মিলিত হইয়া মণ্ডলীভূত শেষশায়ী কৃষ্ণের সাদৃশ্য লাভ করিত, যাহার শুভ্র পতাকা সকল নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত গৃহকিরণে শ্যামবর্ণ হইয়া যমুনার ন্যায় সূর্য্য-ক্রোড়ে ক্রীড়া করিত, হংস এইরূপ বিদর্ভ নগরীতে প্রবেশ করিয়া দময়ন্তীর ক্রীড়াবন সন্দর্শনে অত্যন্ত পুলকিত হইল। অনন্তর নক্ষত্রমধ্যস্থিত চন্দ্রলেখার ন্যায় সমান সৌন্দর্য্যশালিনী সখীগণমধ্যে বিশেষ-

রূপে শোভমানা দময়ন্তীকে দর্শন করিল। সেই ক্রীড়াকাননে সখীগণ-পরিবেষ্টিতা দময়ন্তীকে দর্শন করিয়া হংসের মনে হইল যে, শচী ও ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ পরিবৃত হইয়া এইরূপে নন্দনকাননে ভ্রমণ করেন।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর হংস পক্ষদ্বয় আকুঞ্চিত করতঃ বেগে নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিয়া দময়ন্তীসমীপে উপবেশন করিল। তাহার পক্ষপুটের আঘাতে ক্ষিতি হইতে যে আকস্মিক শব্দ উত্থিত হইল, তাহাতে দময়ন্তী অন্য-বিষয়-নিবিষ্ট-চিত্ত-বশতঃ চমকিত হইলেন। সখীগণও অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সেই নিরুপম সৌন্দর্য্যশালী হংসকে দর্শন করিতে লাগিল। তাদৃশ রমণীয় হংসকে সমীপবর্ত্তী অবলোকন করিয়া দময়ন্তী তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হংস তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াও, না উড়িয়া ভ্রমণ-কৌশলে তাঁহার ধরিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। দময়ন্তীর হংস-ধারণ চেষ্টা বিফল হইল অবলোকন করিয়া সখীগণ করতালিকাপ্রদানে হাস্য করিয়া উঠিল। দময়ন্তী তাহাতে ঈষৎ কুপিত হইয়া তাহাদিগকে "তোমারা করতালিকা প্রদানে হংসকে চঞ্চল করিও না এবং কেহই আমার পশ্চাৎ আসিও না" এইরূপ তিরস্কার করিয়া সূর্য্যের অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় হংসের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। সখীগণ তাঁহাকে "তোমার হংসাভিমুখে (১) যাত্রা প্রশস্ত নহে" এইরূপ শব্দ-শ্লেষে উপহাস করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, "হে সখীগণ! এই হংস অশকুন (২) নহে, আমার

(১) পক্ষীবিশেষ, পক্ষে সূর্য্য।
(২) অশুভ চিহ্ন, পক্ষে অপক্ষী নহে অর্থাৎ ইহা সূর্য্য নহে, পক্ষী।

ভাবী-প্রিয়ের (১) আবেদক"। হংসও হংসগামিনী সুদতী দময়ন্তীর অগ্রে অগ্রে অব্যাকুলভাবে গমন করতঃ যেন লজ্জা জন্মাইবার নিমিত্তই তাঁহার গতির অনুকরণ করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। দময়ন্তী যাহাতে প্রতি পদবিক্ষেপে 'এইবার নিশ্চয়ই ধরিব,' এইরূপ মনে করিতে পারেন, সেইরূপ মন্থর-গমনে হংস তাঁহাকে ক্রমশঃ লতাগহনমধ্যে আনয়ন করিল।

হংস যখন দেখিল যে, দময়ন্তী একাকিনী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার শরীর গমন-পরিশ্রমে অত্যন্ত স্বেদাপ্লুত হইয়াছে, তখন শুকপক্ষীর ন্যায় মানুষ-বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল; "অয়ি অল্প-বুদ্ধি-শালিনি! আর কতদূর যাইবে? কি নিমিত্তই বা বৃথা এরূপ পরিশ্রম করিতেছ? এই নিবিড় বনাবলী অবলোকন করিয়া তোমার কি শঙ্কাও হইতেছে না? আমি আকাশ-গামী, তুমি কেবল পৃথিবীচারিণী, সুতরাং তুমি আমাকে কিরূপে ধরিবে? কি আশ্চর্য্য! এই যৌবনকালেও তোমার শিশুত্ব দূর হইল না! আমরা বিধাতৃবাহন হংসগণের বংশসম্ভূত, আমাদিগের প্রিয়বাক্য দেবতা ব্যতীত অন্যের দুর্লভ! হে ভৈমি! কার্য্য সমবায়ী কারণের গুণ প্রাপ্ত হয়, এজন্য আমরা স্বর্নদীজাত স্বর্ণকমলের নালা ও মৃণাল ভক্ষণ করিয়া অন্নের অনুরূপ শরীরসৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্ণ-হংসগণ বিধাতার আদেশে নলের ক্রীড়া-সরোবরে অবগাহন করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমি একাকীই ভূমণ্ডল-দর্শনে উৎসুক হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। একদা আমি বিধাতার ভ্রমণ-সময়ে পরিশ্রম-ক্লিষ্ট আত্মীয় প্রধান হংসগণের ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম; তদবধি নিরন্তর ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াও পরিশ্রান্ত হই না। সেই প্রসিদ্ধ বিরলোদয় (২) নরের স্বর্গ-ভোগ-জনক অদৃষ্ট ব্যতীত কোন পাশাদি মাদৃশ স্বর্গীয় পক্ষীকে বশীভূত করিতে পারে না। দেবগণ পুণ্য-কার্য্য-প্রভাবে নলের বশীভূত হইয়া এই পৃথিবীতেও তাঁহার স্বর্গভোগ বিধান করিতেছেন; একারণ অচেতন বৃক্ষগণও ধূপদান ও জলসেকপ্রভাবে অসময়ে ফল ও পুষ্প উদ্গীরণ করিতেছে। আমরা সুমেরু পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চামর-

---

(১) মঙ্গল, পক্ষে কান্ত।

(২) বিগত হইয়াছে "র" যাহা হইতে এবং "ল" এর উদয় যাহাতে এমন নর অর্থাৎ "নল" পক্ষে কদাচিৎ-জন্মা।

সদৃশ মন্দাকিনী-জলসিক্ত পক্ষদ্বারা তাঁহার ক্রীড়া পরিশ্রম অপনোদন করিয়া থাকি। রম্ভা আমাদিগের মুখে নলের সৌন্দর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল; অবশেষে তাঁহাকে না পাইয়া তৎসদৃশনামা নলকূবরকে ভজনা করিয়াছে। হে দময়ন্তি! আমরা ক্রীড়া-কালে নলের গান শ্রবণ করিয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের গায়ককে যে হা হা বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাহার নাম "হা হা" হইয়াছে। ইন্দ্র শচীর সহিত নলের উদারতা শ্রবণে আনন্দবাষ্পে আবৃত-নয়ন হইয়া ভাগ্যবশতঃই শচীর বারম্বার লোমাঞ্চিত শরীর অবলোকন করেন নাই। মহাদেব নলের মনোহর গুণ শ্রবণ করিতে আরম্ভ-করিলে তাঁহার শরীরার্দ্ধভাগিনী অপর্ণাও কর্ণকণ্ডূয়নচ্ছলে অঙ্গুলীদ্বারা কর্ণদ্বার রোধ করিয়া রাখে। চন্দ্র আমাদের মুখে নলমুখের স্ববিজয়িনীশক্তি শ্রবণ করিয়া লজ্জায় কখন সূর্য্যমধ্যে, কখন সমুদ্রমধ্যে, কখনও বা মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে তিরোহিত হন। বোধ হয় বিধাতা দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক দন্তময় রেখার দ্বারা নলে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ দুই প্রকার বিদ্যারই অবস্থিতি ব্যক্ত করিয়াছেন। নলের কান্তি ও সম্পত্তি অবলোকন করিলে কন্দর্প ও বাসবে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয় এবং তিনি ক্ষমাদ্বয়ের (১) আশ্রয় বলিয়া শেষ ও বুদ্ধ স্মরণপথে পতিত হয় না। যদি ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণী গণনা করিতে আরম্ভ করে, যদি তাহাদের আয়ুঃশেষ না হয় এবং পরার্দ্ধের অতিরিক্ত সংখ্যা থাকে, তাহা হইলে নলের গুণ নিঃশেষে গণিত হইতে পারে। হে ভৈমি! পক্ষিগণের অবারিত দ্বার বলিয়া আমরা নলের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পরমাণুমধ্যাদিগকে মনোহর গতির উৎকর্ষ শিক্ষা করাইয়া থাকি এবং নানারূপ প্রিয় কথায় তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করি। আমি তাঁহাদিগের অত্যন্ত বিশ্বস্ত, আমার সমীপে কোন কথা বলিতে তাঁহারা লজ্জা করেন না। বিধাতা চতুর্ম্মুখে যে সমস্ত যোগশাস্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এরূপ নীরন্ধ্র হইয়াছে যে, আমি যাহা শ্রবণ করি, তাহা পরিহাসোক্তি হইলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করি না। হে বৈদর্ভি! কুমুদ্বতী যেরূপ হিমাংশু আশ্রয়ে পদ্মিনী-দুর্লভ-জ্যোৎস্নাসুখ উপভোগ করে, সেইরূপ অন্য রমণী নলাশ্রয়ে তোমার দুষ্প্রাপ্য নিরুপম স্বর্গ-সুখ উপ-

(১) পৃথিবী ও ক্ষান্ত।

ভোগ করিতেছে। যেরূপ রসাল-বল্লী বসন্ত ভিন্ন ঋতুতে ভ্রমর গুঞ্জন প্রভৃতি সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ তুমিও নলের অনূঢ় হওয়াতে আমাদিগের প্রিয়বাক্য-সুখ লাভ করিতে পারিতেছ না। অথবা তুমি নিরুপম সৌন্দর্য্য-শালিনী ও অনূঢ়া ; তুমি যে নলের হস্তে পতিত হইবে না, তাহা কে বিধাতার মনে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিয়াছে ? বিধাতা নিশার সহিত শশাঙ্কের, গৌরীর সহিত গিরীশের এবং লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর যোজনা করাতে, যোগ্য-বস্তুর পরস্পর মিলনে তাঁহার স্বাভাবিক প্রযত্ন প্রসিদ্ধ আছে। তুমি নিখিল রমণীগুণভূষিতা, সুতরাং নল ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত বিবাহ তোমার অনুপযুক্ত ; কোমল মল্লীমালা কর্কশ কুশসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না। আমি বিধাতার যান বহন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাহাকে নলের উপযুক্ত বধূরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন"? তৎকালে চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে তাঁহার বাক্য ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না, তিনি যেন তোমার নাম করিলেন বলিয়া বোধ হইল। অথবা তুমি যদি অপর পুরুষের সহিত সংযোজিত হও, তাহা হইলে বিধাতা বিবেচকতা কীর্ত্তিতে চিরকাল যাপন করিয়া এক্ষণে কিরূপে জনাপবাদ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন ? থাকুক, আর অপ্রস্তুত বিষয়ের অনুশীলনে প্রয়োজন নাই। হে কৃশাঙ্গি ! আমি তোমাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করিয়াছি, এক্ষণে সেই অপরাধ অপনয়ন করিতে তোমার কি অভীষ্ট সম্পাদন করিব বল" এই বলিয়া হংস দময়ন্তীর অন্তর্গত অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত বিরত হইল।

দময়ন্তী হংসবাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে হংস ! তুমি অপরিচিত হইলেও আমি যাহার প্রেরণায় তোমাকে বিরক্ত করিয়াছি, আমার সেই শিশুচাপল্যকে ধিক্ ! নির্ম্মলচিত্তবশতঃ তুমি সাধু-গণের আদর্শস্বরূপ, আমি অপরাধযুক্ত, সুতরাং আমি অগ্রবর্ত্তিনী থাকাতে সেই অপরাধ তোমাতেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হে সৌম্য ! আমি বালিকা, অতএব যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তুমি অগ্রে তাহা ক্ষমা কর। তুমি হংস হইলেও দেবাংশ বলিয়া মৎস্যমূর্ত্তি নারায়ণের ন্যায় পূজনীয় ; তুমি আমার এমন কি প্রীতি সম্পাদন করিবে, যাহা আমার নয়নদ্বয়ের ত্বদীয় দর্শনজনিত আনন্দকেও অতিক্রম করিবে ? চন্দ্র নিজে অমৃতময় কিরণ

দ্বারা লোকনয়নের আনন্দ ব্যতীত আর কি করিয়া থাকেন? আমার অন্তঃ-করণ যে অভিলাষকে পরিত্যাগ করে না, তাহা কিরূপে কণ্ঠপথে আগমন করিবে। দ্বিজরাজ (১) পানি গ্রহণে অভিলাষ, কোন্ বালা নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ করে।

দময়ন্তী লজ্জিতভাবে এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, হংস তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, "হে ভৈমি! তুমি হস্ত দ্বারা চন্দ্র ধারণের ইচ্ছার ন্যায় যাহা কহিলে, তাহা, শূদ্র বেদবাক্যের ন্যায় আমি কি শুনিতেও পাই না? যাহা মনোমার্গে বর্তমান রহিয়াছে তাহা কি জন্য অর্থের ন্যায় গোপন করিতেছ? দেখ, যাহা চিন্তা-পথের অতীত, অনলস ব্যক্তিগণ সেই ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃশাঙ্গি! যদিও আমি অনভিজ্ঞ পক্ষী তথাপি তুমি আমাকে ব্রহ্মলোক মধ্যে সত্যবাদী ও সামাজিক-গণের অগ্রগণ্য বলিয়া জানিও। অনবরত বিধাতৃমুখোচ্চারিত বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ এরূপ পবিত্র হইয়াছে যে, আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না। তুমি যদি সমুদ্র মধ্যস্থিত লঙ্কাপুরী গমন করিতে অথবা অন্য কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও নিজ করতল গত বিবেচনা করিও"।

এই বলিয়া হংস বিরত হইলে, দময়ন্তী লজ্জিত ও আনন্দিত হইয়া 'আমার চিত্ত লঙ্কাগমনে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে অভিলাষী নহে এবং আমার চিত্ত নলকে প্রার্থনা করে, অন্য কাহাকেও প্রার্থনা করে না' এই অর্থদ্বয় যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। অবলাগণ লজ্জায় মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারে না, বিবেচনা করিয়া, হংস অস্পষ্টভাষিণী দময়ন্তীকে কহিল, "দময়ন্তি! আমি নির্বোধ নহি; তোমার শ্লিষ্ট বাক্যের "রাজার সহিত বিবাহ অভিপ্রেত ও আমার চিত্ত নলকে প্রার্থনা করে"এই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ চঞ্চল বলিয়া সন্দেহ বশতঃ আমি অজ্ঞের ন্যায় হইয়াছি। মুগ্ধাহৃদয় অতিশয় চঞ্চল, এজন্য কন্দর্পকেও তাহাতে

(১) কোন্ স্ত্রী, দ্বিজরাজ (চন্দ্র) কে হস্ত দ্বারা ধারণ করিবার অভিলাষ নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ করে। অথচ হে দ্বিজ রাজাকে বিবাহ করিবার ইত্যাদি। অথচ হে দ্বিজরাজ (পক্ষিশ্রেষ্ঠ) বিবাহ-অভিলাষ ইত্যাদি।

চ্যুতিশারক হইতে হয়। আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ সন্দেহ-যুক্ত বিবাহ অভিলাষ কিরূপে সম্রাট নলের গোচর করিব? যদি তুমি পিতার আদেশে কিম্বা স্বইচ্ছায় অন্য যুবাকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে নল আমাকে কিরূপ বিবেচনা করিবেন? অতএব তুমি আমাকে এরূপ সন্দেহযুক্ত বিষয়ে নিয়োগ করিও না; ইহা ভিন্ন তুমি যাহা যাহা বলিবে, আমি তৎসমুদয় সম্পাদন করিব"।

দময়ন্তী মস্তক-কম্পনে কর্ণ-প্রবিষ্ট সলিলের ন্যায়, হংসের বাক্য নিরস্ত করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে হংস! পিতা আমাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবেন, এই কল্পনা যদি তোমার অন্তঃকরণে বেদস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাত্রির ও চন্দ্র ভিন্ন পতি হইতে পারে, এই ওঁঙ্কার তাহার পূর্ব্বে যোজনা করিও। তুমি সরোজিনীর সূর্য্য ভিন্ন অপরের প্রতি অনুরাগ নিশ্চয় না করিয়া কিরূপে আমি অন্যকে বিবাহ করিব, স্থির করিলে? ধন্য তোমার সাহস! আমি যে অনল আশ্রয় করিব, তাহা তুমি ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যদি নলের লাভ না হয়, তাহা হইলে আপনাকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত অনল আশ্রয় করিব, তদ্ভিন্ন রাজার সমীপে তোমাকে মিথ্যাবাদী করিবার নিমিত্ত নহে। পিতা যদি নল ব্যতীত অন্য বরে আমাকে দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বেই আমার জীবন-শূন্য শরীরকে অনলে দান করিবেন। তিনি আমার শরীরের কর্ত্তা হইলেও নলানুরাগী জীবনের কর্ত্তা নহেন। তুমি আমার নলের দাসীত্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছ। সুধাকর সুধার আকর হইলেও নলিনী সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় না; নলের লাভ ব্যতীত চিন্তামণি-রত্নলাভ করিতেও আমার অভিলাষ নাই। আমার পক্ষে তিনিই ত্রিভুবনের সাররত্ন। আমি বন্দী প্রভৃতির মুখে নলের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি অনন্যমনে সর্ব্বদা তাঁহারই চিন্তা করিয়া থাকি এবং মোহবশতঃ সকলদিকেই তাঁহাকে দেখিতে পাই। এক্ষণে আমার নলপ্রাপ্তি কিম্বা মরণ অবশিষ্ট আছে, এই দুইটীই তোমার হস্তে রহিয়াছে। হে ভদ্র! এক্ষণে মৌনভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃথা আশঙ্কায় অন্তঃকরণ ক্লিষ্ট না করিয়া আশ্রিত ব্যক্তির পালনজনিত পুণ্য সঞ্চয়

কর। হে বিজ্ঞ! তুমি মদীয় প্রার্থনায় অবহেলা করিও না, যাহাতে দুর্জ্জনেরাও তোমার কীর্ত্তি গান করিবে, এরূপ কার্য্য করিতে বিরত হইও না, দাতৃগণ যাজকদিগকে নিজের জীবনও দান করেন, কিন্তু তুমি এরূপ কৃপণ যে, আমার জীবন আমাকে দান করিতেছ না। অতএব ইহাতে তোমার অধর্ম্ম ও অযশ সঞ্চিত হইবে। জীবনদাতাকে জীবনদান করিয়াও অঋণী হওয়া যায়; কিন্তু যিনি জীবনের অধিক বস্তু দান করেন, তাঁহাকে কি দিয়া অঋণী হইব? অতএব আমি যাহাতে তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারি, এরূপ বস্তু আমাকে দান করিয়া অধমর্ণ কর। তুমি মদীয় জীবন ক্রয়কর, তাহাতে আর কিছু না হউক পুণ্য হইবে; তুমি আমার জীবিতেশ্বরকে প্রদান করিলে আর কিছু করিতে না পারি তোমার যশোগানও করিতে পারিব। ধনিগণ এক কপর্দ্দক দ্বারাও কৃতজ্ঞগণের উপকার করে না, কিন্তু সাধুগণ প্রয়োজন না থাকিলেও জীবন দিয়াও তাহাদের উপকার করেন। রাজা নল দিক্‌পাল-গণের অংশ সম্ভূত, আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী বলিয়া দিক্‌পালগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এজন্য তুমি স্বয়ং আগমন করিয়া আমার নলপ্রাপ্তির প্রতিভূ হইয়াছ। এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র কার্য্যসম্পাদন কর, বিলম্বসহ কার্য্যে বিচার করা প্রয়োজন। ছাত্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যেরূপ গুরুর উপদেশ প্রতীক্ষা করে না, সেইরূপ বিরহ যাতনায় কালক্ষেপ প্রয়োজন নাই। নল যে সময়ে অন্তঃপুর-সুখভোগে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তখন তাঁহাকে আমার কথা বলিও না। জলপানে প্রীত ব্যক্তির সুগন্ধি সুশীতল সলিলও রুচিকর হয় না। তিনি যখন কুপিত থাকিবেন, তখন তাঁহাকে আমার কথা বলিবার আবশ্যক নাই। পিত্তাভিভূত রসনায় শর্করা ও তিক্ত বোধ হয়। তিনি যখন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত থাকিবেন, তখনও তাঁহাকে আমার কথা বলিও না; প্রার্থিত বিষয় অন্তঃকরণে স্থান না পাইলে অবজ্ঞা করা হয়। অতএব তুমি শুভ সময় অবলোকন করিয়া আমার বিষয় তাঁহাকে অবগত করাইবে; একেবারেই অসিদ্ধি ও বিলম্বে সিদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে বিলম্বে সিদ্ধিই মঙ্গলজনক”। এই সকল কথা বলিবার সময়ে দময়ন্তী যে লজ্জাত্যাগ করিলেন, আমরা তাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি, কিন্তু যিনি তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া এই সমস্ত কথা বলাইয়াছিলেন, সেই কন্দর্পই তাঁহার নির্দ্দোষিতার সাক্ষী।

এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ হংস দময়ন্তীকে নলে একান্ত অনুরাগিনী জানিয়া কহিতে লাগিল, "রাজপুত্রি! যদি তোমার বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে আমার নিজের কর্ত্তব্য কিছুই দেখিতেছি না, বিষম শায়কই তোমাদের মিলন নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। নল ভিত্তিসংস্থাপিত ত্বদীয় প্রতিমূর্ত্তি নির্নিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া বিগলিত বাষ্পবারি দ্বারা নয়নরাগ সম্পাদন করেন। লজ্জাশীল নলের লজ্জা সাংক্রামিক পীড়ার ন্যায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণেও সংক্রমিত হইয়াছে, অধিক কি কহিব তিনি তোমার বিরহে মৃতকল্প হইয়াছেন। তিনি আমাকে তোমার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা জানিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। হে বৈদর্ভি! তুমি স্বীয় রমণীয়গুণে ধীরপ্রকৃতি নলকেও যে আকর্ষণ করিয়াছ, ইহাই তোমার প্রশংসা। চন্দ্রিকা সমুদ্রকেও চঞ্চল করে, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি প্রশংসা আছে? তোমরা নিশা ও চন্দ্রের ন্যায় মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিশোভিত কর।" হংস এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে সখীগণ দময়ন্তীর অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন হংস দময়ন্তীকে "তোমার কুশল হউক আমাকে পরিত্যাগ কর" এই বলিয়া নিষধ দেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

হংস প্রস্থান করিলে দময়ন্তী সাদর লোচনে তাহার পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সে অল্পক্ষণেই তাঁহার বাষ্পপূর্ণ লোচনের অন্তরাল হইল বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্তরাল হইল না। সখীগণ দময়ন্তীর বাষ্পপূর্ণ লোচন অবলোকনে, "দময়ন্তি! তুমি কি পথভ্রান্ত হইয়াছ, রোদন করিও না, আইস গৃহে গমন করি" এই বলিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিল।

হংস পূর্ব্বে যে সরোবরের তীরে নলকে অবলোকন করিয়াছিল এখনও সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন করিল। নল হংসকে অবলোকন করিয়া অতিমাত্র ব্যস্ত হৃদয়ে তাহাকে দময়ন্তী সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং তাহার মুখে শ্রবণ করিয়াও বারম্বার জিজ্ঞাসা দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর, দময়ন্তী বিষম-শায়ক-নিপীড়নে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। যাহা কোন বস্তুর অব্যবহিত পরক্ষণে জন্মে, তাহা সেই বস্তু হইতেই জন্মে, এজন্য বোধ হয়, দময়ন্তী প্রিয়তম-দূত বিহঙ্গমের গমনবেগ হইতেই স্থিতি (১) বিরোধী অধীরতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বদন, কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মান শশধরের ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। হস্তদ্বয় শুষ্ক সরোবরের সূর্য্য-কিরণ-তপ্ত সরোরুহের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যিনি, চরণতল সামান্য-কণ্টক-বিদ্ধ হইলে অতিমাত্র ক্লেশানুভব করিতেন, সেই কোমলাঙ্গীর হৃদয়ে ভূভৃৎ (২) প্রবেশ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার বদন, বাষ্পবারি-পরিপ্লুত হৃদয়ে প্রতি বিম্বিত হওয়াতে বোধ হইত, যে হৃদয়স্থিত প্রিয়তম নলকে সম্ভাষণ করিয়া আগমন করিতেছে। তিনি নিরতিশয় মনঃপীড়া বশতঃ বারংবার যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, তাহাতে তাঁহার পরিহিত বসন বিকম্পিত হইত, আশ্রয়পীড়া হইলে সকলেই কম্পিত হয়। তিনি তাপ শান্তির নিমিত্ত যে সময়ে হৃদয়ে সরোরুহ স্থাপন করিতেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারিত না। রতি যদি কন্দর্প-ধনু হৃদয়ে স্থাপন করিয়া চিতানলে কন্দর্পের অনুমৃতা হইতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারিতেন। কন্দর্প স্বীয় কুসুমশায়কে দময়ন্তীর হৃদয় নিপীড়িত করিয়া স্ত্রী-হৃদয়ের কোমলতা সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাপশান্তি নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে কমলদল অর্পণ করিবার সময়ে অত্যুষ্ণ নিশ্বাস-পবনে অর্দ্ধপথেই তাহা শুষ্ক হইয়া যাইত। তিনি কন্দর্পশায়কে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া সূর্য্য-কিরণ নিপীড়িত চন্দ্রকলার ন্যায় সকলেরই অন্তঃকরণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

---

(১) মর্য্যাদা, পক্ষে অবস্থান।

(২) রাজা, পক্ষে পর্ব্বত।

দময়ন্তী কন্দর্প-শায়কে এইরূপ নিপীড়িত হইয়া বারম্বার শশাঙ্কের নিন্দা ও রাহুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বপার্শ্বস্থিতা, বাষ্পাবৃতনয়না সখীকে কহিতে লাগিলেন, "হে সখি! যেরূপ ব্রহ্মা, দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে একের অল্প সময়ে অপরের এক যুগ হয়, সেইরূপ সংযোগীগণের একক্ষণে বিয়োগীগণের একযুগ হয়, একথা জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই কেন? সতী কন্দর্প-পীড়িতা হইয়াই হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া নহে এবং মহাদেবের ললাটে মূর্ত্তিমান সতী-বিরহই প্রদীপ্ত হয়, লোচন নহে। যদি বহ্নি অপেক্ষা বিরহ পীড়ার গুরুত্ব না থাকিত, তাহা হইলে সতীগণ কখনই বিরহের ভয়ে মৃত পতির সেবা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে অনলে প্রবেশ করিতে পারিত না। সখি! তুমি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, 'হে মূর্খ! তুমি কি শিবের কণ্ঠস্থিত গরল হইতে অথবা সমুদ্রস্থিত বাড়বানল হইতে এইরূপ দাহকতা শিক্ষা করিয়াছ?' এবং একথাও জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি এরূপ কুকার্য্য আরম্ভ করিয়াছ কেন? তুমি যদি নিজের রত্নাকরে জন্ম-বিচার না কর, তাহা হইলেও কি ত্রিলোচনের মস্তকে বাস বিস্মৃত হইলে? হায়! সমুদ্র মন্থনকালে তুমি মন্দর পর্ব্বতের সংঘট্টনে বিচূর্ণিত হও নাই কেন? এবং অগস্ত্যের সমুদ্র-পান-সময়ে কেনই বা তাঁহার উদরে প্রবেশ কর নাই? হে মূর্খ! তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ যে, দময়ন্তী বিরহ-যাতনায় প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন আমাতে নিলীন হইবে, এরূপ মনেও করিও না। মন চন্দ্রে নিলীন হয়, এরূপ শ্রুতি আছে বটে; কিন্তু মনোভূ আমাকে চন্দ্র শব্দে নলের মুখ-চন্দ্র অর্থ করিয়া দিয়াছেন।' হে মৃগাঙ্ক! আমাকে বধ করিলে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ হইবে না; বরং অযশঃ ও কুলনিন্দা সমন্তাৎ প্রচারিত হইবে। হে বিধো! রাত্রিতে সূর্য্য অবিদ্যমানে তাহার দাহকতা-শক্তি লইয়া আমাকে যথেচ্ছ সন্তাপিত কর, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না; কিন্তু আমিও দিবাভাগে তোমাকে সূর্য্য-বিক্রমে নির্জ্জিত-গর্ব্ব দর্শন করিব। হে সখি! বুদ্ধি অসময়েই স্ফুরিত হয়, যেহেতু অমাবস্যা হস্তগত হইয়াও চলিয়া গেল; পুনর্ব্বার যদি কখন আগমন করে, তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিব, তাহা হইলে চন্দ্রের মুখ আর দেখিতে হইবে না। আমার এই চকোর-শিশু কি অগস্ত্যের শিষ্য হইতে পারে না?

যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে সমুদ্র পান শিক্ষা করিলে অনায়াসে চন্দ্র-কিরণ-জাল পান করিতে পারিবে। সমুদ্র এই বিষম বিধুকে কেন বাড়বানলের ন্যায় নিজের অভ্যন্তরে স্থাপন করেন নাই? লোকের উপকারক স্মরহর শিবও কেন সমুদ্র-পরিত্যক্ত এই চন্দ্রকে বিষের ন্যায় ভক্ষণ করেন নাই? কালকূট এক দেবতা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু ইহাকে দেবগণ ভক্ষণ করিয়া ক্ষয় করিলেও পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উদিত হয়। বিরহিগণ বহু সম্মান করে বলিয়াই কৃষ্ণপক্ষ, বহুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং যে তিথি বিরহিগণের অপরিমিত সম্মানভাজন, পণ্ডিতেরা তাহার অমা সংজ্ঞা করিয়াছেন। বোধ হয় রাহু নিজ শত্রুর সুদর্শন-চক্র-ভ্রমে চন্দ্রকে গ্রাস করে, তাহা না হইলে পুনর্ব্বার ইহাকে পরিত্যাগ করিবে কেন? হে সখি! রাহু মুখ মধ্যগত চন্দ্রকে স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করে না, চন্দ্র ভক্ষিত হইয়াও তাহার কণ্ঠনালীরন্ধ্রে বহির্গত হয়। ঋজুদর্শী পৌরাণিকগণ নারায়ণকে বিরহি-মস্তক-চ্ছেদক না বলিয়া, রাহু-মস্তক চ্ছেদক বলেন, যদি রাহুর জঠরানল থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র কোথায় থাকিত? কন্দর্প-শত্রু মথামৃগের মস্তকচ্ছেদ করিলে কন্দর্প-মিত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহা যোজনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাহু-শির কে যোজনা করিবে? হে সখি! তুমি জরাকে জিজ্ঞাসা কর, সে জরাসন্ধ-শরীরের ন্যায় রাহুকে কেতুর সহিত সংযোজিত করিতেছে না কেন? তুমি মদীয় বাক্যে রাহুকে বল যে, 'হে রাহো! তুমি কি নিমিত্ত দ্বিজরাজ-বুদ্ধিতে চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতেছ?' চন্দ্র যদি প্রকৃত দ্বিজরাজ হইত, তাহা হইলে কখনই বারুণী সেবা করতঃ পতিত হইয়া পুনর্ব্বার দিবে আগমন করিত না। চন্দ্র তোমার কণ্ঠদাহ করে বলিয়া নিষাদপুরী ভক্ষণকারী গরুড়ের ন্যায় দ্বিজরাজ-বোধে ইহাকে পরিত্যাগ করা ভাল হয় নাই। ইহার শক্তিই দাহিকা; তাহা না হইলে নিরপরাধে আমাকে দগ্ধ করে কেন? বিধাতা ষোড়শকলারূপ দন্তযোগে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিরহিনীগণের চর্ব্বণ নিমিত্ত যমকে দান করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে দ্বিজরাজ বলে। বিধাতা হরলোচনানল হইতে প্রজ্বলিত কন্দর্প-বদন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই চন্দ্র এবং তাহার বহু-বিরহি-বিনাশ অপরাধই শশকলঙ্ক।"

অনন্তর দময়ন্তী দূরস্থিত চন্দ্রমাকে এইরূপ তিরস্কার করা বৃথা ভাবিয়া হৃদয়স্থিত কন্দর্পের নিন্দা করতঃ কহিতে লাগিলেন, "হে কন্দর্প! তুমি যদি আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাকে এরূপে দগ্ধ করিতেছ কেন? হে হতাশ! ক্ষণকালমধ্যে ইহা ভস্মীভূত হইলে স্বাশ্রয়-ভক্ষক অনলের ন্যায় তুমিও বিনষ্ট হইবে, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? মহাদেব ত্রিনয়নত্বের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া তোমাকে অদৃশ্য করিয়াছেন, তুমি যদি দৃষ্টিগোচর হইতে, তাহা হইলে সকলেই ত্রিনেত্র হইত। তুমি রতি ব্যতীত কুত্রাপি একাকী অবস্থান কর না, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে তুমি আমার হৃদয়ে বাস করিতেছ, তথাপি আমার রতি (১) নাই কেন? বোধ হয়, রতি তোমার অনুমৃতা হন নাই বলিয়া এক্ষণে তাহার সহিত তোমার সঙ্গতি নাই। হে আত্ম-পর-জ্ঞান-শূন্য! তুমি আমার ন্যায় রতি-বিযুক্ত আত্মাকে তাপিত করিতেছ কেন? তুমি যদি সন্তাপ-শূন্য হইতে, তাহা হইলে তোমার সংস্রবে আমার হৃদয়ও তাপিত হইত না। হে মার! রতি প্রসিদ্ধ পতিব্রতা হইয়াও কিজন্য তোমার অনুমৃতা হন নাই? তুমি বিরহিনীগণকে বধ করিয়া পাতকী হইয়াছ বলিয়া কি তোমার প্রিয়তমা রতিও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? হে কন্দর্প! তুমি কুসুমের দ্বারা মহাদেবকে প্রহার করিয়া যে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার ভয়েই বোধ হয় নীতিজ্ঞগণ কুসুম দ্বারাও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্যান্য দেবতার সেবা করিলে অন্ধতা, অপমৃত্যু ও শরীর-বৈরূপ্য বিনষ্ট হয়, কিন্তু তোমার উপাসকগণের অন্ধতা, অপমৃত্যু, কৃশতা ও পাণ্ডুরোগ হইয়া থাকে। হে স্মর! তুমি নৃশংস বলিয়া বিধাতা তোমার বাণ পুষ্পময় করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি তোমার নিমিত্ত দৃঢ় ধনু ও লৌহময় বাণ সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট হইত। মহাদেবের আশুগ বহ্নি যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ ত্বদীয় শরাগ্নিও যদি ত্রিলোকী দগ্ধ করে, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া বোধ হয় বিধাতা তোমার বাণ পুষ্পময় করিয়াছেন এবং তাহার অভ্যন্তর মধুযুক্ত করিয়াছেন। লোকের অন্তঃকরণ নিরবয়ব, সুতরাং অভেদ্য, এই ভাবিয়া বোধ হয় বিধাতা তাহাকেই তোমার লক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি বজ্রকেও তোমার লক্ষ্য

(১) প্রীতি।

করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহাও তোমার শরে বিদীর্ণ হইত। বিধাতা তোমার বাণ কুসুমময় করিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি গণনা করিয়া পাঁচটী বাণ তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন। হায়! তাহাতেও সমস্ত জগৎ জর্জ্জরিত হইয়াছে। হে কন্দর্প! তুমি অতনু হওয়াতে জগতের অনেক উপকার হইয়াছে, তুমি যদি হস্ত দ্বারা আকর্ণ জ্যা আকর্ষণ করিয়া বাণ ত্যাগ করিতে পারিতে, তাহা হইলে এমন কোন মুনি নাই, যিনি ত্বদীয় বাণে বিচলিত না হইতেন। হে কন্দর্প! আমার দুরদৃষ্টবশতঃ মহাদেবেরও তোমার দাহন-জনিত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে; তুমি দেবগণের হিতের নিমিত্ত স্বশরীর ত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি তোমার ন্যায় পরোপকারে নিপুণ কখনও দর্শন বা শ্রবণ করি নাই; তুমি আলিঙ্গন দ্বারা ত্রিভুবন সন্তপ্ত করিবার নিমিত্ত হরলোচন-দহনে আপনাকে দগ্ধ করিয়াছ। শিব তোমাকে নয়নানলে দগ্ধ করিয়া ভালই করিয়াছেন; কিন্তু হায়! হরি তোমার বয়স্য মধুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুদানবকে বিনাশ করিয়া কি করিলেন?" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার বিরহ-পাণ্ডুবদন শুষ্ক হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন কন্দর্প তাঁহার তিরস্কারে কুপিত হইয়া শোষণ বাণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

দময়ন্তী আর অধিক কথা কহিতে না পারিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, সখীগণ নানাবিধ বাক্যে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কেহ কহিল, "রাজপুত্রি! এক্ষণে স্বাভাবিক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নির্দ্দয় কুসুম-শায়ক হইতে জীবন রক্ষা কর।" দময়ন্তী কহিলেন, "সখি! জীবনই আমার শত্রু, তুমি তাহাকে রক্ষা করিতে বলিতেছ কেন?" কেহ কহিল, "প্রিয়সখি! কোকিলা ত কুহু কুহু রবে চন্দ্রবিরোধী তিথির (১) আহ্বান করিতেছে, তবে তাহার উপর বিরক্ত হইতেছ কেন?" দময়ন্তী কহিলেন, "তাহার শব্দেই আমি বিত্রস্ত হইতেছি, অর্থ-চিন্তার সময় পাইতেছি না।" এইরূপে কিয়ৎক্ষণ সখীগণের সহিত কথোপকথন করিয়া দময়ন্তী প্রবল সন্তাপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ তাঁহার মুখে জলসেচন ও শরীরে মৃণালাদি শীতল দ্রব্য স্থাপন করিয়া সত্বর তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনে যত্ন করিতে

---

(১) অমাবস্যা। কুহু ইহার নামান্তর।

লাগিল। অনন্তর তাঁহার মূর্চ্ছিতভাব অপগত হইলে তাহারা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে চীৎকার করিয়া উঠিল।

রাজা ভীম, সহসা কন্যার অন্তঃপুর মধ্যে কোলাহল আকর্ণন করিয়া, সংত্রস্ত হৃদয়ে তথায় আগমন করিলেন এবং কন্যার শারীরিক অবস্থা অবলোকন করিয়া বিষম পীড়ার আশঙ্কায় মন্ত্রী ও বৈদ্যবরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া একবাক্যে কহিলেন, "রাজন্! আমরা সুশ্রুত (১) চরকবাক্যে সমস্ত বিষয় অবগত আছি, নলদ (২) ব্যতীত কেহই ইহাঁর তাপশান্তি করিতে পারিবে না।"

রাজা দুহিতার তাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এজন্য যদিও তাঁহাদের বিভিন্নার্থবোধক বাক্য শুনিতে পাইলেন না, তথাপি দময়ন্তীর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দর্পক-শায়ক-পীড়িতা বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর তিনি লজ্জাবনম্রা দময়ন্তীর মস্তক উন্নমন করিয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে কহিলেন, "বৎসে! তুমি কতিপয় দিবসের মধ্যে স্বয়ম্বরে অভিমত স্বামীলাভ করিবে।" অনন্তর তাঁহার সখীগণকে কহিলেন, "হিমঋতু গত হইলেই এইরূপ কোমলাঙ্গীগণের শরীরে কুসুমও শরতুল্য হয়, অতএব তোমরা ইহার উপযুক্ত শুশ্রূষা কর। তোমাদিগের বয়স্যা কতিপয় দিবসের মধ্যে স্বয়ম্বরে অভিমত পতিলাভ করিবেন। এক্ষণে তোমরা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগে ইহাঁর শরীর-কার্শ্য অপনয়ন করিতে চেষ্টা কর।" রাজা যে কন্যাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং তাঁহার শরীরের পাণ্ডুতা প্রভৃতি দর্শনে বিষম-শরপীড়া বোধ করিয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে যে সান্ত্বনা করিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দময়ন্তীর সখীগণ যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত হইল।

---

(১) মন্ত্রিপক্ষে উত্তমরূপে আকর্ণিত চরের বাক্য। বৈদ্যপক্ষে সুশ্রুত ও চরকনামক গ্রন্থদ্বয়ের উক্তিতে।

(২) নলদাতা। পক্ষে বেণার মূল।

পঞ্চম সর্গ।

মহারাজ ভীম যে সময়ে রাজগণকে স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের দর্শন-মানসে ত্রিদশ-নিলয়ে গমন করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার সপক্ষ পর্ব্বতও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। নারদ বিমানে আরোহণ না করিয়াও অনায়াসে আকাশে উত্থিত হইলেন; সাধারণ লোকের যানাদিতে প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যোগীগণের তপস্যায় সমস্ত সিদ্ধি হয়। বিমানপতিগণ চন্দ্রলোক প্রভৃতির অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেও তিনি তাহাদের অতিথি হইলেন না। দিবাকর তাঁহার সন্তাপ-শঙ্কায় দিবসীয় শশধরের ন্যায় সংযতরশ্মি হইলেন; তিনি নিজ কিরণ-জালে দ্বিজরাজকে (১) পরাভূত করিতেন, এক্ষণে দ্বিজরাজও (২) স্বীয় কিরণে তাঁহাকে পরাভূত করিলেন।—এই পৃথিবীতে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল উপভোগ করে।

অনন্তর নারদ স্বর্গীয় স্রোতস্বতী মন্দাকিনী সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এইরূপে অনন্ত সুরবর্ত্ম উত্তীর্ণ হইয়া নারদ ইন্দ্র-নিকেতনে উপস্থিত হইলে, বাসব তাঁহাকে ও তদীয় সহগামী পর্ব্বতমুনিকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজগণের অনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া নারদকে কহিতে লাগিলেন, "হে ঋষে! যাহারা পরপ্রহরণে বিক্ষতদেহ হইয়া অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয়, এক্ষণে নৃপ-বংশ (৩) সকল কি সেরূপ বীরকরীর প্রসব করে না? বীরগণ সংগ্রামে স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক স্ব স্ব পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করিয়া মদীয় অতিথি-সৎকার উপভোগ করে, এক্ষণে তাহারা আমাকে অভিশপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে; একারণ কেবল নিজ-সুখসাধন-কদর্থিত এই সম্পত্তি

(১) চন্দ্র। (২) বিপ্রশ্রেষ্ঠ। (৩) কুল, পক্ষে বৃক্ষবিশেষ।

আমার রুচিকর হইতেছে না। সম্পদ্ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যব্যয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এজন্য তাহা বিপদ্স্বরূপ। বিধাতা কেবল তাহাতে সৎপাত্রে দানরূপ একটী শান্তিবিধি করিয়া দিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।" এই বলিয়া বাসব, উত্তর শ্রবণাভিলাষে নির্নিমেষ লোচনে নারদের মুখদর্শন করিতে লাগিলেন।

নারদ ইন্দ্রের বিনয়িভাব অবলোকন করিয়া অতিমাত্র বিস্মিতচিত্তে সহাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, "হে পাকশাসন! তুমি শতসংখ্যক যজ্ঞ করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে ইহাতেও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ; অতএব তোমা ব্যতীত অন্য কেহই এরূপ পরিশ্রমলব্ধ বিষয়ে অনাদর করে না; এরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্পদে যে তোমার বিনয়িভাব দূর হয় নাই, ইহা কেহ সাক্ষাৎ অনুভব না করিলে বিশ্বাস করে না। তুমি 'সম্পদ্ অতিথিকে দান করিব, স্বীয় সুখ-সাধন প্রীতিকর নহে' এইরূপ যাহা বলিলে তাহাতে বোধ হইতেছে যে, বিধাতা তোমার বহির্ভাগের ন্যায় অন্তরেও অধিক দৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন। হে বাসব! তোমার এই স্বভাব-সুন্দর স্বভাবে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি অসংখ্যকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ শাসন কর এবং সকলের প্রধান হও। রাজগণ কি কারণে সংগ্রামে শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর এস্থানে আগমন করে না, সেই জগতের তরুণগণের প্রিয় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহারাজ ভীমের দময়ন্তী নাম্নী এক কুমারী তনয়া আছে, সেই তনয়া পৃথিবীর রত্নভূতা ও কন্দর্পের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপা; বিশেষতঃ এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করাতে প্রতিক্ষণ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইতেছে। সে যে কোন্ পুণ্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিবে বলিতে পারি না; আমরা যোগী, সুতরাং পরমাণু পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু দময়ন্তীর মনঃ পরমাণুর লজ্জা-গুহাশায়ী সেই পুরুষ-সিংহকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব? রাজা ভীম তনয়ার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিতেছেন। বিধাতা রাজগণের আহ্বানার্থ কন্দর্পকে দূতরূপে প্রেরণ করায় তাহারা তাহার অধীন হইয়া সঙ্গরকে গরের ন্যায় বিবেচনা করিতেছে। যে যে গুণ বা ভূষণ দময়ন্তীর অতি প্রিয়, রাজগণও সেই সেই গুণ বা ভূষণে আসক্ত হইয়া অন্য অপেক্ষা কিছু

আধিক্যকেই পৌরুষ বিবেচনা করিতেছে, এজন্য তাহারা স্বর্গে আগমন করিতে অভিলাষ করে না ; তাহাদের মতে দময়ন্তী ও স্বর্গ উভয়ের অনেক পার্থক্য। পৃথিবীতে দময়ন্তী-অনুরক্ত নৃপতিগণের যুদ্ধ দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হৃদয়ে স্বর্গে আগমন করিয়াছি ; ইচ্ছা যে, তোমার সংগ্রাম দর্শনে সুখী হইব। আমি জানি যে, তুমি যেরূপ পরাক্রান্ত, তাহাতে কেহই তোমার সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হয় না ; তথাপি তোমাকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা কেবল অভিলষিত পদার্থে অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ বিবেচনার ধ্বংস হয় বলিয়া জানিও।”

দেবর্ষি এই বলিয়া বিরত হইলে ইন্দ্র কহিলেন, “হে ভগবন্! আমি যাহার জয়চিহ্ন-অঙ্কিত হস্ত উপধান করিয়া নির্ভয়চিত্তে সুখে শয়ন করিয়া থাকি, সেই অসুরারি মদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র যখন আমার রক্ষিতা, তখন আমি কি নিমিত্ত যুদ্ধচিন্তা করিব? উপেন্দ্র বিশ্বরূপী বলিয়া জৈমিনি মুনি-স্বরূপ ; এজন্য তিনি দেবগণের বিগ্রহ (১) সহ্য করিতে না পারিয়া মদীয় বজ্র ব্যর্থ করিয়াছেন।” এই বলিয়া ইন্দ্র বিরত হইলে, নারদ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “আমি পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ ও পাতালের এবং স্বর্গে আসিয়া মর্ত্ত ও পাতালের যুদ্ধ আশঙ্কায় সুখী হইতে পারি না, কেবল বৃথা পরিশ্রম লাভ হয়। আমি তোমাকে দর্শন করিলাম, এক্ষণে আমাকে মর্ত্তলোকে যাইতে অনুজ্ঞা কর ; বোধ হয় তথায় দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিতেছে।” এই বলিয়া বলপূর্ব্বক ইন্দ্রকে নিবারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র নিবারিত হইয়াও কয়েক পদ তাঁহার অনুগমন করিলেন। পর্ব্বত, পর্ব্বতপক্ষচ্ছেদকের নিকট নিজের কোন পক্ষ প্রকাশ করেন নাই, কেবল নারদবাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন।

নারদের মুখে দময়ন্তীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং পৃথিবীতে গমন করিবার নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। অগ্নি, বরুণ ও যম ইহাঁরাও দময়ন্তী-লিপ্সায় ইন্দ্রের অনুগামী হইলেন। প্রথমে একজন পথ করিলে তাহার অনুগামী ব্যক্তির অভাব হয় না। ইহাঁরা

(১) যুদ্ধ, পক্ষে শরীর।

সকলেই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে চিত্ত-বশীকরণ-নিপুণা স্ব স্ব দূতী দময়ন্তীসমীপে প্রেরণ করিলেন এবং পরস্পর গোপন করিয়া সংগ্রামসন্তোষকপটে ভীমের নিকট মণি মুক্তা প্রভৃতি উপায়ন প্রেরণ করিলেন। হায়! তাঁহারা বিবুধ হইয়াও যে স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে আগমন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক। অথবা স্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন স্থান নাই, চিত্ত যে স্থানে অনুরক্ত হয়, তাহাই স্বর্গ।

দেবগণ দ্রুতগামী যানে আরোহণ পূর্ব্বক অম্বরদেশ অতিক্রম করতঃ পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দূরদেশ-উৎপন্ন একটী শব্দ শ্রবণগোচর করিলেন; অনন্তর পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, একখানি দ্রুতগামী স্যন্দন আগমন করিতেছে। তাহাতে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী নল সারথিকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া নিজেই অশ্বচালনা করিতেছিলেন। বরুণ নলের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া যে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা তিনি জলাধিপতি বলিয়া তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। যম তাঁহার রূপাতিশয় দর্শনে যে গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই লোকে অদ্যাপি তাঁহাকে কাল বলে। বহ্নি নলের রূপ অবলোকন করিয়া যে সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন, অনলত্ব (১) তাহার জনকতাবচ্ছেদক না হইলেও অনলত্বই (২) তাহার কারণ। কৌশিক (৩) সহস্র চক্ষুতে আপনার ও নলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আপনাকে কৌশিক (৪) বলিয়াই বোধ করিলেন। দেবগণ নলের নিরতিশয় সৌন্দর্য্য অবলোকনে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মৃদুস্বরে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "আমরা লোকমুখে নলের যেরূপ সৌন্দর্য্যাদি শ্রবণ করিয়াছি, ইহাতেও তাহাই দেখিতেছি, অতএব এই ব্যক্তিই নল হইবে। দেখিতেছি নল স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত, ইহা স্বয়ম্বরের সময়ও বটে এবং এই পথে কুণ্ডিন নগরে যাইতে হয়। অতএব বোধ হয়, নল দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত কুণ্ডিন নগরে যাইতেছে।

যম, বরুণ ও বহ্নি প্রথমে নলের রূপাতিশয় অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, পরে দময়ন্তীর বিষয় স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যম ভাবিলেন দময়ন্তী নলকে বরণ করুক বা না

(১) বহ্নিত্ব। (২) নলভিন্নত্ব। (৩) ইন্দ্র। (৪) পেচক।

করুক, কিছুতেই আমার প্রিয় হইবে না ; যদি নলকে বরণ করে, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই, যদি নলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ করে, তাহা হইলে সে অগুণজ্ঞা বলিয়া প্রিয় হইতে পারিবে না। বরুণ ভাবিলেন দময়ন্তী যদি আমা অপেক্ষা নলের অধিক মহত্ত্ব আছে, ইহা না জানিতে পারে, তবেই আমাকে বরণ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে না, নলের রূপাতিশয় গোপন থাকিবে না। বহ্নি ভাবিলেন হায়! দময়ন্তী যদি নলকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি লজ্জায় গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব না ; গৃহেও নিজ বনিতার নিকট কিরূপে মুখ দেখাইব? দেবত্রয় এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্ম-কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক ইন্দ্র ব্যতীত সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

সহচরগণকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দর্শন করিয়া বঞ্চনা-কুশল ইন্দ্র নলকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? আমরা তোমাকে বীরসেন-তনয় নল বলিয়া অনুমান করিয়াছি। বীরসেন আমার অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিতেন ; তাঁহার শরীরের চিহ্ন তোমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে নল! 'তুমি কোথায় যাইতেছ' ইহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই ; অদ্য আমাদের যাত্রা শুভ বলিতে হইবে, এজন্য অর্দ্ধপথে তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলাম। হে নৈষধ! ইনি দণ্ডধর, ইনি হুতাশন, ইনি বরুণ এবং আমাকে দেবগণের অধিপতি বলিয়া জানিবে। অদ্য আমরা তোমার নিকট যাচকরূপে উপস্থিত হইয়াছি, ইহাই প্রকৃতার্থ জানিও। ক্ষণকাল অধ্ব-ক্লেশ দূর করিয়া আমাদের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিতেছি।" বাসব এই বলিয়া বিরত হইলেন, বিশেষ করিয়া কিছুই বলিলেন না। বৃহস্পতি যাঁহার শৈশবাবধি শিক্ষক, তাঁহার বাক্-চাতুর্য্যে বিচিত্র কি?

নল অর্থিনাম শ্রবণে পুলকিত-কলেবর হইয়া দেবগণের চরণে প্রণাম করিলেন এবং 'দিগধিপতি ইন্দ্রাদির দুর্লভ বস্তু কি? তাহাই বা কিরূপে আমার অধীন হইল?' এই মনে করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। "সামান্য যাচকে প্রার্থনা করিলে জীবন পর্য্যন্তও দান করা যায়, এমন পদার্থ কি আছে যাহা দেবগণের অধিপতিকে দান করিয়া প্রীতিলাভ করিব? এই বহুরত্না পৃথিবী যাঁহার ষোড়শাংশের সদৃশী নহে, সেই দময়ন্তী

কেবল আমার জীবন ও ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাঁহাকে দান করিতে পারিলে ইহাঁদের প্রার্থনার উপযুক্ত হয়; কিন্তু আমি ত তাঁহার প্রভু নহি; আমি কিরূপে ইহাঁদের অভিলাষ জানিতে পারিব, যাহাতে ইহাঁদের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই অভিলষিত বস্তু দান করিব? যে দাতা কোন প্রকারে যাচকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতে অবকাশ দেয়, সে অধম দাতা; যে ব্যক্তি বিলম্ব করিয়া দান করে, তাহার যাচকের চাটু-বাক্য, দুরবস্থা কীর্ত্তন ও বারংবার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যে পাপ হয়, তাহা দানে দূরীভূত হয় না। দান-বিধিতে যে কুশজল দানের নিয়ম আছে, তাহাতে উপলব্ধি হয় যে, অর্থীকে তৃণ বিবেচনায় কেবল ধনদান করিবে না, জীবনও দান করিবে। যে ব্যক্তি জীবনে যাচকের অভিলাষ পূর্ণ করে নাই, পৃথিবী, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি দ্বারা ভারযুক্ত না হইয়া তাহা দ্বারাই ভারযুক্ত হইয়া থাকেন। এই দেবগণ পৃথিবীর অন্য বদান্য সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রার্থনা করাতে আমি যে কীর্ত্তিলাভ করিলাম, তাহার বিনি-ময়ে ইহাঁদিগকে কোন্ বস্তু দান করিব? হায়! এই ধনী ব্যক্তি মরণকালে সমস্ত ধনরাশি পরিত্যাগ করিয়া একাকী পরলোকে গমন করিবে, এই ভাবনায় দয়ার্দ্র হইয়া যাচকবন্ধুগণ তাহার ধন সকল পরলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং ইহলোকে একগুণ দান করিলে পরলোকে কোটীগুণ পাওয়া যাইবে, এই ভাবিয়া সাধুগণ পারলৌকিক কুসীদ অবিনশ্বর করিবার নিমিত্ত যাচক-অধমর্ণকে দান করেন।”

দেবগণ নলের তৎকালীন প্রসন্ন মুখকমল অবলোকন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি-বোধে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। নল ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, “হে দেবগণ! কার্য্য ও কারণের প্রভেদ নাই, জনদেহও অন্নজনিত; এজন্য মদীয় লোচনদ্বয় আপনাদিগের শরীর সন্দর্শন করিয়া অমৃতে নিমজ্জনজনিত সুখ অনুভব করিতেছে। আমি সামান্য মানব, সুতরাং যাহার ফলে আপনাদিগকে দর্শন করিব, এরূপ কোন তপস্যা করি নাই; তবে যে আপনাদিগকে লোচনপথের অথিতি করিলাম, ইহা মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের তপস্যা প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছে। ভূতধাত্রী পৃথিবী সর্ব্ব-সহন-ব্রতের ফলে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এজন্য

আপনারাও স্বীয় পাদ পঙ্কজ দ্বারা ইহাঁর পূজা করিতেছেন। আমি বালক হইলেও আপনারা আমা হইতে জীবন-অবধি অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক যে বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি তাহা দ্বারাই আপনাদিগের চরণ পূজা করিব। এক্ষণে বলুন, সেই বস্তু কি?

নল অশঙ্কিতভাবে বিনয় পূর্ব্বক এই বলিয়া বিরত হইলে কপটতা-কুশল ইন্দ্র বক্রভাবে কহিতে লাগিলেন, "হে অবনীচন্দ্র! আমরা দময়ন্তীর পাণিপীড়ন প্রার্থনা করি; হে জিতেন্দ্রিয়! ইহাতে তুমি আমা-দিগের দূত কার্য্য কর। পৃথিবীতে অনেক নরপতি আছে, কিন্তু তুমি সমুদ্র, তাহারা কূপ; স্বর্গে অন্যান্য গ্রহগণ রহিয়াছে, কিন্তু সূর্য্যের ন্যায় কে? আমরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই তোমার অগাধ গুণসাগর বিদিত আছি। অতএব এই গোপনীয় কার্য্যে আমরা তোমাকে দূতরূপে নিয়োগ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না"। ধনু যেরূপ বাণ নিক্ষেপকালে বক্র হয়, সেইরূপ ইন্দ্র শুদ্ধবংশজাত (১) ও গুণাশ্রয় (২) হইয়াও সপক্ষ (৩) ঋজু (৪) নলকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত বক্রভাব অবলম্বন করিলেন।

কুটিল ব্যক্তির সহিত সরলতা নীতিবিরুদ্ধ; এজন্য নল পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায়ে ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া তাহার উপযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে দেবগণ! আমারই জন্মান্তরীয় পাপের আধিক্য বশতঃ আমি আপনাদিগের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদিও আপনারা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সকলের মনোবৃত্তি অবগত আছেন, তথাপি মৌনাবলম্বন করা আমার উচিত নহে। বরং "আমি ইহা পারিব না" এইরূপ বাক্য বলিলে লজ্জিত হইতে হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি অপরের যে বাক্য নিজের অনভিপ্রেত, তাহা স্বীকার করা বিধেয় নহে। আপনাদিগের নির্ম্মল দর্পণ সদৃশ বুদ্ধিতে জগতের সমস্ত বিষয়ই প্রতিবিম্বিত

---

(১) নির্ম্মল বংশে উৎপন্ন, পক্ষে কীটাদি দ্বারা অচ্ছিদ্রিত বৃক্ষ বিশেষ হইতে উৎপন্ন।

(২) গুণের আশ্রয়, পক্ষে জ্যার আশ্রয়।

(৩) সহায়, পক্ষে পক্ষযুক্ত।

(৪) সরল-প্রকৃতি, পক্ষে সরল।

হইতেছে; তথাপি যাহার যাহা উপযুক্ত নহে, তাহাকে সে আজ্ঞা করিতে-ছেন কেন? আমি এ সময়ে দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত যাইতেছি, সুতরাং কিরূপে আপনাদিগের দূত কার্য্য করিব। আপনারা লোকপাল, আমি আপনাদিগের নিকট তৃণতুল্য, আমাকে বঞ্চনা করিতে কি আপনা-দিগের ঘৃণাও হইতেছে না? আমি দময়ন্তী-বিরহে ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকি, সুতরাং কিরূপে গোপনভাবে আপনাদিগের এই কার্য্য সম্পন্ন করিব বলুন? আমি যাঁহাকে চিন্তা করিয়া জীবন ধারণ করি, সেই দময়ন্তীর সমীপে কিরূপে ভাব গোপন করিতে সমর্থ হইব; পণ্ডিত-গণও ইন্দ্রিয় জয় করিতে শক্ত হন না। প্রহরীগণকে বিনষ্ট না করিয়াই বা কিরূপে মাদৃশ ব্যক্তি অন্তঃপুরে ভৈমী-সন্দর্শন লাভ করিবে? এবং তাহা করিলেও কুমারী দময়ন্তী নিষ্ঠুর ভাবিয়া আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। দধীচি প্রভৃতি দাতৃগণ প্রাণ পর্য্যন্ত যাহার মূল্য স্থির করিয়াছেন, আমি প্রাণ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ প্রিয়া দ্বারা সেই যশঃ কিরূপে ক্রয় করিব। আপনারা যেরূপ দময়ন্তী নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আমারও সেইরূপ তাঁহার জন্য আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। যদিও আমি পূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রার্থনা করি নাই, তথাপি আপনা-দিগের যাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিতেছি। আমি প্রত্যহ আপনাদিগের পূজা করিয়া দময়ন্তী লাভের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছি; আপনারাও যদি আমার সেই প্রার্থনা শ্রবণ না করিয়া লজ্জিত না হন, তাহা হইলে আমারই বা লজ্জা কেন হইবে? দময়ন্তী পূর্ব্বে আমাকে বিবাহ করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগের দূতরূপে তথায় গমন করিলে তিনি আমাকে দেখিয়া কেবল লজ্জিত হইবেন। হে দেবগণ! এই দূতকর্ম্ম আমার অত্যন্ত অনুচিত, আপনারা প্রসন্ন হউন, দুঃখিত হইবেন না। আপনাদিগের এই দূত প্রেরণ অত্যন্ত অযৌক্তিক; ইহাতে আপনারা কেবল উপহাসাস্পদ হই-বেন, কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

ইন্দ্র নলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় অনুচরত্রয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সভ্রূভঙ্গ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,

"হে নল! তুমি যাহা বলিলে তাহা চন্দ্রবংশীয়ের উপযুক্ত হইল না। পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে তাহা ভঙ্গ করিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছেনা? হে ধীর! তুমি কি স্বপ্নোপম ভঙ্গুর এই জীবলোক অবলোকন করিতেছ না? কি আশ্চর্য্য! এই নশ্বর জগতে তুমিও ধর্ম্ম ও যশঃ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছ? যে যাচকের প্রার্থনা পূরণ করে নাই, তোমাদের বংশে এরূপ ব্যক্তি কেহ কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? তুমি অর্থিগণের প্রতি কথন ন—অক্ষর প্রয়োগ কর নাই, এজন্য তাহারা বিবেচনা করিত যে, "ইনি বর্ণ-মালা অধ্যয়ন করিবার সময়ে নকার অধ্যয়ন করেন নাই কিম্বা অধ্যয়ন করিয়াও বিস্মৃত হইয়াছেন।" অতএব এক্ষণেও সেই ন—অক্ষর প্রয়োগ করিও না। অনল কহিলেন, "হে নল! তুমি কি কারণে এই লব্ধযশঃ পরিত্যাগ করিতেছ? তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কল্পবৃক্ষ-পতিকে যাচকরূপে প্রাপ্ত হয় নাই।" যম কহিলেন, "হে বীরসেন কুলপ্রদীপ! তুমি দময়ন্তী নিমিত্ত যে দুঃখে অভিভূত হইতেছ, তাহা চন্দ্রবংশীয়ের উপযুক্ত নহে। হে বৎস! বিদুর পর্ব্বত কঠিনের অগ্রগণ্য এবং কামধেনু পশু, ইহারাও যখন যাচককে নিরাশ করে না, তখন তুমি কিরূপে আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? কেহ ক্ষণকালও জীবনের প্রতিভূ হয় না, এজন্য বিবেচক ব্যক্তি যাচকের প্রার্থনা পূরণ করিতে বিলম্ব করেন না; নয়নদ্বয় নিমেষচ্ছলে শীঘ্র মরণ সূচনা করিতেছে।"

অনন্তর বরুণ কহিলেন, "হে নল! ভবাদৃশ চন্দ্রবংশীয়গণের কীর্ত্তিই প্রিয়পত্নী, দান-জল তাহার মুক্তাহার; অতএব তুমি সামান্য স্ত্রীর নিমিত্ত প্রিয়পত্নী কীর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিও না। যাঁহার চর্ম্ম ও বর্ম্ম অভেদ্য এবং যাঁহার অস্থি বজ্রময়, সেই কর্ণ ও দধীচি যখন চিরকাল এ জগতে বাস করিতে পারিবেন না ও পারেন নাই, তখন হে ধীর! তুমিও ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিও না। যাহাতে নিবদ্ধ হইয়া বলি ও বিন্ধ্য অদ্যাপি বিচলিত হইতে পারিল না, তুমি পণ্ডিত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা-পাশ কিরূপে ছেদন করিবে? ভরত, অর্জ্জুন ও পৃথুর ন্যায় তোমার স্মরণ করিলে প্রবাসীগণ অভীষ্ট লাভ করে; তুমি যদি স্বীয় গমনের বিফলতা আশঙ্কা কর, তাহা হইলে সমস্ত শুভসূচক বিষয় নিষ্ফল হইয়া যায়।" দেবগণের এইরূপ

চাটুবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নল দময়ন্তী-অভিলাষী হইলেও তাঁহাদের দৌত্যকার্য্যে অঙ্গীকার করিলেন। তৎকালে বাসব সানন্দচিত্তে কহিলেন, "হে নল! তুমি যে সময়ে যে স্থানে অন্তর্দ্ধান ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে তাহা সম্পন্ন হইবে।"

ষষ্ঠ সর্গ।

নল দেবগণের দৌত্যকার্য্যের ভার লইয়া, সমুদ্রপানকালে অগস্ত্য বাড়বানলের ন্যায়, দুর্ব্বার দময়ন্তী-বিয়োগ অন্তরায় বিবেচনা না করিয়া রথারোহণে ভীম-রাজধানী কুণ্ডিন নগর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর, দেবগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপস্বীগণের মনোরথ সিদ্ধির ন্যায়, বেগগামী নৈষধ-রথ ক্ষণকাল মধ্যে অমরাবতীকল্প কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হইল। নল প্রথমে "দময়ন্তী এই নগর বসতিপূত করিতেছেন" ভাবিয়া সাদরে তাহার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেব-দৌত্য স্মরণ করত হতাশহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অদৃশ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া একাকী পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় অত্যুচ্চ প্রাসাদ পরম্পরা ও বিদগ্ধ পৌরগণকে দর্শন করত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে রাজভবনের সন্নিহিত হইলেন। দেখিলেন সশস্ত্র প্রহরীগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি নিজের অদৃশ্যভাব চিন্তা করিয়া গর্ব্বিত, "রাজা হইয়াও তস্করের ন্যায় অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতেছি" ভাবিয়া লজ্জিত, "দময়ন্তীকে দর্শন করিব" ভাবিয়া আনন্দিত ও নিজ দৌত্য স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। অনন্তর রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দমস্থাং নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরদ্বার নয়নগোচর করিলেন

এবং তথায় বহুসংখ্যক প্রহরীসত্ত্বেও নির্ভয় হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী জননীকে প্রণাম করিতে গমন করিয়াছিলেন, তথা হইতে আসিবার সময়ে পথে নল তাঁহাকে দর্শন করিলেন; কিন্তু তিনি চারিদিকে ভ্রান্তি-দময়ন্তী দর্শন করিতেছিলেন, এজন্য ইহাঁকেও ভ্রান্তি-দময়ন্তী বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং তিনি অদৃশ্য থাকাতে দময়ন্তীও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দময়ন্তী ভ্রান্তি-নল দর্শন করিয়া তাঁহার গলদেশে মাতৃপ্রসাদলব্ধ মালা নিক্ষেপ করিলেন; দৈবাৎ সেই মালা অদৃশ্য প্রকৃত নলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইল! নল ভ্রান্তিদৃষ্ট দময়ন্তীর ক্ষিপ্তমালা সত্য হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; দময়ন্তীও ভ্রান্তি-নলের গলদেশে প্রদত্তমালা অদৃশ্য হইল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হৃদয়ে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। নলও বহুক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করত ক্লান্ত হইয়া অবশেষে দময়ন্তীর প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই প্রাসাদের পরিসরে মণিনির্ম্মিত বেদিকায় সখীগণ-পরিবৃত হইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী দময়ন্তী বসিয়া আছেন, দেবদূতীগণ দীনোক্তিতে প্রার্থনা করিতেছে, সখীগণও তাহাদের বাক্যে অনুমোদন করিতেছে, কিন্তু দময়ন্তী তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার দময়ন্তী-লিপ্সা দূরগত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইল।

ইন্দ্রদূতী কহিতে লাগিল, "হে দময়ন্তি! তুমি অবহিত হইয়া ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ কর। দেবলিপি মানবগণ পড়িতে পারে না, এজন্য তিনি তোমাকে যাহা বলিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি; ইন্দ্র তোমাকে সাদরে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। স্বয়ম্বরে তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিও, তিনি তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন; অতএব কদাচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। দেবগণ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া যে লক্ষ্মীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নারায়ণকে দান করিয়াছেন, এক্ষণে ইন্দ্রের নিমিত্ত অপর শ্রী উত্থাপিত করিতে তাঁহাদিগকে আর ইক্ষুসমুদ্র মন্থনের ক্লেশ প্রদান করিও না। ভুবন-শ্রেণীর মধ্যে স্বর্গ প্রধান, স্বর্গে

দেবগণ ও দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান; সেই ইন্দ্র তোমার দাসত্ব করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা স্পর্দ্ধার বিষয় আর কি আছে? ইন্দ্র শতযজ্ঞ করিয়া যে ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি কেবল মাত্র স্বীকারসূচক ভ্রূভঙ্গি দ্বারা তাহা অঙ্গীকার কর। মন্দাকিনী ও নন্দনকানন তোমার ক্রীড়া স্থান হইবে, ইন্দ্র স্বামী হইবেন, উপেন্দ্র দেবর ও লক্ষ্মী যাতা হইবেন। ইহাতে যে সুখ সম্ভোগ করিবে, তাহা একবার মনে বিবেচনা করিয়া দেখ। ইন্দ্রের "ত্রিভুবন রাজ্যের অধীশ্বরী হও" এই প্রার্থনার কেবল তুমিই উপযুক্তা। রাজ্যও অবজ্ঞাস্পদ নহে। নারায়ণ খর্ব্ব হইয়া বলির নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এজন্য পৌরাণিকগণ তাঁহাকে বামন বলে। তুমি ত্রিসন্ধ্যা যাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাক, সেই দেবগণকে কৃতঘ্ন করা তোমার উচিত নহে। তাঁহারাও তোমাকে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিতে অভি-লাষী হইয়াছেন; অতএব তুমি ইন্দ্রানী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রের প্রসাদ স্বরূপ পারিজাতমালা দময়ন্তীকে অর্পণ করিল। তৎকালে নলের আশা ব্যতীত সমস্ত আশা তদীয় বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দময়ন্তী সেই মালা সাদরে গ্রহণ করিলেন অবলোকন করিয়া নলের তৎপ্রাপ্তি আশা শিথিল হইয়া পড়িল। সখীগণের মধ্যে কেহ কহিল, "আর্য্যে! ইহাতে বিবেচনার কি আছে? শীঘ্র ইন্দ্রকে বরণ করুন।" কেহ কহিল, "সখি! ইন্দ্র বরণ তোমারই উপযুক্ত।" কেহ কহিল, "তুমি ইন্দ্রকে বরণ করিতে অঙ্গীকার কর।" তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী কহিলেন, "হে সখীগণ! আমি কখনও কি তোমা-দিগের অনাশ্রবা হইয়াছি? তবে, ইহাতে আমার কিছু বক্তব্য আছে।" দময়ন্তী-বাক্য-শ্রবণে সখীগণ "ইনি ইন্দ্রকে বরণ করিবেন" ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। নল "আমি দময়ন্তী ও দূতকার্য্যের মধ্যে কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না" ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

দময়ন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া নয়নভঙ্গি দ্বারা সখীগণকে নিবারণ করিলেন এবং সাদরে সেই পরিজাতমালা গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ইন্দ্রদূতি! তুমি ইন্দ্রের স্তুতি বিষয়ে সাহস পরিত্যাগ কর। বেদ যদি তাঁহার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে পারে। তিনি

সকলের অন্তঃকরণ জানিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বাক্যে উত্তর প্রদান করা নিরর্থক। তাঁহার আজ্ঞা কে অবহেলা করিতে পারে? আমি বালা, সুতরাং তদীয় আদেশ মালার ন্যায় মস্তকে স্থাপন করিয়া যদি পালন করিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইন্দ্র যে আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার জন্মান্তরীয় তপস্যার.ফল। ফলের বৈচিত্র অবলোকন করিলে, চিত্ত তাহার কারণের প্রতি আসক্ত হয়; এজন্য ইন্দ্রের এই অনুগ্রহে আমার পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। আমি আনন্দ ও ব্রতসম্পদের নিমিত্ত ইন্দ্রকেই পতিরূপে সেবা করিব; বিশেষ এই, তাঁহার দেবদেহের সেবা না করিয়া নৃপত্বরূপে অংশাগত নলের সেবা করিব। হে ইন্দ্রদূতি! তোমার মুখে সতীব্রতের অত্যন্ত প্রতিকূল ইন্দ্রের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করা আমার অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই মনে মনে দেবেন্দ্রকে বরণ না করিয়া ভূমীন্দ্র নলকে বরণ করিয়াছি। আমি বিবেচনা করিয়াই তাঁহাকে বরণ করিয়াছি; এজন্য সংসারের বিষয়-ভোগ সুখে যেরূপ মুমুক্ষুর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রের এই অনুগ্রহে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না। মন্বাদি আর্য্যগণ চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থের ন্যায় নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রশংসা করেন। আমি সেই ভারতবর্ষে জীবিতেশ্বর নলের সেবা করিয়া সুখ মিশ্রিত ধর্ম্ম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। স্বর্গে থাকিলে কেবল সুখ হয়, ধর্ম্ম হয় না; কিন্তু এই ভারতে সুখ ও ধর্ম্ম উভয়ই হইবে। এস্থানে থাকিয়া যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিতে পারিব। অতএব সুখ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সুখ ভোগ করিতে আমার স্পৃহা নাই। যদি বল যে, ধর্ম্ম বা দেব-প্রীতির ফলও সুখ; তুমি ইন্দ্রকে বরণ করিলে অনায়াসে তাহা সিদ্ধ হইবে, সুতরাং এত ক্লেশের প্রয়োজন কি, তাহা বলিতে পার না? কেননা ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও স্বর্গ হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ সপ্তস্বর্গে গমন করা যায়; অতএব স্বর্গ ও মর্ত্তের উত্তরকাল বিবেচনা করিলে কি শর্করা (১) দ্বয় বোধ হয় না? যে কর্ম্ম বশতঃ আয়ুঃক্ষীণ হইলে মানবের উপভোগ্য হয়,

---

(১) খাবরা ও চিনি।

জীবিত অবস্থায় হয় না, সেই অহিতকল্প আপাত সুখজনক স্বর্গ কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগ করিতে ইচ্ছা করে ?"

অনন্তর দময়ন্তী সখীগণকে ইন্দ্রদূতীর অনুকূলে বিবক্ষু অবলোকন করিয়া উত্তর শেষ না করিয়াই তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "হে সখীগণ! সকলেরই চিত্ত অদৃষ্ট প্রবাহের অথবা ঈশ্বরের অধীন। তবে তোমরা বুদ্ধিমতী হইয়াও কিজন্য আমাকে অনুযোগ করিতেছ ? নিখিল জগৎ নিয়তির অধীন, সুতরাং যে যে কার্য্য করে তাহাকে "তুমি এ কার্য্য করিতেছ কেন ?" ইহা জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। নিয়তি অচেতন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা না করা উভয়ই তুল্য, কেবল বক্তার কথন-শ্রম লাভ হয়। কোমল-বস্তুভোজী উষ্ট্রের নিন্দা করে, কণ্টকভোজী উষ্ট্রও সেই কোমল-বস্তু-ভোজীর নিন্দা করে, ইহাদের উভয়েরই অভিলষিত বস্তু ভক্ষণ নিবন্ধন প্রীতি তুল্যই হইয়া থাকে, কিন্তু মধ্যস্থের ইহাদের একতরের নিন্দা করা উচিত নহে। মোক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর ত্রিবর্গ-সেবী মনুষ্যের ন্যায় আমিও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নলের সেবা করিব। ইন্দ্রের গুণ মনোহর হইলেও তাহাতে আমার নলানুরাগ অপগত হইবে না। কীট হইতে বিষ্ণু পর্য্যন্ত সকলের কৃতকৃত্য ভাব তুল্য, কিন্তু তাহা বলিয়া এক বিষয়ে সকলের তুল্যরুচি হইতে পারে না; ব্যক্তিভেদে রুচি ভিন্ন ভিন্ন, অতএব এক বিষয়ে সকলের ইচ্ছা বা দ্বেষ হইবে এরূপ নিয়ম নহে। যদি পথ-মধ্যে গুপ্তকূপ থাকে, তাহা হইলে বন্ধু প্রতি বন্ধুকে সতর্ক করিয়া দিবে ; বস্তুতঃ আমি সেরূপ হই নাই, আমি হিতকর জানিয়াই নলে অনুরক্ত হইয়াছি ; সুতরাং আমাকে নিবারণ করিবার প্রয়োজন নাই। অভীষ্টবস্তু লাভ করিলে তোমাদের যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আমারও জানিবে।

দময়ন্তী এইরূপ পাণ্ডিত্যবলে সখীগণের প্রতিকূল বুদ্ধি দূর করিয়া ইন্দ্র দূতীকে কহিতে লাগিলেন, "হে ইন্দ্রদূতি! আমি পূর্ব্বেই মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চলচিত্তে যম, বহ্নি ও বরুণের দূতীগণকে নিরাকরণ করিলাম। তুমি যদি পুনর্ব্বার আমাকে, ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিতে বল তাহা হইলে তোমার ইন্দ্র-চরণের শপথ। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা পতিব্রতা-নিয়মে নলের সেবা করিয়া

অপনোদন করিব।” দময়ন্তী এইরূপ শপথ প্রদান করাতে ইন্দ্রদূতী আর কথা কহিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তৎকালে নলের জীবন যেন পুনর্ব্বার চঞ্চল হৃদয়ে প্রবেশ করিল। নিষধরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে দময়ন্তীর এইরূপ সানুরাগ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

সপ্তম সর্গ।

দেবদূতীগণ নিরাশ হৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, নল আপনার প্রতি দময়ন্তীর প্রগাঢ় অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বে দময়ন্তী-প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার যে মনোরথ পল্লবিত হইয়াছিল, এক্ষণে দময়ন্তীকে দর্শন করাতে তাহা সফল প্রায় হইল। তিনি নির্নিমেষ লোচনে বহুক্ষণ দময়ন্তীর অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন। অনন্তর আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “বোধ হয় বিধাতা দময়ন্তীকে নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে রম্ভা প্রভৃতির নির্ম্মাণ করিয়া হস্তাভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহার বর্হবিজয়ী পশ্চাৎ সম্বন্ধ কেশজাল অবলোকন করিলে বোধ হয়, যেন অন্ধকার ইঁহার মুখ-চন্দ্রকিরণে অপসারিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে সংযত রহিয়াছে। স্নিগ্ধ-শ্যামল-তারকাযুক্ত বিশাল লোচন দ্বয় অনন্য সদৃশ। ওষ্ঠাধর বন্ধূক কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ। বোধ হয়, ভারতী ইঁহার কণ্ঠদেশে উপবেশন করিয়া যে বীণাবাদন করেন, তাহাই বাণীরূপে নির্গত হইয়া কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত করে। দিবসে কমলের ও রাত্রিকালে শশধরের শোভা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ইঁহার আনন-শোভা দিবা ও রজনীতে একরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীবাদেশ হারবিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহার রেখাত্রয়যুক্ত কণ্ঠ অবলোকন করিলে বোধ হয় যে, বিধাতা ইহাতে কাব্য, গান, প্রিয়বাক্য

ও সত্য স্থাপন করিয়া রেখাত্রয় দ্বারা তাহাদের বসতি সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। মৃণাল কোমল হইলেও ইঁহার বাহুদ্বয়ের সদৃশ নহে। করদ্বয় কিশলয় অপেক্ষাও রক্তবর্ণ এবং উৎপল অপেক্ষাও রমণীয়। পৃষ্ঠদেশ বিলম্বিত-বেণী-সম্বদ্ধ মল্লিকা মালার সংস্রবে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। বোধ হয় ইঁহার চরণের শোভালেশ আছে বলিয়াই নবকিশলয় পল্লব নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলতঃ বিধাতা ইঁহাকে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আমার বিরহ-পীড়া-জনিত মূর্চ্ছা রজনীর প্রভাত সন্ধ্যা স্বরূপা।" নল এইরূপে দময়ন্তীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার নয়নগোচর হইতে অভিলাষ করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

নল অদৃশ্যভাব পরিত্যাগ করিলে পর, দময়ন্তী সখীগণের সহিত বিস্মিত হৃদয়ে নির্নিমেষ-লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ইক্ষুকড়ম্ব পলালাচ্ছন্ন হইয়াও যেরূপ উপযুক্ত ভূমি সংস্রবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নল ইন্দ্রবরে অদৃশ্য শরীর হইয়াও দময়ন্তী সংস্রবে প্রকাশিত হইলেন। দময়ন্তীর সখীগণ নলের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তাহারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। দময়ন্তী প্রথমে তাঁহাকে নল বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তৎকালে তাঁহার হর্ষপ্রবাহ বর্ষাকালীন নদী-প্রবাহের ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; পরে, এই সুরক্ষিত অন্তঃপুরে নলের আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

দময়ন্তী সখীগণকে আকস্মিক পুরুষ দর্শনে ভয়ে মূকতা প্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আননদেশ বিনম্রীভূত করত শ্লথ গদ্‌গদ বাক্যে নলকে কহিতে

লাগিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি অতিথি, এজন্য আপনাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন নিমিত্ত স্বীয় আসন প্রদান করিতেছি। যদিও আপনার অন্য স্থানে গমন করিবার অভিলাষ থাকে এবং ইহা আপনার উপবেশনের অযোগ্য হয়, তাহা হইলেও ক্ষণকাল হইতে অবস্থান করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করুন। আপনি কোথায় গমন করিবেন বলুন? অদ্য কোন্ দেশ আপনার বিরহে বসন্ত পরিত্যক্ত কাননের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে? আপনার নাম শ্রবণে আমার বাধা নাই ত? আপনার এই সুরক্ষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সমুদ্রোত্তরণ তুল্য হইয়াছে; কিন্তু আপনার এরূপ সাহস করিবার প্রয়োজন কি? তাহা আমি এখনও নিশ্চয় করিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমার পুণ্যবলে প্রবেশকালে রক্ষিগণ আপনাকে দেখিতে পায় নাই, এজন্য আপনার কন্দর্পতুল্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে পাইতেছি। রমণীয় আকৃতি, দ্বারপাল-লোচন প্রচ্ছাদনী শক্তি ও সুবর্ণসদৃশ উজ্জ্বল কান্তি আপনার দেবত্বের পরিচায়ক। কন্দর্পের মূর্ত্তি নাই,—অশ্বিনীকুমার দুইজন; অতএব আপনি কন্দর্প বা অশ্বিনীকুমার নহেন; অথবা অন্য চিহ্নের প্রয়োজন নাই, আপনার সৌন্দর্য্যই তাঁহাদের অপেক্ষা রমণীয়। হে লোকতর্পণ! আপনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন?"

দময়ন্তী নলকে নলসদৃশ সুন্দর অমর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, এজন্য অতিথিসমুচিত প্রিয়বাক্যচ্ছলে তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন "যে ব্যক্তি গুণাধিক বস্তুর প্রশংসা না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, মূকের সহিত তাহার কোন বিশেষ নাই; বহুগুণে অল্প গুণের উল্লেখ করাও ক্রূরতা প্রকাশ মাত্র; এজন্য আমি আপনার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছি, আমার বাবদূকতা ক্ষমা করিবেন। হে সুন্দরোত্তম! আপনার কান্তি-কীর্ত্তি-প্রভাবে পুরুরবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও কন্দর্প সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধবল রাজহংস-মণ্ডলী আপনার কান্তি কীর্ত্তির পুলাকস্বরূপ। শিবের অর্দ্ধচন্দ্র নখরূপ পরিগ্রহ করিয়া আপনার পদাঙ্গুষ্ঠে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এজন্য বোধ হয়, কন্দর্প স্ববিজয়ি-চিহ্ন দর্শনে ভীত হইয়া আপনার চরণের অঙ্গুষ্ঠ-শোভাও গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। জগৎ কন্দর্প দাহন পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য-কথা

বিরহিত হইয়াছিল, এক্ষণে বিধাতা আপনার অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। আপনি যদি মানব হন, তাহা হইলে মহী কৃতার্থ হইয়াছে; যদি দেবগণের মধ্যে কেহ হন, তাহা হইলে স্বর্গ অন্যলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; অথবা যদি নাগ হন, তাহা হইলে পাতাল সকলের অধঃস্থ হইয়াও উপরিস্থ হইয়াছে। আপনি গাম্ভীর্য্য ও মহত্বে সমুদ্র অপেক্ষাও মহান্। বোধ হয়, এই অসীম সংসার-সমুদ্রে নল আপনার প্রতিবিম্ব; বিম্ব ও প্রতিবিম্ব লইয়াই বিধাতার সৃষ্টি, তদ্ভিন্ন এক পদার্থ দুইটী নাই। আপনি যাহার নিমিত্ত পদচারে গমন করিতেছেন, এই পৃথিবীতে সেই পুণ্যবান্ কে? আমি সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইয়া "আপনি নল, কি অন্য কেহ" তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না; অথবা বৃথা সন্দেহের প্রয়োজন নাই। আপনি কোন্ ভাগ্যবানের গৃহে অতিথি হইবেন বলুন? আপনার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আমার লোচনদ্বয় সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত করুন।"

নল প্রিয়া দময়ন্তীর এইরূপ মধুর বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া যেন অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন হইলেন। যাহা শত্রুমুখোচ্চারিত হইয়াও প্রীতিকর হয়, সেই প্রশংসা-বাক্য প্রিয় ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিলে যে অপরিমিত আনন্দ হইবে, তাহার বিচিত্র কি? অনন্তর সূর্য্য যেরূপ লোকের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া উদয়াচলে আসীন হন, সেইরূপ নল দময়ন্তীর অতিথিসৎকার স্বীকার করিয়া তাঁহার সখীর আসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইলেও স্বাভাবিক ধৈর্য্যপ্রভাবে তাহা অপনোদন করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভৈমি! আমি ইন্দ্রাদি দেবগণের দূতরূপে তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি, তুমি ব্যগ্র হইও না; আমি তোমার অতিথি সৎকারে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি; উপবেশন কর। কি জন্য আসন পরিত্যাগ করিলে? আমার দৌত্য সফল কর, তাহাই মহান্ অতিথি সৎকার হইবে। হে কল্যাণি! তোমার শরীর নীরোগ আছে ত? চিত্ত পাপে প্রবৃত্ত হয় না ত? হে বিশালাক্ষি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমার বাক্য শ্রবণ কর। ইন্দ্র, বরুণ অগ্নি ও যম তোমার সৌন্দর্য্যাদি গুণ-নিকর শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন; এক্ষণে

তাঁহাদিগের হৃদয়ে কেবল তোমার প্রাপ্তির আশাই অনুক্ষণ স্ফূরিত হই-তেছে ; পূর্ব্বাদি আশা আর পূর্ব্বের ন্যায় বিকাশ পায় না। বাসব পরিভুক্ত-রবে যে ক্লেশ অনুভব করেন, নন্দনবনেও তাহার শান্তি হয় না। তিনি পূর্ব্বে প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন, এক্ষণে শিবের মস্তকস্থিত কলামাত্র চন্দ্রের ভয়ে সেই অবশ্য কর্ত্তব্য শিবপূজাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। কল্পদ্রুম সকল অন্যের দারিদ্র-হারক ; কিন্তু এক্ষণে ইন্দ্রের সন্তাপ-শান্তি নিমিত্ত তাহাদের পল্লব লইয়া প্রতিক্ষণ নূতন নূতন কোমল-শয্যা রচিত হওয়াতে তাহারাও পল্লব-দরিদ্র হইয়াছে। শীতকালে পদ্মিনীর কেবল পত্র ও পুষ্প বিনষ্ট হয়, কিন্তু বসন্তকালে ইন্দ্রের শরীর-তাপ নিবারণ নিমিত্ত মৃণাল, পত্র ও পুষ্প গৃহীত হওয়াতে মন্দাকিনীর কমলিনীকুল শীতকাল অপেক্ষাও অধিকতর কদর্য্যিত হইতেছে। হে দময়ন্তি! আহিতাগ্নিগণ প্রত্যহ শিবের যে মূর্ত্তির আরাধনা করেন, সেই অগ্নি এক্ষণে কন্দর্প-পীড়িত হইয়া তোমার দাসত্ব করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, বহ্নি যাহাতে নিজের সন্তাপ অবগত হইয়া আর কাহাকেও সন্তাপিত না করেন, এইরূপ ভাবে কন্দর্প তাঁহাকে সন্তাপিত করিয়া শিক্ষাদান করিতেছে। বোধ হয়, তিনি তোমার নিমিত্ত কুসুম-শরশায়কে এরূপ নিপীড়িত হইতেছেন যে, পূজকগণ যে সকল কুসুমে তাঁহার পূজা করে, তাহা হইতেও ভীত হইয়া থাকেন। কমল-প্রকাশক সূর্য্য যাঁহা দ্বারা পুত্রবান্, চন্দন-বাসিতা দক্ষিণদিক্ যাঁহার প্রিয়তমা, সেই যমও তোমার জন্য কন্দর্প-প্রতাপানলে ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তোমার বিরহে তাঁহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। হে কৃশাঙ্গি! পান্থ যে সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হয় না, সেই সময়ে বরুণ তোমার উদ্দেশে স্বীয় অন্তঃকরণ প্রেরণ করিয়াছেন। তাপশান্তি নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে মৃণাল প্রদত্ত হইলে, তাহা তোমার ভুজলতা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সন্তাপিত করে। হে দময়ন্তি! কন্দর্প তোমার জন্য তাঁহাদিগকে এইরূপে পীড়িত করিতেছে। তাঁহারা কল্য তোমার স্বয়ম্বর হইবে, এই অমৃত-প্রবাহসদৃশী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন ; এবং এই নগরীসমীপে উপস্থিত হইয়া আমাকে তোমার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে তোমাকে অনাময় জিজ্ঞাসা

করিয়া কহিয়াছেন, 'হে ভৈমি! তুমি দয়া করিয়া শীঘ্র আমাদিগকে পতিত্বে বরণ কর। আমরা বহুকাল হইতে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছি; অতএব এক্ষণে আমাদিগকে বরণ করিয়া কৃতার্থ কর। যদি তোমার দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর স্বর্গকে অলঙ্কৃত কর। যদি পৃথিবীতে থাকিতে তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আমরা তাহারও স্বর্গসংজ্ঞা বিধান করিব। হে দময়ন্তি! তোমার বাক্য খণ্ড সদৃশ। তুমি যে পথে গমন কর, তথাকার শর্করাও শর্করা সদৃশ হয়। আমরা তোমাকে কি দিব? আমরা তোমার চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে অমরত্ব বর প্রদান করিতেও আমাদিগের লজ্জা হইতেছে।' হে দময়ন্তি! তুমি ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ করিয়া আমার দূতকার্য্য সফল কর।"

নবম সর্গ।

—০০—

পতিব্রতাগণের অন্য পুরুষ সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণ করা অত্যন্ত ক্লেশকর, এজন্য দময়ন্তী নলে একান্ত অনুরাগ বশতঃ বিমনভাবে দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিলেন। নল দেবগণের বাক্য সমুদায় জ্ঞাপন করিলে, দময়ন্তী যেন শ্রবণ করেন নাই এই ভাবে কহিতে লাগিলেন, "হে সুন্দর! আমি আপনার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার অপ্রস্তুত বিষয়ের উল্লেখ করা অনুচিত হইয়াছে। আমার প্রশ্ন বিষয়ে আপনার বাণী সরস্বতী নদীর ন্যায় কোথাও গুপ্ত, কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আপনার সুধাসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে ভবদীয় নাম শুশ্রূষা শান্ত হইল না; অতি মধুর দুগ্ধ বা মধু দ্বারা জলপিপাসা শান্ত হয় না। আপনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলুন?"

এই বলিয়া দময়ন্তী বিরত হইলে নল কহিতে লাগিলেন, "অয়ি ভৈমি! তুমি আমার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেও, তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বলি নাই। পরিমিত ও সারবান্ বাক্য প্রয়োগ করাই বাগ্মিতা। অল্প বিষয়ে বৃথা শব্দবাহুল্য ও বহু বিষয়ে অল্প বাক্য প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য। যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দ দ্বারা আমাদের উভয়ের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, সুতরাং কোন্ বর্ণপংক্তি আমাতে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহা বলা নিরর্থক। যদি আমার বংশ প্রশস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা আমার বলা উচিত নহে; যদি প্রশস্তই হয়, তাহা হইলে পরের দূতরূপে আগমন করিয়া প্রশস্ত বংশের পরিচয় দেওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই তোমার কুল-নাম-প্রশ্নের উত্তর দেই নাই। এক্ষণে উক্ত জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতির বাক্যের উত্তর প্রদান কর। অথবা যদি একান্তই বলিতে হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপে তোমার শ্রবণস্পৃহা দূর করিতেছি; আমি চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছি, ইহা শুনিয়াই সফলনির্ব্বন্ধ হও। সাধুব্যক্তিগণের এইরূপ ব্যবহার-পরম্পরা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁহারা নিজনাম প্রকাশ করেন না; প্রচলিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে লোকে নিন্দা করে; এজন্য আমি স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

নিষধরাজ এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দময়ন্তী কহিতে লাগিলেন, "আপনি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সামান্যরূপে শ্রবণ করিয়াও আমার বিশেষ সংশয় অপগত হইতেছে না। আপনি প্রস্তুত বিষয় সম্যক্‌রূপে না বলিয়া অপ্রস্তুত বিষয় পল্লবিত করিতেছেন; অতএব আপনার এই বঞ্চনা-চাতুরী ধন্য! আপনি যেরূপ সদাচার-ভঙ্গ-ভয়ে স্বীয় নাম প্রকাশ করিলেন না, সেইরূপ কুলাঙ্গনার পরপুরুষের সহিত আলাপ করা উচিত নহে, এজন্য আমিও আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিব না।"

দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল সহাস্যমুখে কহিলেন, "অয়ি বামাক্ষি! আমি ইন্দ্রাদির দূত, সুতরাং তোমার আত্মীয়; অতএব আমাকে পর বলিয়া বিবেচনা করিও না। আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর এবং দেবচতুষ্টয়ের একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার দূতকার্য্য সফল কর। আমি

তোমার প্রত্যুত্তর শ্রবণ নিমিত্ত যত বিলম্ব করিতেছি, দেবগণ ততই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। সত্বর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রভু-সমীপে উপস্থিত হওয়া দূতের কার্য্য; কিন্তু আমি এই সত্বর-অনুষ্ঠেয় কার্য্যে বিলম্ব করিতেছি, এজন্য আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইন্দ্র নির্নিমেষ-লোচনে আমার গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

নল এই বলিয়া বিরত হইলে দময়ন্তী কহিতে লাগিলেন, "হে দেবদূত! ভবাদৃশ মহানুভবের নিকট বারম্বার 'না' বাক্য প্রয়োগ করা বিশেষ নিন্দাকর, এজন্য আমি আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছি। দেবগণ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি মানবী, আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহাদের অনুচিত হইয়াছে। হংসাবলি-বিরাজিত-সরোবর যেরূপ বলাকা দ্বারা বিশোভিত হয় না, সেইরূপ সুরাঙ্গনা-পরিসেবিত বাসব আমা দ্বারা সুখী হইতে পারিবেন না; অতএব তাঁহার আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করা অনুচিত হইয়াছে। হে দেবদূত! মানবী অসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও সুরাঙ্গনাগণের সমীপে কুৎসিতা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; সে কেবল দেবাঙ্গনা-শূন্য এই পৃথিবীতে স্বর্ণালঙ্কার-শূন্য দরিদ্র-রমণীর অঙ্গে পিত্তলের অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পায়। দেবগণ অনুরাগ বা কৃপাবশতঃ যাহাই বলুন না কেন, অযোগ্য বলিয়া আমি তাহার একবর্ণও শ্রবণ করিব না।" এই বলিয়াই দময়ন্তী মন্দাক্ষ-ভরে বদন নম্রীভূত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ-নিমিত্ত পার্শ্বস্থিত সখীকে ইঙ্গিত করিলেন। সখী দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নলকে কহিতে লাগিল, "হে দেবদূত! ইনি লজ্জায় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; এজন্য আমি তাহাই প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এজন্য এক্ষণে ইন্দ্রাদি বরণ ইষ্ট-সাধক কি না, ইহা বিচার করিতেও ভয় পাইতেছি। পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম মৃণাল-তন্তুর ন্যায় অল্প চাপল্যেই দূরীভূত হয়। আমি স্বপ্নেও অন্য পুরুষের চিন্তা করি নাই, ইহা সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ অবগত আছেন, তথাপি আপনাকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন কেন? পরদার জানিয়াও আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করা দেবগণের অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে।

যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া আমাকে নল-ভিক্ষা প্রদান করুন; অন্য অনুগ্রহে প্রয়োজন নাই। হে দূত! আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।—নল যদি আমার পাণিগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও অনলে, উদ্বন্ধনে অথবা জল-প্রবেশে আত্ম-দেহ বিসর্জ্জন করিব; শাস্ত্র-নিয়ম পালন করিলে যে বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে অসঙ্গত কার্য্য করিতে হয়; বৃষ্টি জলে রাজমার্গ পঙ্কিল হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও কার্য্যবশতঃ তাহাতে গমন করিয়া থাকেন। আমি নারী, দেবগণ বাগ্মী, আমি কখনও তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইব না। অতএব সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহাই দেবগণের সমীপে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিবেন।"

সখীমুখে দময়ন্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া নল মধুরভাষী হইলেও বালকগণ কর্ত্তৃক কৌতুকে কুহুরবের অনুকরণে প্রকোপিত কোকিলের ন্যায় পরুষ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে ভৈমি! তুমি মানবী, দেবগণও তোমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেছেন এবং তুমি মানবী হইয়াও তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইতেছ; এই উভয়ই অতি আশ্চর্য্য। নিধি দরিদ্রের নিকট আগমন করে এবং দরিদ্র তাহাকে আসিতে নিষেধ করে, ইহা কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। হে চন্দ্রমুখি! মহেন্দ্র তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমার অন্তঃকরণে ত্রিভুবন রমণীগণের প্রতি অবজ্ঞা ও তোমার প্রতি সম্মানের উদয় হইতেছে; কিন্তু তুমি অস্বীকার করিয়া সেই নিজের অভ্যুদয় নিজেই বিনাশ করিলে। 'মানুষী দেবতাকে প্রার্থনা করে না' এই নূতন বাক্য কেবল তোমার মুখেই শ্রবণ করিলাম। মনুষ্য দেবতার অনুগ্রহে মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি দেবপত্নী হইলে তাঁহাদের অনুগ্রহে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। সিদ্ধ পারদ সংসর্গে সুবর্ণীভূত লৌহ যেরূপ সুবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়, তুমিও সেইরূপ দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইবে। তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বিবেচনা করিতেছ এবং ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নলকে বরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? হায়! নিশ্বাস-বায়ুর মুখ পরিত্যাগ

করিয়া নাসাপথে গমন পরিশ্রমের ন্যায়, তোমার দেবগণের অধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যে সাধুত্বজ্ঞান বৃথা হইয়াছে। যাহাকে জন্মান্তরে লাভ করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শরীর-ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপস্যা করেন, সেই স্বর্গ, ব্যাকুলভাবে বলপূর্ব্বক তোমার হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। হে মূর্খে! তুমি তাহাতেও বিমুখ হইতেছ? হে দময়ন্তি! ইন্দ্র আকাশস্থিত পদার্থের অধীশ্বর, তুমি যখন নল ব্যতীত উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার অভিলাষে আকাশস্থ হইবে, তখন ইন্দ্র তোমাকে হরণ করিবেন; ন্যায্য ভাগ কে পরিত্যাগ করে? নলের লাভ না হইলে তুমি যদি অনলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি তোমার যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করা হইবে। বহ্নি বহুকাল প্রার্থনা করিয়াও তোমাকে প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তুমি স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবে। জল-প্রবেশ করিলে বরুণ অনায়াসে তোমাকে লাভ করিতে পারিবেন। যদি এই সমস্ত উপায় পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুনিমিত্ত অন্য উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে স্বয়ং ধর্ম্মরাজের অতিথি হইয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিবে। হে ভৈমি! তোমার "আমি ইন্দ্রাদিকে বরণ করিব না" এই নিষেধরূপ বিধি আমি বুঝিতে পারিয়াছি। নিষেধরূপ বিধি যাহার পর্য্যবসান, সেই ধ্বনি বিদগ্ধ-নারী বদন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমিও বিদগ্ধা, সুতরাং তোমার বাক্যে বক্রতা যুক্তিযুক্ত। আমি তোমার বক্রোক্তিচক্রে পতিত হইয়া আর কতকাল ভ্রমণ করিব? এক্ষণে লজ্জা ত্যাগ করিয়া দেবগণের মধ্যে কাহাকে বরণ করিবে স্পষ্টরূপে বল? বোধ হয়, তুমি ইন্দ্রকে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। আমার বিবেচনায় সহস্রলোচন ব্যতীত দ্বিনেত্র কোন ব্যক্তি তোমার সমস্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। অথবা তুমি বহ্নিতে অনুরক্ত হইয়াছ; কেননা তুমি ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, সুতরাং তেজস্বী বহ্নি ব্যতীত আর কোন্ পুরুষে তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে? শরীরতাপ শঙ্কায় বহ্নিকে বরণ করিতে বিমুখ হইও না; পতিব্রতার নিকট বহ্নিও শীতল হয়, ইহা বহুশঃ শ্রুত হইয়াছে। অথবা তুমি ধর্ম্মশীলা, এজন্য মনে মনে ধর্ম্মরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, ইহা আমারও সম্মত। কোন বস্তু স্বসদৃশ বস্তুর সহিত

মিলিত হইয়াই শোভা পাইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজকে বরণ করিলে তুমি মৃত্যুশঙ্কা রহিত হইয়া চিরকাল অবিচ্ছেদে সুখে কালযাপন করিতে পারিবে; কিম্বা তুমি কোমলাঙ্গী বলিয়া অতি কোমল বরুণের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। নিশাও এই কারণে অন্যান্য দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। তুমি বরুণকে বিবাহ করিলে, নারায়ণও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে বাস করেন, সেই রমণীয় ক্ষীর-সমুদ্রে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে।”

নল-বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক বিষণ্ণ-ভাবে বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে দূত! নল-বিরহে আমি মৃতকল্প হইয়াছি, এক্ষণে আপনি দুষ্টবাক্য প্রয়োগে আমাকে পীড়িত করিয়া যমদূতের উপযুক্ত কার্য্যই করিলেন। কর্ণকীট কর্ণে প্রবেশ করিলে যেরূপ ক্লেশ অনুভূত হয়, আমি ভবদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও সেইরূপ ক্লেশ অনুভব করিতেছি।” এই বলিয়া দময়ন্তী লজ্জা বশতঃ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশার্থ সখীকে ইঙ্গিত করিয়া বিরত হইলেন। সখী দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া কহিতে লাগিল, “হে দেবদূত! দময়ন্তী আমাকে যাহা বলিতে বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন; আমি কল্য স্বয়ম্বরে নলকে বরণ করিব, সুতরাং আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে, কিন্তু ঔৎসুক্য বশতঃ আমি তাহাও সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমার ইন্দ্রাদিবরণে যেরূপ আদর, তাহা আপনি বিবেচনা করুন। আমি আপনার নিকট এই অঞ্জলি করিতেছি প্রসন্ন হউন। দেবগণের কথা কহিয়া আমাকে আর পীড়িত করিবেন না। ‘আমি দেবগণকে বিবাহ করিব এ কথাও বলা আপনার অত্যন্ত অনুচিত। আপনার কান্তি নলসদৃশ হইলেও আমি পাতিব্রত্য ভঙ্গভয়ে অবলোকন করিতে পারিতেছি না; পাতিব্রত্য আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর।”

সখীমুখে দময়ন্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া নল আপনাকে দময়ন্তী কথিত যমদূত না ভাবিয়া নির্দ্দয় যম বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি দময়ন্তীর দীনোক্তিতে মর্ম্মপীড়িত হইয়াও দূতধর্ম্ম বশতঃ বিরত না হইয়া গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, “হে ভৈমি!

কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইন্দ্র যদি স্বীয় প্রাঙ্গন-স্থিত কল্পবৃক্ষের নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হইবে। বহ্নিও তোমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন, তিনি যদি তোমাকে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্বীয়মূর্ত্তি দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতিতে নিজের অংশভূত হবিঃ প্রক্ষেপ করত সর্ব্বকামদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,তাহা হইলে সেই বেদবিধি কিরূপে মিথ্যা হইবে? অগস্ত্য যমের অধিকৃত দক্ষিণদিকে বাস করেন; যম যদি তাঁহার নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন। তখন কি করিবে? বরুণের গৃহে যজ্ঞীয় হবিঃ নিমিত্ত অনেক কামধেনু আছে, বরুণ যদি তাহাদের কাহারও নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার হস্তগত হইবে। পতিব্রতা শচী যদি স্বামীর অনিচ্ছা বশতঃ স্বয়ম্বরে না আগমন করেন, তাহা হইলে রাজগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক কলহ আরম্ভ করিবে; সুতরাং স্বয়ম্বর কিরূপে হইবে? বহ্নি যদি কুপিত হইয়া প্রজ্বলিত না হন, তাহা হইলে নল অগ্নিসাক্ষী ব্যতীত কিরূপে তোমাকে বিবাহ করিবেন? যম যদি নলের কোন সপিণ্ডকে বিনাশ করেন, তাহা হইলে কিরূপে বিবাহ হইবে? বরুণ যদি নলের প্রতি ক্রোধ করিয়া জলকে বিবাহ সভায় আসিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে তোমার পিতা কিরূপে তোমাকে দান করিবেন? হে দময়ন্তি! আমি তোমাকে এই সমস্ত হিতকরবাক্য বলিলাম; তুমি মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহা পর্য্যালোচনা কর। দেবগণ বিঘ্ন করিতে ইচ্ছা করিলে কেহ হস্তস্থিত বস্তুও প্রাপ্ত হয় না।”

নল এইরূপে ভয়প্রদর্শন করিলে দময়ন্তী তাহা সত্য ভাবিয়া অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার লোচন-যুগল হইতে অবিরল-ধারে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি নল-প্রাপ্তির ব্যাঘাত নিশ্চয় করিয়া অধীরভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; “হে বিধাতঃ! তুমি নিরপরাধে আমাকে বিনাশ করিলে কেন? হে হৃদয়! তুমি যদি লৌহময় হও, তাহা হইলেও অহর্নিশ বিয়োগানলে তাপিত হইয়া দ্রবীভূত হইতেছ না কেন? বোধ হয়, তুমি লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। হে জীবন! কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র পলায়ন কর; তোমার এই হৃদয়-নিকেতন

বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছে, অদ্যাপি মিথ্যা সুখাবস্থান পরিত্যাগ করিতেছ না; অতএব তোমার এরূপ আলস্য লোকাতীত। হে মনঃ! নল অথবা তাঁহার অভাবে মৃত্যু, এই দুইটীই তোমার অভীষ্ট; কিন্তু আমি এই দুইটীই প্রাপ্ত হইতেছি না; তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমার পক্ষে তাহার বিপরীত ফল হয়; এক্ষণে তুমি নলের বিয়োগ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। আমি দক্ষিণ পবনের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার ভস্মকেও নলের রাজধানীতে নিক্ষেপ করেন। হে দেবগণ! তোমরা ইচ্ছা করিলে আমা অপেক্ষা সুন্দরী শত শত রমণী উৎপন্ন হইতে পারে, তথাপি কি কারণে আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতেছ? অথবা তাঁহারা যখন আমার বিলাপবাক্য শ্রবণ করিতেছেন না, তখন বৃথা অরণ্যে রোদন করিয়া ফল কি? হে নল! তুমি আমার এরূপ যাতনা অবলোকন করিতেছ না? হায়! যে নলসমীপে গমন করিয়া যাতনার কথা জানাইবে, বিধাতা সেই হংসকেও গোপন করিয়াছেন; আমি সরোবরে অনেকবার তাহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। হে কৃপানিধে! নিষধরাজ! আমার অন্তঃকরণ তোমার চরণে অনুরক্ত, তুমি যদি ইহা বিদিত থাক, তাহা হইলে কি জন্য দয়া প্রকাশ করিতেছ না? অথবা ইহাতে তোমার দোষ কি? যিনি পরের অন্তঃকরণ মোহে নিমগ্ন করেন, সেই বিধাতাই নিন্দনীয়। হে জীবিতেশ্বর! 'দময়ন্তী তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, অবশেষে তোমাকে না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে' এই কথা তুমি অবশ্য লোক-মুখে শ্রবণ করিবে; যদিও এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে না, তাহা হইলেও তখন যদি আমার প্রতি 'হায়! দময়ন্তী আমার নিমিত্ত দেহত্যাগ করিয়াছে' বলিয়া কিছু দয়া প্রকাশ কর, তাহাতেই ধন্য হইব। হে কল্পবৃক্ষ-সদৃশ! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করি, দান করিও; হে প্রাণনম! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইলে হতজীবন বহির্গত হইবে, তুমি যেন তাহার সহিত বহির্গত হইও না।"

দেবগণের দৌত্যস্বীকার করাতে নলের দময়ন্তী-লিপ্সা লুপ্ত প্রায় হইলেও এক্ষণে দময়ন্তীর বিলাপ বাক্য আকর্ণন করিয়া তাহা পুনর্ব্বার উদ্দীপিত

হইল। তৎকালে তিনি নিজ দৌত্য বিস্মৃত হইলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ দময়ন্তী-কল্পনা করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেন, এখনও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া উন্মত্ত-ভাবে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি প্রিয়ে! তুমি কি জন্য বিলাপ করিতেছ? কি জন্যই বা রোদন করিতেছ? নল তোমার সম্মুখে উপস্থিত আছে, ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না? অয়ি প্রিয়ে! করতলে আনন বিন্যাস করিয়া তাহা দ্বারা পরিত্যক্ত লীলা-কমলের অভাব পূরণ করিতেছ কেন? অশ্রুবিন্দু দ্বারা হার-শূন্য হৃদয়ের হারশোভা সম্পাদন করিতেছ কেন? অয়ি অকারণ কোপনে! প্রসন্ন হইয়া সভ্রূভঙ্গ-কটাক্ষে আমাকে অবলোকন কর। তোমার আনন প্রফুল্ল-কমল সদৃশ হউক। মধুর বাক্য প্রয়োগে আমার শ্রবণ-যুগল পরিতৃপ্ত কর। অয়ি মদিরাক্ষি! ঈষৎ হাস্য করিয়া মদীয় চির-উপোষিত লোচন দ্বয় পরিতৃপ্ত কর। অয়ি প্রিয়ে! তুমি আমার আসনার্দ্ধে উপবেশন কর, না, না, আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর; না, তাহাও নহে, আমার হৃদয় ব্যতীত আর কোন বস্তু তোমার আসন হইতে পারে না; তুমি আমার হৃদয়েই উপবেশন কর।"

উদ্ভ্রান্ত ভাবে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ প্রলাপ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া নলের তাত্ত্বিক-জ্ঞান উন্মিষিত হইল। দেখিলেন, দময়ন্তী তাঁহাকে নল বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন বিষণ্ণভাবে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! কেন আমি আপনাকে প্রকাশিত করিলাম? ইন্দ্রই বা আমাকে কিরূপ বিবেচনা করিবেন? আমি দূতবিগর্হিত আচরণ করিয়া কলুষিত হইলাম, সুতরাং আমাকে ইন্দ্রের নিকটে অবনত-বদনে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। হায়! আমি আপনাকে প্রকাশিত করিয়া ইন্দ্রের কার্য্য বিনষ্ট করিলাম; ইহাতে লোকে আমাকে উপহাস করিবে। আমি জ্ঞান পূর্ব্বক এরূপ করি নাই, উন্মাদ বশতঃই করিয়াছি, কিন্তু লোকে যাহা শুনিবে, বিবেচনা না করিয়া তাহাই বলিবে, আমি জানি দুর্জনেরা প্রকৃত বিষয় না বলিয়া বিপরীত বলিয়া থাকে, তাহারা জনগণের পালনকর্ত্তা নারায়ণকে জনার্দ্দন ও সংহারকর্ত্তা ত্রিলোচনকে শিব বলে। আমার হৃদয় বিষণ্ণ হইতেছে কেন? দেবগণ অবশ্য আমার নির্দ্দোষিতা জানিতেছেন; অথবা তাঁহারা জানিয়াই বা কি হইবে? লোক-মুখে কে হস্তার্পণ করিবে?

এক্ষণে আমার যে চেতনা পুনর্ব্বার উন্মিষিত হইল, ইহা যদি ধারাবাহিক-রূপে থাকিত, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইত ; কিন্তু দৈব আমারি সেই চেতনা লোপ করাতে আমি দূতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছি। দৈব বশতঃ যাহা বিনাশোন্মুখ হয়, মহেশ্বরও তাহা রক্ষা করিতে পারেন না।"

নল এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্বর্ণহংস দয়ার্দ্র হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। নল তাহার পক্ষরব শ্রবণ করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সে আকাশে থাকিয়াই কহিতে লাগিল, "হে নির্দ্দয় নল! তুমি দময়ন্তীকে নিরাশ করিও না, অতঃপর ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে তোমাকে স্ত্রীবধ পাতকী হইতে হইবে। তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এত প্রয়াস পাইয়াও নিজের অনুচিতকারিতা নিমিত্ত এরূপ বিষণ্ণ হইতেছ কেন? তুমি অকপটে দূতকার্য্য করিয়াছ, ইহা দেবগণ জানিতেছেন এবং তুমিও মনে মনে বুঝিতে পারিতেছ, অতএব এরূপ বিষণ্ণ হইবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া হংস দময়ন্তীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

নল হংস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে দেবগণকে প্রণাম পূর্ব্বক সদয়ভাবে দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "হে দময়ন্তি! তুমি দেবগণকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে না, এজন্য আমি ইতঃপর দেবগণের কোন বার্ত্তা তোমাকে জ্ঞাপন করিব না। আমি অকপটচিত্তে দেবকার্য্য সম্পাদন করিলাম, ইহাতে তাঁহারা আমার প্রতি দয়াই করুন, অথবা শাস্তি প্রদানই করুন, সমস্তই সহ্য করিতে পারিব, তথাপি তোমাকে আর পীড়িত করিব না। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে অভিলাষ করিতেছেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে অথবা আমাকে বরণ করিতে পার; অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, শেষে যেন অনুতাপ না করিতে হয়। আমি উদাসীনভাবে এই সমস্ত কথা কহিলাম, দেবগণের ভয়ে কিম্বা স্বয়ং বিবাহ করিবার ইচ্ছায় বলি নাই। আমি যদি নিজের জীবন-দান করিয়া তোমার হিত করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার অনুরাগের আনৃণ্য লাভ করিতে পারিব।"

নল-বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী, কোকিল রবে বসন্ত-শ্রীর ন্যায় অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। দেবদূতকে নল জানিতে পারিয়া তাঁহার পর-পুরুষ সংলাপ-গ্লানি দূরীভূত হইল। তিনি নলের সম্মুখে যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহা ভাবিয়া লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিলেন না। দময়ন্তী লজ্জায় অবনতমুখী হইলে তাঁহার অভিপ্রায়জ্ঞা সখী নলকে কহিতে লাগিল, "হে নিষধরাজ! দময়ন্তী আপনার চিত্রিত-মূর্ত্তি অবলোকন করিলেও লজ্জিত হন, এক্ষণে আপনি সম্মুখে রহিয়াছেন, ইহাতে যে তিনি লজ্জিত হইবেন তাহার বিচিত্র কি? ইনি মদীয় মুখে আপনাকে যাহা কহিতেছেন, শ্রবণ করুন; আমি নিজ বুদ্ধিতেই আপনাকে বরণ করিতেছি, আপনি ইহা স্বীকার করিয়া আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবেন, তাহা দেবগণের নিকট অতি অল্প অপরাধ। দেবগণ আপনার যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হন, সুতরাং তাঁহারা আপনার মুখলজ্জায় তাহা বাক্যেও প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বয়ম্বরে আগমন করিলেও আমি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া আপনাকে বরণ করিব। তাঁহারা আপনার ন্যায় নির্দ্দয় নহেন।"

সখীমুখে দময়ন্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া নল লজ্জায় অবনত বদন হইলেন এবং স্বয়ম্বরে আগমন করিতে স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। নল প্রস্থান করিলে পর দময়ন্তী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাসরের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিলেন। নলও দেবগণের নিকট গমন করিয়া দুঃখিতভাবে যথাবৃত্ত সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন।

দশম সর্গ।

এদিকে স্বয়ম্বরের আয়োজন হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত শস্ত্র-শাস্ত্র-পারদর্শী পরম সুন্দর নরপতিগণ রথারোহণে কুণ্ডিন নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। সদ্বংশোৎপন্ন সৌন্দর্য্যশালীগণ দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত, বংশ-মর্য্যাদা-রহিত সৌন্দর্য্যহীন বীরগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার নিমিত্ত, অনেকে কৌতুক দর্শন-অভিলাষে ও অনেকে ইহাঁদিগের সেবকরূপে সমাগত হওয়াতে দিক্ সকল জনশূন্য হইল। রাজপথ সৈন্য-সমূহে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইল যে, তাহাতে ঊর্দ্ধ-নিক্ষিপ্ত তিলেরও ভূতল-পতনের স্থান রহিল না। এইরূপ জনাকীর্ণ রাজপথে যে রাজা অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন, তিনিই 'দময়ন্তীকে লাভ করিলাম' বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কোন ভূপতি পূর্ব্ববর্ত্তী জন-সমূহে রুদ্ধপথ ও পরবর্ত্তী দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যন্ত্রস্থিত সর্ষপের স্থান অধিকার করতঃ আপনাকে অকৃত-কার্য্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কুণ্ডিন নগরের পতাকা সকল অগ্র-কম্পনে, জনাকীর্ণ রাজপথে অগ্রপশ্চাৎগমনে অসমর্থ নরপতিগণকে যেন আহ্বান করিতে লাগিল। দ্বীপান্তরীয় নরপতিগণ দ্রুতগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুণ্ডিন নগরে সমাগত হই-লেন। অধিক কি, তৎকালে বায়ু-প্রেরিত তূলরাশির ন্যায় ত্রিভুবনের যুবক সকল কন্দর্প প্রেরিত হইয়া দ্রুতপদে কুণ্ডিন নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবচতুষ্টয় যদিও দূতী-মুখে শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী-প্রাপ্তি-বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি 'দময়ন্তী যদি নল-ভ্রমে আমা-দিগকে বরণ করে' এই ভাবিয়া নল মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমাগত হইলেন।

রাজা ভীম সকলের যথোচিত সম্মাননা করিয়া মনোহর হর্ম্ম্য সমূহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন এবং স্বীয় বদান্যতা প্রভৃতি দ্বারা

তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলে বদান্যতা, সরলতা, দয়া ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রভাবে রাজগণ আপনাদিগের কীর্ত্তি রক্ষা করেন, এজন্য ভীম সার্ব্বভৌম হইলেও সমাগত ভূপতিমণ্ডলীর যথোচিত সমাদর করিলেন। ভীম সকলকে এরূপভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন যে, তিনি কাহাকে কন্যাদান করিবেন, ইহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। যেরূপ অগস্ত্যের পাণিপুটে সমুদ্র অথবা নারায়ণের উদরে নিখিল জগৎ পরিমিত হইয়াছিল, সেইরূপ রাজগণ বহুসংখ্যক হইলেও সেই বিশাল কুণ্ডিন নগরে তাঁহাদের সমাবেশ হইল। বহুদূর হইতে সমাগত নরপতিগণের মধ্যে ভাষার প্রভেদ থাকিলেও সাধারণ সংস্কৃতভাষায় তাঁহাদের আলাপাদি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এইরূপে সে দিবস অতিবাহিত হইল।

পরদিবস ভীম দূত দ্বারা রাজগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলে, তাঁহারা বিবিধ বসন-ভূষণ-বিভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন। নলও সময়োচিত বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজগণের মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল। রাজগণ প্রথমে নলের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দময়ন্তীর বিষয় মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে সে বিস্ময় দূরীভূত হইল। তখন তাঁহারা মনে মনে নলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নল স্বসদৃশ সৌন্দর্য্যশালী নলীভূত দেবচতুষ্টয়কে অবলোকন করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সমাগত পুরূরবা ও কন্দর্প ?" দেবগণ কহিলেন, "তুমি আমাদিগের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যাহা বিবেচনা করিতেছ, আমাদিগের মধ্যে কেহই সেই অশ্বিনীকুমার, কন্দর্প বা পুরূরবা নহে, ইহাই সামান্যতঃ বিদিত থাক। দময়ন্তী এই রাজমণ্ডলীমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমাদিগকে বরণ করিলেও করিতে পারেন, এই দুরাশায় আমরা এই স্থানে আগমন করি-য়াছি।" দেবগণ এইরূপ প্রচ্ছন্ন-পরিচয় প্রদান করিলে নল দময়ন্তী-লাভে ব্যাকুলতাবশতঃ অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদের সমীপস্থিত আসনে উপবেশন করিলেন। রাজগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুমেরু-শিখরস্থিত দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত নারায়ণ, ব্রহ্মা, মহর্ষিগণ, বৃহস্পতি ও শুক্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ও অপ্সরোগণ কৌতুকে নভোমণ্ডলে সমাগত হইয়া স্বয়ম্বরের আড়ম্বর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শুক্র স্বয়ম্বরসভায় সমাগত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া বিস্মিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, "বোধ হয় বিধাতা প্রতিমাসে পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে একস্থানে রাখিয়াছিলেন, পরে তাহা দ্বারা ইঁহাদের বদন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সমস্ত ভূপতি নিজেই রত্নস্বরূপ, সুতরাং ইঁহাদিগের রত্নধারণ বৃথা হইয়াছে; স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধের প্রকাশ নিমিত্ত জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হয় না। যদি অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই নরপতিগণের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সহস্র বৎসরেও পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারেন না। এই সমস্ত ভূপতি বিদ্যমান রহিয়াছেন, এজন্য হরনয়নানলে কন্দর্প ভস্মীভূত হওয়াতেও জগতের কোন হানি হয় নাই, এক বিন্দু সলিল ব্যয়ে সমুদ্র শুষ্ক হয় একথা কেহই বলে না।" শুক্র এইরূপে রাজগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলে তাহা সকলেই অনুমোদন করিলেন।

মহারাজ ভীম 'এই নানাদেশ হইতে সমাগত নরপতিগণের দেববর্ণনীয় বংশ-চরিত্র মানবে কিরূপে দময়ন্তীর নিকট বর্ণন করিবে' এই ভাবিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্ত-কল্পনায় কল্পদ্রুম-স্বরূপ কুলদৈবত নারায়ণের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ভীমের বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া সহাস্যবদনে সরস্বতীকে বলিলেন "বাণি! তুমি স্বয়ম্বর সভায় গমন করিয়া দময়ন্তী-সমীপে রাজগণের বংশ-মর্য্যাদা প্রভৃতি বর্ণন কর। তুমি এই নানাদেশ হইতে সমাগত নরপতিগণের কুল, শীল ও বল অবগত আছ, অতএব এক্ষণে আর মৌনাবলম্বনে থাকিও না। এই স্বয়ম্বর সভায় ত্রিভুবনের পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছেন, এরূপ সভা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই এবং পরে হইবেও না। তুমি রাজগণের গুণ-প্রখ্যাপনচ্ছলে সমবেত পণ্ডিতগণকে উপন্যাস শ্রবণ করাও।" নারায়ণ এই কথা বলিলে সরস্বতী তাঁহার আদেশ দেব-গণের চূড়ামণি-মার্জ্জনাবশিষ্ট-চরণ-ধূলির সহিত মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং বালিকা স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সভামধ্যে অবতীর্ণ হইলেন।

যাঁহার কণ্ঠে গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা অবস্থান করিতেছে, বেদত্রয় ত্রিবলীরূপে অথর্ব্ববেদ উদরস্থিত লোমাবলীরূপে অবস্থিত, ব্যাকরণ যাঁহার কাঞ্চী, মাত্রাবৃত্ত ও বৃত্ত ভুজদ্বয়, ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তক, অনুস্বার ললাট-তিলক, কাপালিক দর্শন মুখ, মীমাংসা উরু, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ শাস্ত্রদ্বয় ওষ্ঠাধর, তর্কবিদ্যা দন্তপংক্তি, পুরাণ পাণিদ্বয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্র যাঁহার কণ্ঠের হার-লতা, স্বর্ণলেখনীসারে যাঁহার অঙ্গুলি, মসীসারে কেশ ও খটিকাসারে হাস্য নির্ম্মিত হইয়াছে, সমস্ত বিজ্ঞান যাঁহার অন্তর এবং সৌত্রান্তিক মত যাঁহার সমস্ত অবয়ব, সেই দেবী সরস্বতী সভামধ্যে অবতীর্ণ হইলে সকলে মাতৃভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। তিনি ভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! আপনি হর্ষের সময়ে বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? আমিই দময়ন্তী সমীপে এই সমস্ত নরপতির বংশ-চরিত্র প্রভৃতি যথাবৎ বর্ণন করিব। মন্দাকিনী যাঁহার দক্ষিণচরণ-সরোজের মকরন্দ-স্বরূপ, সেই ভগবান্ নারায়ণের আদেশক্রমে আমি রাজগণের গুণবর্ণন নিমিত্ত এই সভায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি তাঁহার একজন আদেশ-কারিণী।"

সরস্বতী স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিলে, ভীম শুভসূচক নয়ন-স্পন্দন প্রভৃতিতে তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই নানাদেশাগত ভূপতি সমূহের মধ্যে স্বীয় দুহিতা দময়ন্তীকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তী স্বসদৃশী সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া চতুরঙ্গযানে আরোহণ পূর্ব্বক সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে চামরধারিণীগণ শুভ্রচামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছিল; বিলেপনগন্ধে সমাগত ভ্রমরকুল মধুর শব্দ করিয়া কর্ণোৎপলসমীপে ভ্রমণ করিতেছিল; প্রত্যেক অঙ্গের আভরণে রত্নগ্রথিত থাকাতে দর্শকগণের লোচন কৌতুকে তাহাতে সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। পীত, শুক্ল, রক্ত ও নীলবর্ণ মণিকিরণে গোরোচনা চন্দন, কুঙ্কুম ও কস্তূরী বিলেপনের বিফলতা সাধিত হইতেছিল; এবং তিনি ঈষৎ হাস্য বশতঃ প্রকাশিত দশনশোভায় নক্ষত্র, মুখ-কান্তিতে

শশধর ও কেশে আকাশের শোভা দূরীভূত করিতেছিলেন। দর্শকগণের বিস্ময়-সাগর প্রথমে দাসীগণ দর্শনে উৎপন্ন, পরে সখীগণ দর্শনে বর্দ্ধিত, অনন্তর দময়ন্তী-দর্শনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

সভাস্থিত নরপতিগণ দময়ন্তীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন এবং হর্ষ-গদ্‌গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আমরা লোকমুখে যেরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছি, ইঁহার সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক। ইঁহার বদন উপমান, কলঙ্কী শশধর উপমেয়। বোধ হয় বিধাতা শীতকালে নীলোৎপল-জাল ও বর্ষাকালে খঞ্জনগণকে কোথাও রাখিয়া তাহাদিগের সার লইয়া ইঁহার লোচন-যুগলের শোভা বর্দ্ধন করেন। বিধাতা যে হস্তে এরূপ শিল্প নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি, অথবা ইহা বিধাতৃ-নির্ম্মিত হইলে তাঁহার হস্তাদি সংস্পর্শে মুদিত হইয়া যাইত; অতএব বিধাতার বুদ্ধিতেও এরূপ শিল্প উদিত হয় নাই; নিরবয়ব কন্দর্পই ইহার নির্ম্মাতা; তাঁহাকেই নমস্কার করি। বোধ হয় নির্ম্মাণ-দক্ষ বসন্ত, চম্পক প্রভৃতি কুসুমসমূহ দ্বারা ইঁহার শরীর, মলয় পবনে নিশ্বাস ও কোকিলের পঞ্চমস্বরে ইঁহার বাক্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ, পাতাল হইতে নাগগণ ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে আমরা সমাগত হওয়াতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ত্রিভুবনে ইঁহার সদৃশী সুন্দরী রমণী কেহ নাই। বৃহস্পতিও সুচারুরূপে ইঁহার গুণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না।" রাজগণ এইরূপে দময়ন্তীর লোকাতীত সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

দময়ন্তী সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী তাঁহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! এই সভায় বহুসংখ্যক অমর আগমন করিয়াছেন; শতবর্ষেও পৃথক্ পৃথক্ভাবে ইঁহাদের বর্ণনা করা যায় না। অতএব ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার প্রতি তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়,তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর।" দময়ন্তী অপরাধশঙ্কায় কৃতাঞ্জলি-পুটে দেবগণের নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন; দেবগণতাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে'যাহাকে ইচ্ছা হয় বরণ কর'বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। শিবিকাবাহীগণ শিবিকার অধোদেশে অবস্থান করিতেছিল, এজন্য দময়ন্তীর বিরাগচিহ্ন দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু দেবগণের বিষণ্ণমুখ অবলোকন করিয়া তাঁহাদের প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ বুঝিতে পারিল। পৃথিবীতে বহুসংখ্যক দরিদ্র বিদ্যমানসত্ত্বেও যাহারা নিরর্থক ধনরাশি রক্ষা করে, সেই অতি কৃপণ যক্ষগণ দময়ন্তীকে অতি বদান্য বলিয়া জানিতে পারিয়া লজ্জাবনত-বদনে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর শিবিকা-বাহিগণ আত্ম-বিনাশ শঙ্কায় রাক্ষসগণকে দময়ন্তী অপেক্ষা হীনসৌন্দর্য্য ভাবিয়া বিদ্যাধরগণকে এবং তাঁহা অপেক্ষা কর্কশস্বর বিবেচনা করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে বাসুকির নিকট লইয়া গেল। সরস্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "হে ভৈমি! তুমি যাঁহার শুভ্রকান্তি অবলোকন করিতেছ, ইনি নাগগণের অধিপতি বাসুকি; ইনি ভগবান্ শঙ্করের যজ্ঞোপবীত, কঙ্কণ, জটাজূটবন্ধন ও ধনুর্গুণের স্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার অতি প্রিয়; অতএব তুমি ইঁহাকেই পতিত্বে বরণ কর।" নাগরাজের প্রদীপ্ত ফণা দর্শন করিয়া ভয়ে দময়ন্তীর শরীর কম্পিত ও পুলকিত হইল; তদ্দর্শনে বাসুকির অনুচরগণ "ইনি আমাদের প্রভুকে বরণ করিবেন" ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে বাসুকি

লজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বাসুকিকে লজ্জিত বিলোকন করিয়া অন্যান্য নাগগণও দময়ন্তীর আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্ণচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শিবিকাবাহিগণ তাহাদিগকে অযোগ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে রাজগণের মধ্যে লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, "হে ভীরু! এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ করিয়া এই নরপতিগণকে অবলোকন কর। হে নৃপতিগণ! আপনারাও সম্প্রতি দময়ন্তী-দর্শন পরিত্যাগ করুন; আপনারা ইঁহাকে দেখিতে থাকিলে ইনি লজ্জায় আপনাদিগকে দর্শন করিতে পারিবেন না। অয়ি কমল-লোচনে! ন্যগ্রোধপাদপ স্বীয় সুশীতল ছায়া বিস্তার করিয়া যাহার আতপত্র কার্য্য সম্পাদন করে, ইনি সেই স্বর্গসদৃশ পুষ্করদ্বীপের অধিপতি; ইঁহার নাম সবন। ইনি অত্যন্ত কীর্ত্তিশালী। তুমি ইঁহাকে বরণ করিয়া ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সেই পুষ্করদ্বীপে অবস্থান কর এবং স্বাদূদক সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে জলক্রীড়া কর।" পুষ্কররাজ শৌর্য্যাদিগুণে বিভূষিত হইলেও দময়ন্তী নলানুরাগবশতঃ ভ্রূভঙ্গি দ্বারা তাঁহার অস্বীকার-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। পুষ্কররাজ দময়ন্তীকে লাভ করিতে না পারিয়া ম্লানবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যানবাহিগণ দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া তাঁহাকে অন্য ভূপতিসমীপে লইয়া গেলে সরস্বতী দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই শাকদ্বীপের অধিপতিকে অবলোকন কর; ইনি হব্য নামে খ্যাত। বন্দিগণ যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করিয়া রাজগণের প্রশংসা করে, ইঁহাতে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে যাহার পত্রে হরিদ্বর্ণ হইয়া দিক্ সকল হরিৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, শাকদ্বীপের সেই বিশাল শাকতরু তোমার মনোহরণ করিবে। তাহার পত্র-সঞ্চালিত-সমীরণ তোমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিধান করিবে। শাকদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্র বায়ুবেগে চঞ্চল হইয়াও বেলাভূমিস্থিত কাননের প্রতি-বিম্ব গ্রহণ করিয়া তোমার কটাক্ষ-কান্তির অনুকরণ করিবে এবং তুমি তত্রত্য উদয়াচলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবে। অতএব তুমি ইঁহাকে বরণ

করিয়া সেই সকল সুখসাধন লাভ কর।” দময়ন্তীর চিত্ত নলে অনুরক্ত হইয়াছিল, এজন্য তিনি সেই অশেষগুণ-সম্পন্ন শাকদ্বীপাধিপতিকে বরণ করিলেন না।

অনন্তর শিবিকাবাহকগণ, বায়ু যেরূপ সৌরভকে পদ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, সেইরূপ দময়ন্তীকে শাকদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। সরস্বতী পুনর্ব্বার অন্য নরপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, “দময়ন্তি! দধিমণ্ড সমুদ্র বলয়াকারে যাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে, ইনি সেই ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধীশ্বর; ইঁহার নাম দ্যুতিমান্। ইনি স্বীয় ভুজবলে অনেকবার শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছেন। তুমি ইঁহাকে পতিত্বে বরণ কর। কার্ত্তিকেয় যাহাকে শরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রৌঞ্চপর্ব্বত ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থিত; তুমি তাহাতে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে। হে বৈদর্ভি! ভগবান্ শশাঙ্ক-মৌলি ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীগণের একমাত্র উপাস্য-দেবতা। তথায় যে কুশপত্র দ্বারাও তাঁহার পূজা করে, তাহাকে আর মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তুমি বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া সেই ভগবান্ গিরীশের পূজা করিবে এবং তাঁহার প্রীতি-নিমিত্ত উদয়াচল সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করাইবে।” দৈব প্রতিকূল হইলে পুরুষকার কার্য্য-বৈকল্য-বশত বিফল হইয়া যায়, এজন্য ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বর গুণ-বান্ হইলেও দময়ন্তী তাঁহাকে বরণ করিলেন না।

অনন্তর বাহকগণ তাঁহাকে অন্য নরপতির নিকট লইয়া গেলে সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, “দময়ন্তি! যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে এই কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান্‌কে বরণ কর। তুমি কুশদ্বীপে কুশস্তম্ব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইবে; তাহাদিগের গগনস্পর্শী অগ্রভাগ সকল বায়ুপ্রবাহে চালিত হইয়া মেঘ-জাল বিদীর্ণ করে, তাহাতে মেঘ হইতে জল পতিত হইয়া তাহা-দের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করে। অয়ি চন্দ্রমুখি! ঘৃতসমুদ্রের তটপ্রদেশ নিবিড় কানন সমাকীর্ণ, তুমি সেই ছায়াময় প্রদেশে সুখে বিচরণ করিতে পারিবে। স্বামীর সহিত মন্দরপর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া তাহার শিলা সকল পাদ-পঙ্কজ-স্পর্শে পবিত্র করিবে। তুমি অনায়াসে তাহাতে আরোহণ

করিতে পারিবে। সমুদ্রমন্থন সময়ে বাসুকির শরীর-ঘর্ষণে মন্দর পর্ব্বতের প্রস্তর সকল বলিত হইয়া সোপান-সদৃশ হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে আরোহণ করিতে ক্লেশ হইবে না।” দময়ন্তী এই কুশদ্বীপাধিপতিকে বরণ করিতে সম্মত না হইয়া পাদচালন দ্বারা বাহকগণকে অন্য স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। বাহকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্য নরপতির নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, “হে ভৈমি! তুমি এই সুরা সমুদ্র-বেষ্টিত শাল্মল দ্বীপের অধিপতি বপুষ্মান্‌কে বরণ করিয়া স্বীয় গুণসমূহের সার্থকতা সম্পাদন কর। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। ইঁহার শাণিত কৃপাণ শত্রুর প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয়। অগস্ত্যের সমুদ্র-পান-কালে অন্যান্য পঞ্চ সমুদ্র ভীত হইলেও যে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই, ইঁহাকে বিবাহ করিলে সেই সুরা-সমুদ্রে এই নরপতি ও সখিগণের সহিত মিলিত হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে। প্রসিদ্ধ দ্রোণ পর্ব্বত শাল্মল দ্বীপে অবস্থিত; তত্রত্য ওষধি সকল রজনীতে প্রজ্বলিত হইয়া শাল্মল দ্বীপের দীপ-কার্য্য সম্পন্ন করে, শিখর-সংলগ্ন জলদ-জাল তাহার কজ্জলস্বরূপ। তুমি সেই পর্ব্বতের নিকট ভাগ্য-লভ্য সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে। শাল্মল দ্বীপের চিহ্নস্বরূপ বিশাল শাল্মলি বৃক্ষের তুল-রাশি বায়ু-প্রবাহে পতিত হইয়া, তোমার ক্রীড়া-ভ্রমণকালে পাদবিন্যাসের উপযুক্ত হইবে।” শিবিকা-বাহীগণ বপুষ্মানের প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ-ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অন্য নৃপতির নিকট লইয়া গেল।

সরস্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, “অয়ি গজেন্দ্রগামিনি! তুমি এই প্লক্ষ দ্বীপের অধীশ্বর মেধাতিথিকে পতিত্বে বরণ কর। ইনি অত্যন্ত লোক-রঞ্জক, দিগ্বিজয়ী ও যশস্বী। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে, নারায়ণের সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইবে। সেই দ্বীপে লোকে ভূমণ্ডলের আতপত্রস্বরূপ অতি বিশাল প্লক্ষতরুর লম্বমান শাখাসমূহে দোলা লম্বিত করিয়া ক্রীড়া করে, তদ্দর্শনে তোমারও সেই স্থানে ক্রীড়া করিতে অভিলাষ হইবে। তথাকার লোক সকল চন্দ্রভক্ত; সূর্য্য-ভক্ত লোকে যেরূপ সূর্য্য দর্শন না করিয়া ভোজন করে না, সেইরূপ তাহারাও চন্দ্র দর্শন না করিয়া ভোজন করে না।

এক্ষণে অমাবস্যা তিথিতে তাহারা তোমার বদন সন্দর্শন করিয়া ভোজন করিলেও তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইবে না। সে স্থানের নদীর নাম বিপাশা। বিপাশার উদ্ধত প্রবাহ নাই বলিয়া তথায় সর্ব্বদা কমলফুল উৎপন্ন হয়, তদ্দর্শনে তুমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিবে। হে ভৈমি! আমি ইঁহার চরিত্র আর কি বর্ণন করিব? ইনি সর্ব্ব গুণ-সম্পন্ন নলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। লবণ-সমুদ্র, জম্বু ও প্লক্ষ দ্বীপের মর্য্যাদা-স্বরূপ; নলের কীর্ত্তি-কলাপের ন্যায় ইঁহার কীর্ত্তিকলাপও সমুদ্র-পার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।" দময়ন্তী সরস্বতীবাক্য শ্রবণে মেধাতিথিকে নলস্পর্দ্ধী ভাবিয়া তাঁহার উপর পরুষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাহকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্য ভূপতির নিকট লইয়া গেল।

দময়ন্তী দ্বীপাধিপতিগণের কাহাকেও বরণ করিলেন না অবলোকন করিয়া সরস্বতী বিস্মিত হইলেন এবং মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! তুমি যাহার শিরোরত্ন হইয়া উদিত হইয়াছ, সেই জম্বু দ্বীপের নৃপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। জম্বুদ্বীপ অন্যান্য দ্বীপের অধীশ্বর-স্বরূপ। যে সমস্ত অন্তরীপ চতুর্দ্দিকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারা ইহার পরিজন, সুমেরু কনক-দণ্ডময় আতপত্র ও কৈলাস পর্ব্বতের ধবল কিরণ-জাল ইহার চামর। যাহার বৃহৎ প্রস্তর-সদৃশ ফল সকল অবলোকন করিয়া সিদ্ধস্ত্রীগণ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, "নাথ! হস্তিযূথ কিরূপে এই বৃক্ষে আরোহণ করিল?" সেই রাজজম্বু এই দ্বীপের চিহ্ন-স্বরূপ। যাহার সমস্ত মৃত্তিকা জাম্বুনদ নামে প্রসিদ্ধ, সেই জম্বু নদী ইহার সীমান্ত প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। জম্বুনদী জম্বু ফলের রসে উৎপন্ন, তাহার জল সুধা-সদৃশ। এই জম্বুদ্বীপে অত্যন্ত পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক ভূপতি আছেন। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় নরপতির বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

হে দময়ন্তি! এই অবন্তীরাজ গুণ সমূহের বিশ্রামস্থল ও অত্যন্ত পরাক্রম-শালী। তুমি বোধ হয় ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে যাহার তীর তপস্বিগণের অধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়াছে, সেই সিপ্রা নদীতে আনন্দে ক্রীড়া করিতে পারিবে। এই রাজার রাজধানী

উজ্জয়িনী নগরীতে ভবানী বিরাজিত রহিয়াছেন। তুমি তাঁহার সেবা করিলে, তিনি তোমাকেও আপনার ন্যায় স্বামীর শরীরার্দ্ধভাগিনী করিবেন। তথায় মহাকাল প্রতিষ্ঠিত আছেন।” অশ্রদ্ধায় দর্শন অপেক্ষা অদর্শনই রমণীয়, এজন্য অবন্তিরাজ দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও দময়ন্তী তাঁহাকে বিলোকন করিলেন না। বাহকগণ সম্মুখস্থিত রাজগণের ভূষণমণিতে দময়ন্তীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাঁহার অবন্তীরাজের প্রতি বিরাগ বুঝিতে পারিল এবং তাঁহাকে অবন্তীরাজের নিকট হইতে অন্য ভূপতির সমীপে লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, “অয়ি লজ্জাশীলে! তুমি যদি এই গৌড়রাজের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে ইঙ্গিতে আমাকে জ্ঞাপন কর। ইঁহার যশোজালে চন্দ্রের কিরণ সকল তৃণীকৃত হইয়াছে, এজন্য মৃগ, তৃণ-কবল গ্রহণাভিলাষে সুধা-সমুদ্র শশধরে বাস করে। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে মেঘ-সংস্পৃষ্ট সুমেরু-শিখরের ন্যায় শোভা পাইবে। ইনি যুদ্ধকালে খড়্গাঘাতে বিপক্ষ-মাতঙ্গগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করিলে তত্রস্থ মুক্তাফল সকল ইঁহার ভুজপ্রতাপ-প্রপীড়িত শত্রু রাজলক্ষ্মীর ঘর্ম্ম-বিন্দু-জালের ন্যায় শোভা পায়। কার্য্য-কারণের গুণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইঁহার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়-জনিত প্রতাপ যে দিগন্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে এবং সপ্ততন্তু (১)-জন্মা যশোবস্ত্র যে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য।” চতুরগণ ইঙ্গিতেই মনের ভাব বুঝিতে পারে, এজন্য যানবাহি-গণ এই ভূপতির প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ-ভাব বুঝিতে পারিয়া আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে অন্য স্থানে লইয়া গেল।

সরস্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, “অয়ি সরোজমুখি! তুমি এই সমীপস্থিত রাজাকে সাদরে অবলোকন কর। ইনি মথুরার অধীশ্বর, অত্যন্ত শৌর্য্যশালী, ইঁহার নাম পৃথু। ইঁহার অজাত-শ্মশ্রু বদন-মণ্ডল শশধর অপেক্ষাও রমণীয় দর্শন। হে ভৈমি! তুমি এই ভূপতির হস্তস্থিত মণি বিলোকন কর, ইহা জগৎ-বিজয়ের মহৌষধি ও বিপক্ষ রাজগণের ধূমকেতু-স্বরূপ। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে শ্যামল-সলিলা যমুনায় জলক্রীড়া

(১) সপ্তসংখ্যক সূত্র। পক্ষে যজ্ঞ।

করিতে পারিবে। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতস্থিত কলাপি-কুল সতত সঞ্চরণ করে বলিয়া বৃন্দাবন সর্প-ভয়-শূন্য হইয়াছে, তুমি সেই সুগন্ধি কুসুম-পরিব্যাপ্ত বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। ইনি অতি বদান্য ও এরূপ অদ্বিতীয় বীর যে, শত্রুগণ যুদ্ধ না করিয়াই ইঁহার হস্তে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করে। অতএব তুমি ইঁহাকে বরণ কর।" দময়ন্তী মথুরাধিপের দর্শনে বিরত হইয়া অন্য স্থানে গমন করিবার পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। বাহকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্য নরপতির নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী চঞ্চল-লোচনা দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি খঞ্জনলোচনে! তুমি এই সমীপবর্ত্তী পরম সুন্দর কাশীরাজকে পতিত্বে বরণ কর। যাহা এই সংসার-সমুদ্রের ধর্ম্মনৌকা এবং ভগবান্ ভবানীপতি যাহার নাবিক, সেই কাশী পুরুষপরম্পরায় ইঁহাদিগের বাসস্থান। তথায় গমন করিলে অত্যন্ত পাপশীল মানবগণও পাপ-বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। যিনি উৎপত্তিমাত্র লোকের ভাবী দুঃখ চিন্তা করিয়া রোদন করাতে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই সংসার-সাগর তরণী-রূপা সেই কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কাশী পৃথিবীতে নহে, কাশীবাস স্বর্গবাসস্বরূপ। মুক্তি ভিন্ন স্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি পদ আছে? এজন্য সেই তীর্থে কলেবর ত্যাগ করিলে মুক্তি পদ লাভ হয়। হে দময়ন্তি! সংসার-সমুদ্রের জন্তুগণ কাশী প্রাপ্ত হইয়া শিব-সাযুজ্য লাভ করে। সেই নগরী তারকব্রহ্ম উপদেশে সমর্থ। স্ত্রীপুরুষে কাশীতে যথেচ্ছ বিষয়-সুখ-ভোগ করিয়া অন্তে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সুখ-পরম্পরাযুক্ত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব, তুমি বিদুষী, নিজেই বিবেচনা কর। কাশী অমরাবতী অপেক্ষা কোন অংশে হীনতরা নহে। যাহাতে ভব-ভয় নাশক মোক্ষ-যজ্ঞ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাশীধামে পুণ্যকার্য্য করিয়া ভগবান্ ভবানীপতির প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিবে। এই ভূপতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত। ইঁহার কৃপাণে ভীত হইয়া সমস্ত ভূপতি ইঁহাকে কর দান করে, যদি দৈবাৎ তাহারা কর প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে ইনি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া কর গ্রহণ করেন। এই জগতে

যাহারা কোকিল ও কাককে তুল্যরূপে ফল দান করে, এরূপ বৃক্ষ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু যে কেবল বিবুধগণকে ফলদান করে, সেই কল্পবৃক্ষেরই প্রশংসা করিতে হয়।" এই সময়ে দময়ন্তী অন্য রাজগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাশীরাজের প্রতি স্বীয় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন। অভিমানী কাশীরাজও সেই সভাতে গুণজ্ঞা দময়ন্তী কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া ম্লান-বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী পূর্ব্ব হইতেই নলে অনুরাগিনী ছিলেন, এক্ষণে সভাস্থিত রাজগণকে নল অপেক্ষা অল্প গুণশালী বিলোকন করিয়া তাঁহার সেই অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হইল।

দ্বাদশ সর্গ।

শিবিকাবাহকগণ কাশীরাজের বিষণ্ণ মুখ অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি দময়ন্তীর বিরাগভাব বুঝিতে পারিল এবং "দময়ন্তী শিবিকায় থাকিয়াও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন" এই বলিয়া তাহারা তাঁহাকে অন্যান্য ভূপতি-গণের মধ্যে লইয়া গিয়া সেই স্থানে শিবিকা স্থাপন করিল। সরস্বতী সেই সমস্ত ভূপতির মধ্যে একজনকে নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! তুমি এই স্বর্ণকেতকীতুল্যকান্তি অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণকে বরণ কর। ইনি সূর্য্যবংশীয় ও বয়ঃসন্ধিতে বর্ত্তমান। এই বংশীয় সগরসন্তানগণ সমুদ্রখনন করিয়াছিলেন, ভগীরথ গঙ্গাদ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাবণবধ নিমিত্ত তাহাকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিবেন। এক্ষণে ইহাঁর যশোজালও তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াছে, মহতেরা মহতের নিকটই পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবিগণের বাক্য ইঁহার কীর্ত্তিসমুদ্রে অবগাহন করিতে গিয়া অতলস্পর্শ স্থানে নিমগ্ন হয়। শত্রুগণের কীর্ত্তিঘটিকা ইঁহার গুণগণনার অঙ্কপাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধকালে বন্দিগণ ইহাঁর নাম মন্ত্রপাঠ করিলে শত্রুগণের বাহুসর্প স্তম্ভিত হয়। ইঁহার গুণ অবর্ণনীয়, ইঁহার প্রতাপতপন শত্রুগণের অল্পকীর্ত্তি তারকাগণকে পরাজয়

করিয়াছে এবং সকলের বচনপথ অতিক্রম করিয়াছে। সমুদ্রস্থিত বাড়ব অগ্নি নহে, ইঁহার প্রতাপ-তপনের প্রতিবিম্ব, বোধ হয় সূর্য্য ব্রহ্মার দিন তাদৃশ দীর্ঘ করিতে না পারাতে ইঁহার প্রতাপ-তপনই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। যুদ্ধভূমিতে ইঁহার বাহু-বলার্জ্জিত কীর্ত্তি-গঙ্গার সহিত শক্রগণের অকীর্ত্তি-যমুনা মিলিত হইয়া প্রয়াগস্বরূপ হয়, এজন্য রাজগণ তাহাতে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত নানারূপ সুখ সম্ভোগ করে।

দময়ন্তী সরস্বতী-মুখে মনুবংশজাত ঋতুপর্ণের গুণাবলী শ্রবণ করিয়াও মস্তককম্পনে তাঁহাকে বরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সরস্বতী অন্য ভূপতির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি মৃগাক্ষি! তুমি এই পরমসুন্দর কীর্ত্তিশালী পাণ্ড্যরাজকে পতিত্বে বরণ কর। বিপক্ষ ভূপতিগণ ইঁহার ভয়ে বহুকাল বনে বনে বিচরণ করিয়া অবশেষে বনান্তর ভ্রমে বনীভূত নিজ নগরীতেই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় নিজের বিলাসমন্দিরেই বাস করে। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী. শক্রভূপতিগণ চূড়ামণি-মরীচি দ্বারা ইঁহার পদনখের কান্তিবর্দ্ধন করে। ইঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুবক আর কে আছে? ইঁহার প্রতাপানল বিপক্ষ সেনা তিন্দুকবনে বিশেষরূপে প্রদীপ্ত হয় এবং শিবের তৃতীয়লোচন, সূর্য্য, বহ্নি ও ইন্দ্রেরবজ্র তাহারই স্ফুলিঙ্গরূপে জগতের ক্রোড়ে শোভা পায়।" এই সময়ে দময়ন্তীর অভিপ্রায়জ্ঞা কোন দাসী দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "স্বামিনি! দেখুন দেখুন একটা কাক সুধাধবলিতগৃহের শিখরস্থিত বায়ুসঞ্চালিত পতাকাপ্রান্তে উপবেশন করিবার নিমিত্ত কেমন বারম্বার চেষ্টা করিতেছে।" দাসীর এই অপ্রস্তুত বাক্য শ্রবণে সভাস্থিত সকলে হাস্য করিয়া উঠিল এবং তাহাতে পাণ্ড্যরাজ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

দাসীবাক্যে দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া সরস্বতী কলিঙ্গাধিপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভৈমি! তুমি স্বয়ম্বরোৎসবে সমাগত এই কলিঙ্গরাজকে বরণ কর। বিপক্ষ ভূপতিগণ "এই কলিঙ্গরাজ আসিয়াছেন" এই বাক্য পৌরগণের মুখে শ্রবণ করিয়া ভীতচিত্তে বনে পলায়ন করে, কিন্তু সেস্থানেও নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারে না। শুকপক্ষীগণ "এই কলিঙ্গরাজ আসিয়াছেন" এই বাক্য অভ্যাস পূর্ব্বক অভ্রান্তভাবে পাঠ করিয়া

বনেও তাহাদিগের ভয় উৎপাদন করে, তখন তাহারা স্ব স্ব বণিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হয়। তাহাদিগের বণিতাগণ তাহাদিগের বিরহে অত্যন্ত পরিতাপিত হয়। ভীল্লপত্নীগণ যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমাদের দেশে কি অদ্ভুত বস্তু জন্মে" তাহা হইলে তাহারা "আমাদের দেশে চন্দ্রকিরণ এ স্থানের ন্যায় উত্তপ্ত নহে, তাহা শীতল" এই বলিয়া উত্তর প্রদান করে। হে বৈদর্ভি! তুমি ইঁহা অপেক্ষাও বীরত্বশালিনী, ইনি চাপ, শর ও গুণ প্রভৃতি বহু উপকরণ দ্বারা বিপক্ষ রাজগণকে বশীভূত করেন। তুমি কেবলমাত্র গুণে ইঁহাকে বশীভূত করিয়াছ। যেসকল বিপক্ষভূপতি ইঁহা হইতে ভীত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করে, তাহাদের রমণীগণ পর্ব্বতগহ্বরে দিবাভাগ যাপন করিয়া রাত্রিকালে বহির্গত হয়। তাহাদিগের বালক সকল উদিত শশধরকে রাজহংস-বোধে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া বারম্বার মাতার নিকট প্রার্থনা করে, রমণীগণ চন্দ্র-দানে অসামর্থ্য বশতঃ বালকগণের আগ্রহ শান্তি করিতে না পারিয়া দুঃখে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে থাকে, বহুতর নয়ন জল মিলিত হইলে তাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, বালকগণ সেই প্রতিবিম্ব অবলোকনে 'আমাদের ক্রীড়া-হংস আগমন করিয়াছে' বিবেচনা করিয়া আনন্দে হাস্য করিতে থাকে; তদ্দর্শনে তাহারা আশ্বস্ত হয়। যে সমস্ত শত্রু ভীত হইয়া সংগ্রামস্থল হইতে পলায়ন করে, তাহাদিগের মধ্যে যদি কোন কীর্ত্তিমান্ বীর কোপে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে সম্মুখে আসিলেও বিমুখ হয়; ইঁহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক অবনীতলে পতিত হয়।" অনন্তর দময়ন্তী মুখপদ্মে অঙ্গুলি-নাল অর্পণ করিয়া সঙ্কেতে সরস্বতীকে মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন। বোধ হইল যেন তিনি কলিঙ্গরাজের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বশতঃ মুখে অঙ্গুলিদান করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী দময়ন্তীকে কন্দর্প-তুল্য কান্তিমান্ অন্য নরপতি দর্শন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! এই কাঞ্চীপুররাজ পূর্ব্বে তোমার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বরণ প্রার্থনা করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে বরণ কর। এই নৃপতিকে পতিত্বে বরণ করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। ইনি শত্রুর প্রতি বাণ ক্ষেপণকালে তাহাদিগকে এই

উপদেশ দিয়াছেন যে, 'হে শত্রুগণ! যদি তোমরা আমার সমীপে নম্রভাবে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে ধনুর ন্যায় স্বরাজ্যে স্থিতিলাভ করিবে, অন্যথা, বাণের ন্যায় দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে।' যুদ্ধকালে ইঁহার সিন্দুরদ্যুতি-রমণীয় কৃষ্ণবর্ণ গগনস্পর্শী হস্তিকুল ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইলে বিপক্ষ ক্ষত্রিয়-গণের ভুজবল-সূর্য্য বোধ হয়, সায়ংকাল-ভ্রমে অস্ত গমন করে।" দময়ন্তী কাঞ্চীপুররাজের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া মৃদুহাস্যে তাঁহাকে উপহাস করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী অন্য ভূপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অয়ি এণ-লোচনে! হায়! এই রাজগণের মধ্যে কাহারও প্রতি তোমার দয়া হইতেছে না, তোমার অবজ্ঞায় ইঁহারা লজ্জায় নতমস্তক হইয়া বসিয়া আছেন; তুমি ইঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টি-নিক্ষেপও করিতেছ না! ইহা উচিত নহে। একবার এই নেপালাধিপতিকে অবলোকন কর। ইনি অত্যন্ত লোক-রঞ্জক; এমন কি শত্রুগণের প্রতিও স্বীয় ব্রতভঙ্গ করেন না। শত্রুগণ ইঁহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইলেও ইনি তাহাদিগকে বাণ দ্বারা ছিন্ন করিয়া সরক্ত করেন। পতঙ্গও ইঁহার তেজোদহনে পতিত হইলে পতঙ্গের দশা প্রাপ্ত হন। ইঁহার যুদ্ধ-কৌতুক-দর্শী মানবগণ কি তূণ হইতে উত্তো-লনকালে, কি গুণসন্ধানকালে, কি আকর্ণ-আকর্ষণকালে, কি আকাশে গমনকালে, কি লক্ষ্যবেধসময়ে, কি পৃথিবীতে পতনকালে, কখনই ইঁহার শরজাল অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না; কেবল সংগ্রাম-ভূমি-পতিত শত্রুগণের বক্ষঃ-ছিদ্র-দর্শনে অনুমান করে।" হাসিকা নেপালরাজের প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ বুঝিতে পারিয়া সরস্বতীকে কহিল, "দেবি! আপনি ইঁহার গুণ আর কত বর্ণন করিবেন? বলুন, যে এই প্রভূত জগৎ বর্ত্তমানেও গুণ সকল ইঁহার শরীরে অপ্রশস্ত স্থানের যাতনা ভোগ করিতেছে।" নেপাল-রাজের অনুচরগণ স্বীয় স্বামি-গুণ-বর্ণনে ব্যাঘাত হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "এই সভার কি আশ্চর্য্য নিয়ম! দময়ন্তীর দাসীও যথেচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করিল এবং তাহা অপেক্ষা নীচা এই চেটীও অতিমাত্র প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে।" দর্শক ব্যক্তিগণ সান্ত্বনাবাক্যে তাহাদের কোপ শান্তি করিল।

অনন্তর সরস্বতী কন্দর্পতুল্য অন্য নরপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৈদর্ভি! তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া একবার এই সৌন্দর্য্যের আলয়স্বরূপ মলয়রাজকে অবলোকন কর। পরাজিত বিপক্ষ নৃপতিগণ গর্ব্ববশতঃ ইঁহার শরণাপন্ন না হইয়া বৃথা নিজ শরণে প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা জানে না যে, গিরিদুর্গে আশ্রয় লইলেও ইঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। ইনি এরূপ বদান্য যে, অর্থিগণের রত্নেও উপেক্ষা জন্মিয়াছে, সুতরাং রত্ন সকল এক্ষণে উপবনান্তে সঞ্চিত হইয়া বিদূর পর্ব্বত সদৃশ হইয়াছে; তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে তাহাই তোমার ক্রীড়া-পর্ব্বত হইবে। ইনি অত্যন্ত কীর্ত্তিশালী"। এই সময়ে কোন সখী দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাস্যমুখে সরস্বতীকে কহিল, "দেবি! ভবদীয় মুখে নিজ নিজ বর্ণনপ্রার্থী রাজগণের অধৈর্য্য অবলোকন করুন।" তৎশ্রবণে মলয়রাজের অনুচরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিল, "রে দাসি! দেবী রাজগণের বর্ণন করিতেছেন, তাহার মধ্যে কে তোকে কথা কহিতে বলিল?" অনন্তর মলয়রাজের ভ্রূভঙ্গি অবলোকন করিয়া তাহারা শান্ত হইল।

সরস্বতী অন্য নরপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! তুমি একবার এই মিথিলাধিপতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ইঁহার কীর্ত্তি-কলাপ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, কৈলাস অপেক্ষাও শ্বেততর, সামুদ্রিক শঙ্খের প্রতিবিম্বস্বরূপ, শরৎকালীন জলদপ্রতিম ও ক্ষীর সমুদ্র সদৃশ। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও শরণাগতপালক। ইঁহার বদান্যতায় কল্পবৃক্ষও লজ্জিত হয়।" এই সময়ে কোন বয়স্যা ইঙ্গিতে দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "আমি কি এই ভূপতির গুণবর্ণনে বিঘ্ন জন্মাইব?" তৎশ্রবণে দময়ন্তী হাস্য করিয়া মুখ বিনত করিলে মিথিলারাজের প্রতি তাঁহার বিরাগভাব অনুমিত হইল।

অনন্তর সরস্বতী নৃপান্তর নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! হায়! তুমি এই কামরূপেশ্বরকে দর্শনও করিতেছ না? ইনি কন্দর্প অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালী এবং তোমার সৌন্দর্য্যও জগতে অতুলনীয়; অতএব তুমিই ইঁহার প্রিয়া হইবার উপযুক্ত। ইঁহার ভুজপ্রতাপে শত্রুগৃহে গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে; এজন্য তপস্বিনী শত্রুবধূগণ নয়নোৎ-

পলবাসী জলদ্বারা পানীয়শালা দান করিতেছে। যুদ্ধদর্শী মানবগণ ইঁহার অশ্বখুরোদ্ধত ধূলিজাল অবলোকন করিয়া বিবেচনা করে যে, 'ইঁহার ভুজপ্রতাপানলে শত্রু-আর্দ্রেন্ধন পতিত হওয়াতে ধূম উত্থিত হইতেছে'। শত্রু-রমণীগণ সমরে স্ব স্ব পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়-প্রস্তরে নখাস্ত্র দ্বারা ইঁহার যশঃপ্রশস্তি খোদিত করে।"

তাম্বূল করঙ্ক-বাহিনী দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হস্তে তাম্বূলপাত্র ধারণ পূর্ব্বক ভারতীকে কহিল, "দেবি আপনি ইহা দ্বারা মুখের বহুবর্ণন-জনিত পরিশ্রম অপনোদন করুন"। তৎশ্রবণে সরস্বতী দময়ন্তীকে অন্য নরপতি দর্শন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! এই উৎকলরাজ তোমার মুখচন্দ্র-সন্দর্শনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। উৎকলবাসীগণ ইঁহার গুণে অত্যন্ত অনুরক্ত। তুমি সৌন্দর্য্য-অমৃতের দীর্ঘিকা স্বরূপা; এক্ষণে বিশাল-লোচন-তারাতরঙ্গে ইঁহাকে স্পর্শ কর। ইনি এরূপ দাতা যে, কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ যাচকের অভাবে পরস্পর দুগ্ধ সেচন ও পল্লব দান করিয়া দান-তৃষ্ণা নিবারণ করে। মানী ব্যক্তিগণ পরাজিত হইয়া 'যদি পুনর্ব্বার মুখ দেখাইতে হয়' এই ভয়ে সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করে, অথবা নিবিড় কাননে প্রবেশ করে, এজন্য ইঁহার প্রতাপে পরাজিত হইয়া সূর্য্য যে কোনস্থানে স্থির থাকিতে পারে না এবং দাবাগ্নি যে গহন বনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু যে ইঁহার প্রতাপে পরাজিত হইয়া সহজশত্রু জলের শরণাপন্ন হইয়াছে, সেই বাড়বানলকে ধিক্! যুদ্ধকালে ইঁহার সেনা-গজগণের মদজল-বিন্দু দ্বারা নীহারকাল নির্ম্মিত হইলে প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের হৃদয় কম্পিত হয় এবং তাহাদিগের বনিতাগণের মুখপদ্ম ম্লান হইয়া যায়; অতএব তাহদিগের সেরূপ দুর্দ্দিন না হউক। ইঁহার বাহুকীর্ত্তি সমস্ত জগতে প্রসৃত হইলে ভীত হইয়া কুমুদ রজনীতে নিদ্রাত্যাগ করে, মল্লিকা মালা কামিনীর কেশপাশে লুকায়িত হয় এবং শশধর অমৃতক্ষরণচ্ছলে স্বেদজল বিমোচন করে।" ইহা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী নিষধাধিপতিকে স্মরণ পূর্ব্বক নেত্র নিমীলন করিলেন। বোধ হইল, এই ভূপতির প্রশংসা শ্রবণে হৃদয়ে যে আনন্দ হইল, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহার লোচনদ্বয় যেন অন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর সরস্বতী পুনর্ব্বার অন্য নরপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি সুন্দরি! তুমি একবার কটাক্ষ-নিক্ষেপে এই মগধেশ্বরের বহুকালের অভিলাষ পরিপূর্ণ কর। বোধ হয়, তামসীনিশা ও কালিমা ইঁহার লোকত্রয়ধাবি-যশে ভীত হইয়া চন্দ্রের অঙ্কেও ইঁহার শত্রুগণের মুখে আশ্রয় লইয়াছে। বিধাতার ত্রৈলোক্য-নির্ম্মাণ-কালেও সৌন্দর্য্যভাণ্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়, ইঁহার চরণ হইতে মুখ পর্য্যন্ত শরীর নির্ম্মাণ করিতে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, এজন্য বিধাতা সুলভ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা ইঁহার কেশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহার প্রভূত-পরাক্রমে শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে। ইনি যে তড়াগ খনন করাইয়াছেন, তাহার বিকসিত নীলকমল-নিকরের ক্রোড়ে মরালকুল ক্রীড়া করে, তাহাদের পক্ষাহত-বায়ু-সমুত্থাপিত শব্দায়মান তরঙ্গ সকল সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করে। গ্রীষ্মার্ত্ত পান্থগণ তাহার তীরস্থিত শ্যামল পত্রাবলী বিরাজিত বৃক্ষের তলে পরিশ্রম দূর করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করে। তুমি ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই সরোবরে ক্রীড়া কর। জলক্রীড়াকালে, নাল ত্বদীয় লোচন-প্রতিবিম্ব ও নীলোৎপলের ভেদজ্ঞাপক হউক, তোমার শরীর-প্রতিবিম্ব জলদেবতার স্থান অধিকার করুক এবং ত্বদীয় বদন বিকসিত কমল-রাজ্যে অভিষিক্ত হউক। ইঁহার কীর্ত্তিকলাপে কন্দরাদি সহিত ত্রৈলোক্য শ্বেতবর্ণ হওয়াতে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ কেবল কথা আশ্রয় করিয়াছে। ইনি অত্যন্ত কীর্ত্তিশালী, এজন্য অকীর্ত্তি ইঁহার কথাপথও আশ্রয় করে নাই।"

অনন্তর কোন সখী ইঙ্গিতে দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সরস্বতীকে কহিল, "দেবি! যদিও ইঁহার অকীর্ত্তি শশ-বিষাণ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যমান নাই, তথাপি তাহা আমি এই সভাস্থিত মানবগণের গোচর করিতেছি। ইঁহার অকীর্ত্তি, জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দৃশ্যমান তিমির সদৃশ ও পরার্দ্ধাতিরিক্ত সংখ্যায় গণিত; বন্ধ্যাগর্ভোৎপন্ন মূকগণ কচ্ছপী দুগ্ধজাত সমুদ্র-তীরে সেই সকল অকীর্ত্তি অষ্টম স্বরে গান করে।" সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত নরপতিগণ বিস্মিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। দময়ন্তী, মগধেশ্বর হাস্য করিলেন কি না, দেখিবার নিমিত্ত ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর শিবিকাবাহিগণ দময়ন্তীকে, যে স্থানে নলরূপধারী পঞ্চজন বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে লইয়া গেল। যিনি ত্রিভুবন-বৃত্তান্তে অভিজ্ঞা, সেই সর্ব্বজ্ঞা ভারতী দেবগণের কপটরূপ ও নারায়ণের আদেশ চিন্তা করিয়া দময়ন্তীসমীপে এরূপ ভাবে দেবগণ ও নলের বর্ণন করিলেন যে, এক অর্থে সমুদায় নল-বর্ণন ও অন্য অর্থে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, বরুণ ও নলের স্বরূপ-বর্ণন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দময়ন্তী সকলের তুল্য রূপ দর্শন ও সরস্বতীর শ্লেষবর্ণন শ্রবণ করিয়া নলনিশ্চয়ে অসামর্থ্যবশতঃ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। পঞ্চম ব্যক্তি যে প্রকৃত নল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নলের সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা না হইলে কখনই নলরূপী দেবগণকে ত্যাগ করিতেন না। লোকের অনুরাগের প্রতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মবিপাকই কারণ, এজন্য নল ব্যতীত তৎসদৃশ অন্য ব্যক্তিতে দময়ন্তীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। তৎকালে তাঁহার হংসকে মনে পড়িল, ভাবিলেন, "এই সময়ে যদি হংসকে পাইতাম, তাহা হইলে সে ইঁহাদিগের মধ্যে কে নল, তাহা বলিয়া দিতে পারিত।" অনন্তর 'যদি শরীরগত কোন পার্থক্য থাকে' এই বিবেচনায় অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেককে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'নল কি শরীরব্যূহ ধারণ করিয়া আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন? তিনি নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। অথবা ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি নল, দ্বিতীয় পুরূরবা, তৃতীয় কন্দর্প এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অশ্বিনীকুমারদ্বয়; সকলেই অসীম সৌন্দর্য্যশালী বলিয়া সকলের প্রতিই এইরূপ নল-ভ্রান্তি হইতেছে। কিম্বা আমি বিরহ-ব্যাকুলা হইয়া পূর্ব্বে যেরূপ চতুর্দ্দিক নলময় অবলোকন করিয়াছি, এখনও সেই

রূপ মোহবশতঃ বহু নল অবলোকন করিতেছি, অথবা আমি মোহের বশীভূত হইয়া বৃথা এ সমস্ত আশঙ্কা করিতেছি; দেবী যেরূপ শ্লিষ্টবাক্যে ইঁহাদের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্র, বহ্নি, যম এবং বরুণেরও বর্ণন করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা যে নলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি কিরূপে এই দেবগণের মধ্যস্থিত প্রিয়তম নলকে জানিতে পারিব? আমি কি দেবগণের নিকট 'আপনারা আমাকে নল দান করুন' এই বলিয়া প্রার্থনা করিব? অথবা আমি ত প্রতিদিনই ইঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকি, তাহাতেও যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না, তখন যে কেবল প্রার্থনা করিলেই আমাকে নল দান করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কন্দর্পের শোষণবাণে ইঁহাদিগের কৃপা-সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে, এজন্য ইঁহারা আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইয়াছেন। হে দেবগণ! আপনারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন হইয়াও কিজন্য নলরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক মূর্খরূপ অন্ধকূপে পতিত পুস্তকের ন্যায় পরোপকারব্রত ভঙ্গ করিতেছেন? অথবা দেবগণেরই বা দোষ কি? বিধাতা প্রাণীর ললাটে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অযোগ্য হইলেও যোগ্যকে দূরীভূত করিয়া উদিত হয়; কমলজাল সূর্য্যকিরণে দগ্ধ না হইয়া হিমে দগ্ধ হইয়া থাকে; কেবল যোগ্যতায় কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অতএব আমি নল নিশ্চয় নিমিত্ত যাহা অবলম্বন করিব এরূপ যুক্তি দেখিতে পাইতেছিনা। এক্ষণে আমার যেরূপ দুরদৃষ্ট দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, প্রার্থনা করিলে কল্পদ্রুমেরও পল্লবকর সঙ্কুচিত হয়। তবে কি 'আপনি যাঁহাকে সত্য নল বলিয়া জানেন, তাঁহাকে এই মালা দান করুন' এই বলিয়া দেবীর হস্তে বরণ-মাল্য প্রদান করিব? না; তাহা হইলে দেবীকে দেবগণের বৈরিণী করা হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, তথাপি নিজের সামান্য ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত মিত্র-ক্ষতি করিতে পারিব না। তবে 'যিনি সত্য নল হইবেন, তিনি আমার এই বরণমাল্য গ্রহণ করুন' এই বলিয়া কি ইঁহাদিগের মধ্যে মাল্য নিক্ষেপ করিব? তাহাই বা কিরূপে হইবে? আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া এই সভাজনগণের সমক্ষে কিরূপে এরূপ কথা বলিব?' অন্য

চারি নলের সহিত তুল্যরূপ হইলেও এই পঞ্চমনল কি কারণে মদীয়চিত্ত যেন সুধাসিক্ত করিতেছেন? অথবা ইহা যুক্তি-সঙ্গত; আদিম ও অন্ত্য শব্দের একতা থাকিলেও অন্ত্য শব্দেই অনুপ্রাসের মাধুর্য্য বিশেষরূপে প্রতীত হয়"। দময়ন্তী এইরূপে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক নানা সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিছুতেই নল নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার বদন দুঃখে দিবসীয় সুধাংশুর ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর দময়ন্তী নলপ্রাপ্তি নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক দেবগণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিধাতা দেবপ্রীতিকে মনুষ্যের কামধেনুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ আমাদের কল্পবৃক্ষ, প্রদক্ষিণ তাঁহাদের আলবাল, চন্দন ও ধূপদান জলসেক এবং আমাদের অভিলষিত বিষয়ই মধুর ফল। দময়ন্তী প্রথমে দেবগণের প্রত্যেকের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন, অনন্তর হৃদয়পদ্মে বুদ্ধি দ্বারা আরোপ করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন, পরে সেই সভাজনসমক্ষে নূতন স্তবপ্রসূন-স্তবক দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিলেন। দেবগণ পূর্ব্বেই দময়ন্তীর গুণজালে প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে দময়ন্তীর অল্প স্তবেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন; প্রজ্বলনোম্মুখ হুতাশনকে প্রজ্বলিত করিতে অল্প ফূৎকারেরই প্রয়োজন হয়।

দময়ন্তী দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া সরস্বতীর বর্ণানুযায়ী পঞ্চম ব্যক্তিকে নল বলিয়া জানিতে পারিলেন। দেবগণ প্রসন্ন হইলে, আর কিছু না হউক, বুদ্ধি কার্য্যসাধিকা হয়। তিনি দেখিলেন যে, পৃথিবী স্বীয় স্বামী

নলের প্রতি ভক্তি বশতঃই যেন তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন এবং দেবগণ যেন পরনারীস্পর্শ ভয়েই পৃথিবীস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, দেবগণের লোচনের নিমেষ নাই, শরীরে পার্থিব রেণু সংলগ্ন নাই ও স্বেদ-নির্গম হইতেছে না এবং নলে এ সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে; আরও দেখিলেন যে, দেবগণের কণ্ঠবিলম্বিমাল্য ম্লানিশূন্য, নলেরমাল্য "নল অদ্য আমা অপেক্ষা কোমলাঙ্গী দময়ন্তীকে লাভ করিয়া আমাকে আর আদর করিবেন না" এই চিন্তায় যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং দেবগণের শরীরের ছায়া নাই, নলের ছায়া আছে। এই সমস্ত চিহ্ন অবলোকন করিয়া তাঁহার পঞ্চম ব্যক্তিতে নল নিশ্চয় দৃঢ়ীভূত হইল এবং দেবগণ যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর কুসুমশর দময়ন্তীকে নলকণ্ঠে বরণমাল্যদান করিতে সত্বর করিতে লাগিল, লজ্জাও তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিতে লাগিল। দময়ন্তী তৎকালে কন্দর্প ও লজ্জার বশীভূত হওয়াতে তাঁহার নল-বরণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তুল্যই হইয়াছিল। তিনি নলকে বরণমাল্য দান করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইল না; তিনি পুনর্ব্বার চেষ্টা করিলেন, এবারও লজ্জাবশতঃ তাঁহার হস্ত বিরত হইল। তাঁহার চিত্ত নলে একান্ত অনুরক্ত হইলেও তিনি নলকে কটাক্ষে দর্শন করিতেও সমর্থ হইলেন না, অনন্তর অতি কষ্টে নলকে ঈষৎ অবলোকন করিয়া সরস্বতীর মুখচন্দ্রে অর্দ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সরস্বতী দময়ন্তী অভিপ্রায় অবগত হইয়াও অবিদিতের ন্যায় কহিলেন, "দময়ন্তি! তুমি লজ্জাযবনিকা-আচ্ছাদিত করিয়া যাহার সূচনা করিতেছ, তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।" তৎশ্রবণে দময়ন্তী নলের অর্দ্ধনাম 'ন' উচ্চারণ করিয়া লজ্জায় অপর অর্দ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল অঙ্গুলি দ্বারা অঙ্গুলি পীড়ন করিয়া মস্তক বিনম্র করিলেন। সরস্বতী হাস্য করিয়া করধারণ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে ইন্দ্রের নিকট লইয়া গেলে, দময়ন্তী চমৎকৃত হইয়া হস্ত আকর্ষণ করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন রজ্জুভ্রমে সর্প শরীরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। স্বর্গরাজলক্ষ্মী দময়ন্তীকে

ইন্দ্রের সমীপে গমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে দর্শন করিয়া লজ্জিত হইলেন। অনন্তর সরস্বতী পরিহাস পূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন, ভৈমি! তুমি নলের উদ্দেশে যে নকার উচ্চারণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার নলে অভিলাষ নাই বুঝিতে পারিয়াছি; এক্ষণে কাহাকে বরণ করিবে বল। তখন লজ্জা ও কন্দর্পের যুদ্ধভূমিরূপা দময়ন্তী নয়নভঙ্গি দ্বারা নলকেই নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর সরস্বতী তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক নল ও দেবগণের পথমধ্যে লইয়া গিয়া পরিত্যাগ করিলে, দময়ন্তী লজ্জায় নিশ্চল হইয়া মার্গদেবতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবগণ সরস্বতী ও দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। সরস্বতী অর্দ্ধপথ হইতেই নলকে পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকট যাইবার নিমিত্ত দময়ন্তীকে প্রেরণা করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী সরস্বতীর আদেশ শ্রবণ করিয়াও মন্দ মন্দ গমনে নলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইহা অবলোকন করিয়া সরস্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "অয়ি চন্দ্রবদনে! তুমি ভীতা হইও না। আমি তোমার সখীতুল্য, প্রতারণা পূর্ব্বক তোমাকে ইন্দ্রাদি বরণের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি না। ইঁহাদিগের চরণে প্রণাম না করিয়া ও ইঁহাদিগের অনুমতি না লইয়া তোমার নলকে বরণ করা উচিত নহে। ইঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিলে অমঙ্গল হইবে এই আশঙ্কায় তোমায় ইঁহাদিগের সমীপে লইয়া যাইতেছি"। ইহা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী আশ্বস্ত হইলে সরস্বতী তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক দেবগণের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে কহিলে দময়ন্তী তাঁহার আদেশ অনুসারে দেবগণকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, "হে লোকপালগণ! এই দময়ন্তী আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমতী, ইনি আপনাদিগের নলবরণে অনুমতিরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন; ইনি একভর্তৃকা, এজন্য আপনাদিগের সকলকেই পতিত্বে বরণ করিতে পারিলেন না এবং একের বরণে অন্যের অপমান হইবে ভাবিয়া একজনকেও বরণ করিতে পারিলেন না; এজন্য

আপনাদিগের অংশ-সমষ্টিস্বরূপ এই নরপতি নলকে বরণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। ইনি যে সময়ে মাতৃসেবা করিয়া নিজ মন্দিরে আগমন করেন, তৎকালে ভ্রান্তিদৃষ্ট নলগণের মধ্যে দূতরূপে আগত সত্য নলের কণ্ঠে মাল্যদান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহার স্বয়ম্বর পূর্ব্বেই হইয়াছে। এক্ষণে বৃথা প্রয়াস না করিয়া ইঁহাকে নলবরণে অনুমতি করুন অথবা 'দময়ন্তী ইন্দ্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া নলকে বরণ করিয়াছেন' এই কীর্ত্তি নলকে দান করিবার নিমিত্ত আপনারা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং ভ্রূবিভ্রমে দময়ন্তীকে নলবরণে অনুমতি করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী দময়ন্তীকে নলসমীপে উপস্থাপিত করিলেন। বিষমশর যাহা নলের সম্মুখে আনয়ন করিতে পারে নাই, সরস্বতী লজ্জানিস্পন্দদেহা দময়ন্তীর সেই হস্ত নলের কণ্ঠসমীপে আনয়ন করিলেন। দময়ন্তী দুর্ব্বাঙ্কুরযুক্ত বরণমাল্য নলকণ্ঠে অর্পণ করিলে বোধ হইল, যেন তিনি "আমি তোমাকে বরণ করিলাম" এই অক্ষররাজি লিখিয়া নলকণ্ঠে অর্পণ করিলেন। নলের লোচনদ্বয় আনন্দে বিস্ফারিত হইল, তিনি দময়ন্তীর করস্পর্শে অত্যন্ত সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিত হইলেন। নলের কণ্ঠে বরণমাল্য অর্পিত হইল অবলোকন করিয়া অন্যান্য নরপতিগণ ক্রোধে ও ঈর্ষ্যায় নয়নসঙ্কোচ করিয়া পরাঙ্মুখ হইলেন।

অনন্তর দেবগণ, সম্রাট যেরূপ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা আশ্রয় করে, লোকে যেরূপ যৌবনধ্বংসে জরা আশ্রয় করে, সেইরূপ নলরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তৎকালে ইন্দ্রের লোচন সহস্র, দময়ন্তীর নলস্পর্শ-জনিত সাত্ত্বিকভাব দর্শন করিবার নিমিত্তই যেন অহমহমিকায় প্রাদুর্ভূত হইল। অগ্নি স্বীয় শরীর শিখাবিশিষ্ট করিলেন। যমের দণ্ডপাণি আরক্তনেত্র কৃষ্ণবর্ণ শরীর প্রকটিত হইল; বোধ হইল, তৎকালে নরপতিগণের অন্তঃকরণ অধিকার করিবার নিমিত্ত ক্রোধ কৃষ্ণবর্ণ শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছে। বরুণ স্বীয় পাশহস্ত জলীয়শরীর পরিগ্রহ করিলেন। সরস্বতীও স্বীয় রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দময়ন্তী তাঁহার বীণাদিচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহাকে সরস্বতী বলিয়া জানিতে

পারিলেন এবং পূর্ব্বে শ্লোযোক্তি শ্রবণে যে বিস্ময় তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূরীভূত হইল। সভাস্থিত ভূপতিগণ এই সমস্ত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

ইন্দ্র স্বীয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আনন্দিতচিত্তে দময়ন্তীকে কহিলেন, "দময়ন্তি! বহুতপস্যায় যাঁহাকে লাভ করা যায় না, আমি পূর্ব্বেই সেই নলরূপ বর তোমাকে দান করিয়াছি"। অনন্তর নলকে কহিলেন, "হে নল! তুমি অকপটে আমাদের দূতকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, এজন্য আমি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিতেছি যে, আমি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমার যজ্ঞে হুত দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিব, তাহা অবলোকন করিয়া যজমানগণের মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা সন্দেহ দূরীভূত হইবে। তুমি ও ভৈমী অন্তে হরগৌরী-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে; যদিও তাহা কর্ম্মফল অনুসারে হইয়া থাকে, তথাপি "আমি মরিয়া কি হইব?" এই চিন্তায় প্রাণীগণের অন্তঃকরণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়, বরদানে সেই চিন্তা নিবৃত্ত হওয়াতে মনঃসন্তাপ দূর হইয়া থাকে। তুমি মুমুক্ষু হইলেও কাশীতে সুখসম্ভোগের ব্যাঘাত হয় বলিয়া কাশীর সমীপে অসি নদীর পরতীরে নলপুর নামক নগর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই অতঃপর তোমার রাজধানী হইবে।" অনন্তর দেবগণের মুখস্বরূপ বহ্নি নলকে কহিলেন, "হে নৈষধ! আমার দর্শনেই তোমার অনন্ত সমৃদ্ধি হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলে নিরগ্নিপ্রদেশেও দাহ ও পাকের উপযোগী মদীয় মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে। তুমি যে সকল ভক্ষ্যদ্রব্য পাক করিবে, তাহা অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু হইবে; আমি সূপকারকার্য্যে তোমার বিশেষ কৌতূহল আছে জানি, এজন্য তোমাকে এইরূপ বরদান করিলাম।" পরে যম স্বতঃ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে নল! আমি তোমার দূতকার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এজন্য বরদান করিতেছি যে, মন্ত্র ও দেবতাগণের সহিত সমুদায় শস্ত্র তোমার বশীভূত হইবে; বীরব্রতে দীক্ষিত মানবগণের শস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও তোমার চিত্ত ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইবে না; যিনি বিপদকালেও ধর্ম্মশীল থাকেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তাঁহার করতল-

গত হয়।” অনন্তর বরুণ সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, “হে নল! আমি তোমাকে ভৈমী দান করিয়া তাহার যৌতুক স্বরূপ এই বরদ্বয় দান করিতেছি, তুমি ইচ্ছা করিলে মরুভূমিতেও শীঘ্র জলের আবির্ভাব হইবে এবং ইচ্ছা করিলে মরুভূমি সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ক্রমে-লক নিলয় হইবে; ইহলোকে পঞ্চভূতের মধ্যে জলই জীবন রক্ষার প্রধান হেতু, এজন্য তোমাকে এই বরদান করিলাম। তোমার অঙ্গসংস্পর্শে কুসুম সকল ম্লান হইবে না, প্রত্যুত তাহাদের দিব্য আমোদভর প্রাদুর্ভূত হইবে; পুষ্পতুল্য ধর্ম্ম ও সুখসাধন বস্তু আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।” অনন্তর সরস্বতীও ঈষৎ হাস্য করিয়া নলকে কহিলেন, “হে নল! আমি তোমার বনিতার সখীস্বরূপা, এজন্য যাহা কিছু দান করিতেছি, গ্রহণ কর; মনীষিগণ বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত সামান্য বিষয়ের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। হে রাজন্! যাহার দক্ষিণার্দ্ধে চন্দ্রযুক্ত হইলেও নির্ম্মল পুরুষরূপী শিব, বামার্দ্ধে স্ত্রীরূপা শক্তি; যাহা উভয় আকারের মিলনে সম্পূর্ণ একরূপ; যাহা স্ত্রীপুরুষরূপে দ্বিধাভূত, মদীয় অনুগ্রহে সেই নিরাকার অর্দ্ধনারীশ্বর বাচকমন্ত্রে তোমার সিদ্ধি হউক। তুমি সর্ব্বদা সেই মন্ত্র জপ কর। যে ব্যক্তি পুরশ্চরণ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া এই চিন্তামণি নামক মন্ত্র জপ করে, তাহার সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়। যে সাধক মদীয় হংসবাহিনী যন্ত্রমধ্যস্থিত মন্ত্ররূপিনী মূর্ত্তির ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অনন্যচিত্তে এই মন্ত্রজপ করে, সে বৎসরান্তে যে যে স্ত্রী, বালক ও মূকগণের মস্তকে হস্তার্পণ করে, তাহারাও অকস্মাৎ রসভাবাদিযুক্ত সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারে। হে নৃপতিলক! আমি তোমার চরিত্রস্তাবক কবির কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার মুখনির্গত পুণ্যশ্লোক সমূহ দ্বারা মানবচিত্তের নিরতিশয় হর্ষ বিধান করিব, তাহাতেই তুমি কলিকলুষহারী নারায়ণের ন্যায় পুণ্যশ্লোক হইবে।” অনন্তর তাঁহারা সকলে দময়ন্তীকে কহিলেন, “দময়ন্তি! তুমি ত্রৈলোক্যের শিরোরত্নস্বরূপা। আমরা তোমাকে কি দান করিব? তুমি পতিব্রতা, সুতরাং তোমার দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই; তথাপি বলিতেছি, যে ব্যক্তি তোমার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিতে অভিলাষী হইবে, সে ভস্ম হইবে। তুমি আমাদিগের ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ

অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়াছ, আমাদিগের এই যথেচ্ছ-শরীর-ধারিণী-বিদ্যা তোমার হৃদয়েও স্ফুরিত হইবে।”

নল ও দময়ন্তীকে এই প্রকার বরদান করিয়া দেবগণ সরস্বতীর সহিত আশ্রয় করিলে নরপতিগণও স্ব স্ব শিবিরে গমনোন্মুখ হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের “অশ্ব আনয়ন কর, রথ আনয়ন কর” ইত্যাদি বাক্যে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইলে স্বর্গবাসিগণ দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাহা আরও সান্দ্রতর করিয়া তুলিল। প্রতিকূল ভূপতিগণ বিদ্বেষের বশীভূত হইয়াও নলের কোন দোষকীর্ত্তন করিলেন না; কারণ শত্রু হইলেও লোকে তাহার বর্ত্তমান দোষই প্রকাশ করিয়া থাকে, দোষের অভাব থাকিলে কি প্রকাশ করিবে? নল স্বাভাবিক শূর, তাহাতে ধর্ম্মরাজের বরে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন, এই ভাবিয়া তাঁহারা নলের প্রতি যুদ্ধকরণোপযোগী পরুষবাক্যও প্রয়োগ করিলেন না। দময়ন্তী রাজগণের অবনতবদন ও বিষণ্ণভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কৃপান্বিতা হইলেন এবং পিতাকে বলিয়া তাঁহাদিগকে নিজের অত্যন্ত সৌন্দর্য্যবতী সখীগণ দান করাইলেন। রাজগণ দময়ন্তীকে লাভ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসদৃশী সখীগণকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিলেন। দেবগণ নলকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তাদিকর্ত্তনে যাদৃশ দুঃখ অনুভূত হয়, তাদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন। সরস্বতীও স্বর্গ-গমনকালে বারংবার গ্রীবাদেশ বক্রীভূত করিয়া স্বীয় বিভ্রমের আবাসভূমি দময়ন্তীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজা ভীম কন্যার বিবাহমহোৎসবে আনন্দে তূর্য্যবাদনাদি মঙ্গলকার্য্য করাইতে লাগিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন ইন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।

পঞ্চদশ সর্গ।

দেবগণ ও অন্যান্য ভূপতিগণ প্রস্থান করিলে নলও বন্দিগণের উপরে প্রচুর ধনবর্ষণ করিতে করিতে স্বশিবিরে আগমন করিলেন। তৎকালে তিনি এত ধনদান করিয়াছিলেন যে, বন্দিগণ অবশেষে বহন করিতে না পারিয়া তৃণের ন্যায় রত্ন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল; সাধারণ লোকে বহুকাল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত রত্নজাল সংগ্রহ করিয়াছিল। বিদর্ভরাজও উত্তম জামাতৃলাভে আনন্দিত হইয়া দময়ন্তীর সহিত অবরোধে প্রবেশ করিলেন এবং দময়ন্তী 'অন্যকে বরণ করিলেও করিতে পারেন' এই সন্দেহে পত্নীকে কহিলেন, "অয়ি উৎসুকে! নল আমাদের জামাতা হইয়াছেন। সৌন্দর্য্যে কন্দর্প তাঁহার পক্ষে তৃণতুল্য; তিনি আমাদিগের অপেক্ষাও মহাকুলীন। বরসমূহের মধ্যে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন বর নিশ্চয় করিতে কেবল তোমার কন্যাই সমর্থা হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা স্ত্রীজনোচিত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান কর; আমরাও শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত কার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করি।" এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর জ্যোতিষিকগণ তাঁহাকে বৈবাহিক শুভমুহূর্ত্ত জ্ঞাপন করিলে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই নলকে ভৈমীদান করিতে অভিলাষী হইয়া তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিবাহকাল সন্নিহিত হইল; তখন তিনি দূত দ্বারা নলকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'আপনি এস্থানে আগমন পূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের বংশ গৌরবান্বিত করুন।' নল সেই দূতকে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিয়া কহিলেন, "আমি সত্বর যাইয়া আমার শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিব।" ভীম দূতমুখে নলবাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে, নিশাবসানে কক্কুটের রব আকর্ণন করিয়া চক্রবাক যেরূপ সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ নলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে চিত্রাদিকর্ম্মকুশলা কোন কোন রমণী সাহঙ্কারে আলেপনাদি কার্য্য করিতে লাগিল, কেহ বা বহ্নিতাপভয়ে উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া অপূপাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পুরবাসিগণ আনন্দে প্রফুল্ল-বদন হইল। গৃহদ্বার সকল বিবিধ মুক্তামণিমালায় বিশোভিত হইল। পুরমার্গ সকল বস্ত্রনির্ম্মিত সুগন্ধিদ্রব্য লিপ্ত আকালিক কুসুমমালায় বিভূষিত হইয়া মধুকরগণেরও ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। পৌর ও জানপদবর্গ বিবিধ বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। কাংস্যতাল বংশী ও মুরজাদি বাদ্য সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। জনগণের কোলাহল নানাবিধ বাদিত্র শব্দে বর্দ্ধিত ও সমুদ্র-প্রবাহের প্রতিশব্দে পরিপুষ্ট হইয়া দিক্‌প্রান্তবর্ত্তী হস্তিগণের কর্ণবিবর পীড়িত করিতে লাগিল।

অনন্তর পুরন্ধ্রীবর্গ নানাবর্ণ-নির্ম্মিত স্বস্তিক ও সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল-বিশোভিত বেদিমধ্যে দময়ন্তীকে উপবেশন করাইলেন এবং মঙ্গলগান পূর্ব্বক হেমকুম্ভ উত্তোলন করিয়া কুলাচার ক্রমে স্নান করাইতে লাগিলেন। স্নানান্তে দময়ন্তী ক্ষৌমাম্বর পরিধান করিয়া বর্ষা ও শরৎকালের সন্ধির নভোমণ্ডলের ন্যায় কমনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন; পূর্ব্বে তাঁহার জলবর্ষী নিবিড় চিকুরজাল ঘনস্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষৌমাম্বর চন্দ্রিকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সকল কলাকুশলা সখীগণ সেই বেদি মধ্যস্থিতা দময়ন্তীকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিল; ভূষণ ব্যতীতও যাঁহার সৌন্দর্য্যের অবধি নাই, ভূষণে তাঁহার কি সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইবে? প্রত্যুত তিনিই ভূষণকে বিভূষিত করিলেন। তাঁহার ললাটস্থিত সুবর্ণপট্টিকা অবলোকনে বোধ হইল যে, বিদ্যুৎ তাঁহার মুখেন্দু-সংস্রবে সুধাপান করিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার লোচনের অপাঙ্গদেশস্পর্শী কজ্জলরেখা অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন যৌবনশ্রী তাঁহার নয়নদ্বয়কে শৈশবাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত রেখাপাত করিয়াছে। বিধাতা দময়ন্তীর অঞ্জনযুক্ত নেত্রদ্বয়ের সাদৃশ্য লাভের অপরাধে নখদ্বারা কৃষ্ণসারের নয়নদ্বয় যে উৎপাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার নয়ন সমীপবর্ত্তী ক্ষত দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। দময়ন্তীর হস্ত শঙ্খবলয়ে বিভূষিত হওয়াতে বোধ হইল যে, মৃণাল কোমলত্ব শিক্ষা করিবার নিমিত্ত

তাঁহার হস্তদ্বয়ের সেবা করিতেছে। গঙ্গা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রয়াগাদি তীর্থবিশেষে যেরূপ অতিশ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, দময়ন্তীর স্বাভাবিক সুষমাও সেইরূপ বিশিষ্ট ভূষণনিকর দ্বারা অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। প্রসাধন-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে দময়ন্তী লজ্জাবনম্রা হইয়া পিতা মাতা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কেহ "সুভগা হও," কেহ "চিরকাল সধবা থাক," কেহবা "তোমার আটটী পুত্র হউক" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রসাধননিপুণ অনুজীবিগণ সেই সময়ে নিজ প্রভু নলেরও বিবাহকালোচিত বিভূষণ রচনা করিতে লাগিল। নলের মস্তকে মহার্হ-মাণিক্যাদি-রত্নময় মুকুট শোভা পাইতে লাগিল, বোধ হইল, তিনি যাচক-গণের পক্ষে কল্পদ্রুম বলিয়া মনোহর রত্নাঙ্কুর সকল উদ্গীরণ করিতেছেন। কর বৈবাহিকসূত্রে মণ্ডিত হইয়া আলবালযুক্ত কল্পবৃক্ষের শোভা ধারণ করিল। বাহুদ্বয়ে শুক্ল ও রক্তবর্ণ অঙ্গদদ্বয় যেন কীর্ত্তি ও প্রতাপ বিস্তার করিতে লাগিল, তৎকালে যে কেবল লোকে তাঁহার আভরণশোভা দেখিতে লাগিল, তাহা নহে, অচেতন আভরণ সকলও রত্ননয়নে পরস্পরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। অলঙ্করণক্রিয়া সমাপ্ত হইলে নল বার্ষ্ণেয়কে রথ আনয়ন করিতে বলিলেন, বার্ষ্ণেয় আদেশসমকালেই রথ উপস্থাপিত করিলে তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন।

কুণ্ডিননগরে পুরনারীগণ বরদর্শনার্থে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথ বিশোভিত করিল। "এই নল আগমন করিতেছেন" এই বলিয়া কোন রমণী বেগে অঙ্কস্থিত হস্ত উত্তোলন করিয়া সখীকে দেখাইতে লাগিল; তৎকালে তাহার হস্তের কঙ্কণ কোটিতে সংলগ্ন মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া স্খলিত মুক্তাজাল দ্বারা লাজবর্ষণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিল। নলের বিবাহ যাত্রাকালে পুরনারীগণ মঙ্গলদ্রব্য হইয়াছিল; তাহাদের নখ দর্পণ, মুখ পদ্ম, হাস্য পুষ্প, বাক্য মধু ও পাণি পল্লবরূপে শোভা পাইতে লাগিল। কোন রমণী অন্যমনস্কতাবশতঃ তাম্বূলভ্রমে হস্তস্থিত কমল মুখে নিক্ষেপ করিল। কেহবা সহচরীর "তোমার ভূষণ পতিত হইয়াছে, তোমার ভূষণ পতিত হইয়াছে," এইরূপ বাক্য ও করতাড়নায় সংজ্ঞালাভ করিয়া ভূষণ-

সংগ্রহে তৎপরা হইল। কেহ কেহ কহিতে লাগিল, "সুদ্যুম্ন নরপতি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই উর্ব্বশীপ্রিয় পুরূরবা ইঁহার সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইয়াছেন; কন্দর্পও হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাঁহার শূন্য সিংহাসন বিভূষিত করিবার নিমিত্ত বিধাতা ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলেও দময়ন্তী ইঁহার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দময়ন্তী ইঁহাকে বরণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ কেন তাঁহার নিমিত্ত ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন না? তাঁহাদিগের এরূপ লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই উচিত ছিল। হায়! ইন্দ্র এক্ষণে কিরূপে শচীর নিকট মুখ দেখাইবেন? হে সখীগণ! দময়ন্তীসমীপে আনন্দ অপেক্ষা কীর্ত্তি প্রশস্যতরা, এজন্য তিনি ইন্দ্রের দ্বিতীয় শচী হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছেন যে, কোন কবি শচীর চরিত্র বর্ণন করিবে না, কিন্তু নলকে বরণ করিলে তিনি পুণ্যশ্লোক বলিয়া সকলে তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিবে, তৎপ্রসঙ্গে স্বীয় যে কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে, তাহা স্বর্গসুখ অপেক্ষাও শ্রেয়সী, এই বিবেচনায় তিনি বাসবকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে বরণ করিয়াছেন। যিনি তপোবলে স্বর্গের চক্র-বর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই বাসবও যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই দময়ন্তী অদ্য অবনী-কন্দর্প নলের সহিত মিলিত হইয়া সৌন্দর্য্যের অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করুন।" পুরনারীগণ নলদর্শনে আনন্দিত হইয়া পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ।

নল রথারোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিত গৌতমকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রথিগণের সহিত ভীমভবন উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। হরিণলোচনা চামরধারিণীগণ শশধর-ধবল চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল; বোধ হইল যে, তাঁহার অবদাত গুণ সকল প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার

সেবা করিতেছে। তৎকালে মহার্হবসন-ভূষণ-বিভূষিত সেনাগণ তাঁহার পুরোগামী হওয়াতে বাসবের সুনাসীর সংজ্ঞা কেবল রূঢ় হইয়াছিল। অনুগামী ভূপতিগণের মুকুটরত্নে, রজনীর অন্ধকার দূরীকরণার্থ প্রজ্বালিত দীপনিকর ক্ষীণপ্রভ হইল। বিদর্ভরাজ নলের আহ্বানার্থ যে সমস্ত ভূপতিকে দূতরূপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তাহারাও আসিয়া নলের সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

এইরূপে গমন করিয়া নল ভীমের প্রতীহার-ভূমি নয়নগোচর করিলেন; তথায় দ্বারে নিবদ্ধ হস্তিকুল কর্ণ সঞ্চালনপূর্ব্বক যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছিল এবং উভয়পার্শ্বস্থিত কদলীতরু সমীরণভরে সঞ্চালিত হইয়া যেন তাঁহাকে কুশলপ্রশ্ন করিতেছিল। নল ও ভীমের সৈন্যগণ সেই দ্বার-ভূমিতে মিলিত হইয়া স্ব স্ব প্রভুর নিষেধ বশতঃ স্বাভাবিক জিগীষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; তৎকালে তাহাদের আনন্দসূচক বাক্যে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। ভীমতনয় দম পূর্ব্বে বান্ধবগণকে নলের সম্মান করণার্থে প্রেরণ করিয়া পরে স্বয়ং সমাগত হইলেন এবং বিনীতভাবে অবস্থিত নলকে রথ হইতে অবরোপণ করিয়া স্বয়ং পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশিত করিলেন।

রাজা ভীম জামাতাকে সমাগত অবলোকন করিয়া হর্ষভরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে, সমুদ্র গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর স্বীয় কমনীয়-কান্তি-কন্যা তাঁহাকে যথাশাস্ত্র দান করিলেন। পরিণয়-বিধি সমাপ্ত হইলে বিদর্ভেশ্বর জামাতাকে কামদ চিন্তামণি-মালা, ভবানীর অসুরনাশক খড়্গ-সদৃশ খড়্গ, যমজিহ্বা-সদৃশী ছুরিকা, দূতী প্রেরণ সময়ে বহ্নি যাহা উপায়নরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বত্র তুল্যগামী রথ, বরুণের প্রেরিত উচ্চৈঃশ্রবঃ-সদৃশ অশ্ব, ইন্দ্র প্রেরিত মাণিক্যময় নিষ্ঠীবনাধার, ময়দানবদত্ত হরিণ্মণিনির্ম্মিত বিশাল ভোজনপাত্র, ঐরাবতসদৃশ গজ ও অন্যান্য বহুতর যৌতুক প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে যে অগ্নি বাম হওয়াতে দময়ন্তী স্তবাদিদ্বারা প্রসন্ন করিয়া দক্ষিণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে নল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। বৈবাহিকবিধি সমাপ্ত হইলে নল দময়ন্তীর সহিত বহুগবাক্ষ-সমন্বিত রমণীয় কৌতুকাগারে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কন্যাযাত্রিকগণ বরযাত্রিকগণের সহিত বিবিধ হাস্ত পরিহাস করিতে লাগিল। কোন বরযাত্রিক নরপতি হরিন্মণিনির্ম্মিত ভোজন-পাত্রে আহার সময়ে তাহার কিরণে শাকভ্রান্তি বশতঃ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে কোন কন্যাযাত্রিক তাঁহার সংশয় অপনোদন করিলে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। পরিবেশনকালে পরমান্নের উপরে ধারাপ্রবাহরূপ ঘৃত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া উভয়পার্শ্বস্থিত পরমান্ন ঘৃতকুল্যার সৈকত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; মনুষ্যগণ যদিও অমৃত পান করে নাই, তথাপি বোধ হয় ঘৃত অমৃত অপেক্ষা অধিক মধুর, এজন্য দেবগণ অমৃতপায়ী হইয়াও অগ্নিদুর্গন্ধীকৃত ঘৃতপানে অভিলাষ করেন। সূপকারগণের পাকনৈপুণ্য বরযাত্রিকগণের আমিষে নিরামিষ ও নিরামিষে আমিষ ভ্রম হইতে লাগিল। কেহ কেহ তুষার-শীতল অগুরুগন্ধযুক্ত বারি যথেচ্ছ পান করিয়া বারম্বার কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! তুমি যে অমৃততুল্য ও প্রাণধারণ-হেতু সলিলের অমৃত ও জীবন-সংজ্ঞা করিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু ইহার সর্ব্বতোমুখ সংজ্ঞা বৃথা হইয়াছে, কেননা তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে মুখ করা উচিত ছিল, নচেৎ আমরা একমুখে ইহাকে পান করিয়া কিরূপে তৃপ্তি অনুভব করিব?" ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে বিদর্ভরাজ প্রত্যেককে বহুমূল্য রত্নজাত প্রদান করিলেন। বরযাত্রিকগণ এইরূপে ভোজনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ছয় দিবস ভীমভবনে অবস্থান করিলেন।

নলও ছয় দিবস বিদর্ভরাজনিলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক সপ্তম দিনে দময়ন্তীর সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বভবন উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সারথি বাষ্ণেয় অশ্বচালনা করিতে লাগিল। কন্যা ও জামাতা বিদায় গ্রহণ করিলে ভীম ও তাঁহার মহিষী সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতার নিমিত্ত যেরূপ বিষণ্ণ হইলেন, চিরপ্রতিপালিতা দুহিতার জন্য সেরূপ হইলেন না। তড়াগ-কল্লোল যেরূপ তট পর্য্যন্ত বায়ুর অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ মহারাজ বিদর্ভেশ্বর স্বীয় নগরীর প্রান্ত পর্য্যন্ত নলের অনুগমন করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে নলকে প্রীত করিয়া তাঁহার নমস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আগমনকালে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দময়ন্তীকে

কহিলেন, "বৎসে! এতদিন পিতৃসেবা তোমার ধর্ম্ম ছিল, পিতার সন্তোষই পরমধন ছিল। এক্ষণে আমি আর তোমার কেহ নহি। নলই তোমার নিখিল অভীষ্ট বিষয়।" দময়ন্তী বহুকালে পিতৃবিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু নলের প্রণয়-বারিধিতেও তাঁহার মাতৃবিয়োগ-দুঃখ বাড়বানল শান্ত হইল না।

অনন্তর নল বহুমার্গ অতিক্রম করিয়া স্বীয়রাজধানী নয়নগোচর করিলেন। বোধ হইল যেন নগরী তোরণবিলম্বিত ইন্দ্রনীল-মণিজালে বিভূষিত হইয়া প্রাসাদশিখর গ্রীবা উন্নত করতঃ নিজ প্রিয়ের আগমন দর্শন করিতেছে। নল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে পুরবাসীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বহির্গত হইল। মন্ত্রিগণ পুরোগামী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট নিজ স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত বর্ণন ও নিজ রাজ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কুমারীগণ আগমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। পুরনারীগণ অট্টালিকা-শিখরস্থিত গৃহের গবাক্ষ দ্বারা নবোঢ়া দময়ন্তীর রূপলাবণ্য দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর নিষধেশ্বর দময়ন্তীনিমিত্ত নির্ম্মিত নূতন অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে পুররমণীগণ লাজবর্ষণ করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন স্বর্গ হইতে অপ্সরোগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

সপ্তদশ সর্গ।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সমাপ্ত হইলে ইন্দ্রাদিদেবগণ পৃথিবীতে আগমনের শ্রম বৃথা হইল ভাবিয়া সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় যথাগত প্রস্থান করিলেন।

বিদ্যাকে সৎ শিষ্যে প্রদান করিলে যেরূপ অনুতপ্ত হইতে হয় না, সেইরূপ দময়ন্তী তাঁহাদের মনোহারিণী হইলেও নলকে প্রদান করিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইলেন না। দেবগণ স্ব স্ব কামগামীরথে আরোহণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথ সকল বায়ুবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহারা অতি দূরবর্ত্তী হইলে তাঁহাদিগের অন্য ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্‌ভূত অণিমাই যেন স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে জলদজাল ধ্বজাগ্রমিলিত বিদ্যুৎ দ্বারা পতাকাশোভা সম্পাদন করিতে লাগিল; ইন্দ্রচাপ ক্ষণকাল সমীপবর্ত্তী জলধর সমূহের ভূষণস্বরূপ হইল; বজ্রও ঘনসলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; বোধ হয় সেই সময় হইতেই মেঘসকল বজ্রযুক্ত হইয়াছে। সরস্বতী বীণাবাদন করিয়া দেবগণের কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গমন করিতে করিতে দেবগণ অবলোকন করিলেন যে, কতিপয় ব্যক্তি আগমন করিতেছে; নির্লজ্জ, নির্ভয়, পামর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ যাহার পার্শ্বচর, যে সর্ব্বজন বিজয়ী, যে ললনা-শায়কে ঈশ্বরসৃষ্ট নিখিল জগৎ পরিতপ্ত করে, সেই কন্দর্প তাহাদের পুরঃসর হইয়াছে। কন্দর্পকে অবলোকন করিয়া দেবগণের নলদর্শন-প্রীতলোচনের স্ববৈদ্য-দুশ্চিকিৎস্য বিরাগভাব পরিলক্ষিত হইল। অনন্তর দেখিলেন যাহার প্রভাবে বাহ্য ও অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়গণের অজ্ঞান বিকাশ পায়, যে কন্দর্পজয়ে কুপিত মহাদেবকে পরাভূত করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে, যে রুদ্ররূপী দুর্ব্বাসার দুর্গম হৃদয়দুর্গ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সপ্তলোক শাপাগ্নিতে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, যে কন্দর্পশায়কে পীড়িত হয় না, যাহার সেবকগণ ভ্রূকুটী করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস করে এবং নয়ন অরুণবর্ণ করিয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করে, সেই ক্রোধ আগমন করিতেছে; তাহার শরীর কম্পমান, উত্থানশীল ও রক্তবর্ণ; সে সম্মুখে যাহা পাইতেছে তাহাই দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। পুরে দেখিলেন, যে প্রার্থনা নিমিত্ত ধনবানের নিকট হস্তদ্বয় বিস্তার করতঃ প্রার্থনা-ভঙ্গভয়ে স্বীয় অভিপ্রায় বাক্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া ইঙ্গিতে

ব্যক্ত করে; যাহার সেবকগণ প্রায়ই দীন, তস্কর, অপরিমিত আহারনিবন্ধন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, অপরকে ভোজন করিতে দেখিলে সমস্ত ভোজন করিল বলিয়া বিবেচনা করে এবং কে কি দ্রব্য আহার করিতেছে দর্শন করে; যাহার প্রভাবে ধনিগণ দান করে না, নির্ধন লোকে স্নেহ ও অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিজ স্ত্রী পুত্র ধনবানের নিকট বিক্রয় করে; যে নিজে পঞ্চ মহাপাতকের আশ্রয়, এজন্য এক অথবা দুই মহাপাতকের কারণ ক্রোধ ও কামকে তৃণতুল্য বোধ করে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় আশ্রয় হইলেও অনেক সময় রসনা অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই ক্রোধ আগমন করিতেছে। অনন্তর যে পিতা মাতা প্রভৃতির সদুপদেশ শ্রবণ করে না, যে অন্যান্য বিষয় সত্ত্বেও রঞ্জিত অপ্রামাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে না, যাহার সেবকগণ মূর্খ ও বিলাসী এবং স্ত্রী পুত্রাদিরূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও সংসার-সমুদ্র-তারক ঈশ্বরের স্মরণ করে না, যে মুক্তিপ্রদ-জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বামিত্র প্রভৃতির উজ্জ্বল অন্তঃকরণ কজ্জলবৎ মলিন করিয়াছে, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীগণ গৃহস্থের ন্যায় ক্রোধ, লোভ ও কাম যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, যে সাবধানগণেরও অবিবেকস্বরূপ, চক্ষুষ্মান্‌গণের অন্ধতা, বেদাধিগম সত্ত্বেও অজ্ঞানরূপ জড়তা, আলোকে ও অন্ধকারস্বরূপ, সেই অজ্ঞানময় মোহ দেবগণের নয়নপথের অতিথি হইল। তাঁহারা পূর্ব্বপরিচয়বশতঃ কামাদিকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু পাপকঞ্চুকে শিখা পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ অপর কয়েকজনকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিলেন না।

ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের মধ্য হইতে এক নাস্তিক কর্কশবাক্যে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির নিন্দা করিতে লাগিল। দেবগণ সেই নাস্তিকের মর্ম্মভেদী বাক্যে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং যুক্তিবলে তাহার নাস্তিক্যমত খণ্ডন করিয়া দিলেন। চার্ব্বাক দেবগণের ক্রোধ অবলোকনে ভীত ও স্তব্ধ হইয়া কহিল, "হে দেবগণ! আমি পরাধীন, এজন্য অপরাধী নহি; আমি কলির স্তুতিপাঠক, সুতরাং যাহা তাহার প্রিয়, তাহাই বলিতে হয়, না বলিলে দণ্ডিত হইতে হয়; অতএব আপনারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না।" চার্ব্বাক এই বলিয়া বিরত হইল। অনন্তর দেবগণ সম্মুখে রথস্থিত দ্বাপর ও কলিকে নয়নগোচর করিলেন। কলিও

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মূর্ত্তিমান পাপে পরিবৃত হইয়া নারকীর ন্যায়, অপূর্ব্ব শোভা-সম্পন্ন দেবগণকে দর্শন করিতে লাগিল। সে যদিও পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের দর্শনে তেজঃ দূরীভূত হওয়াতে অবজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। ব্রাহ্মণ যেরূপ মদিরাসক্ত চণ্ডালের সহিত আলাপ করিতে কিম্বা তাহাকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিতেও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, দেবগণও সেইরূপ কলিকে দর্শন করিতে ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে সবিভ্রমে তাঁহাদিগের সমীপে আগমন করিয়া কহিল, "হে বাসব! তোমার কুশল ত? হে অনল! তোমার চিত্তের ক্লেশ নাই ত? হে সখে যম! তুমি সুখে আছ ত? হে বরুণ! তুমি আনন্দে কালযাপন করিতেছ ত? আমরা স্বয়ং-বরোৎসবে দময়ন্তীকে বরণ করিবার নিমিত্ত যাইতেছি। এক্ষণে আদেশ কর আমরা তথায় গমন করি।"

দেবগণ অকারণে অত্যন্ত গর্ব্বিত কলিকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করত 'এ স্বয়ম্বরের কথা কি বলিতেছে' এই ভাবিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং 'এই পাপিষ্ঠের সহিত কিরূপে আলাপ করিব' ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন, "হে কলে! বিধাতা তোমাকে নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি 'আমি স্বয়ম্বরে গমন করিতেছি' এরূপ বাক্য পুনর্ব্বার বলিও না। তুমি ব্রতভঙ্গ করিয়াছ শ্রবণ করিলে বিধাতা তোমাকে গুরুদ্রোহী পুত্র বলিয়া জানিবেন। অথবা তিনি জানিলেই বা তোমার ক্ষতি কি? তোমার কামক্রোধাদি সেবকগণও বিধাতার আদেশ লঙ্ঘন করে, সুতরাং তুমি যে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? একজন ব্যতীত সমস্ত ত্রিলোকী-যুবকের গর্ব্বনাশক এবং আমাদিগের আগমনের অপাদানকারক সেই স্বয়ম্বর অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমরা কৌতুক দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলাম। বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ অনুরক্ত হইলেও দময়ন্তী তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সার্ব্বভৌম নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তিনি নাগগণকে বিরূপ, অন্য পার্থিবগণকে চাপল্য ও নির্গুণত্বহেতু বানর এবং অচতুর বলিয়া দেবগণকে পামর বিবেচনা করিয়া নলকেই গুণোজ্জ্বল স্থির করিয়াছেন।

কলি দেবগণের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে প্রলয়কালীন রুদ্রতুল্য হইয়া কহিতে

লাগিল, "হে দেবগণ! ব্রহ্মা গায়ত্রী প্রভৃতির সহিত সুখে বিহার করুন, তোমরাও রম্ভা প্রভৃতি স্ত্রীগণের সহিত স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর, কেবল কলি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুক; অধিক কি, আমি যদি পরলোকগত হই, তাহা হইলে তোমাদের আরও প্রীতি হয়, তোমাদের এ নিয়ম অতি চমৎকার। তোমরা অন্যকে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান কর, কিন্তু নিজে যে পাপকার্য্য কর, তাহা শ্রবণ করিতে কর্ণেরও ভয় হয়। স্বয়ম্বরে নল পৃথিবীর লক্ষ্মীভূতা দময়ন্তীকে লাভ করিয়াছে এবং তোমরাও ত্রিলোকীর সমস্ত লজ্জা লাভ করিয়াছ, অতএব নলের ও তোমাদিগের লাভ তুল্যই হইয়াছে। এই নিমিত্ত দূর হইতে আমাদিগকে দর্শন করিয়া লজ্জায় মুখ দেখাইতে না পারিয়া বিমুখ হইয়াছিলে। তোমরা নলবরণ অবলোকন করিয়াও কেন উদাসীন হইয়াছিলে? ক্রোধোদ্দীপ্ত লোচনে সেই তোমাদের অনাদর-কারিণী দময়ন্তীকে ভস্মসাৎ করিলে না কেন? হায়! দময়ন্তী উত্তম ব্যক্তিকে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াও মহাবংশীয় তোমাদিগকে অবজ্ঞা করত চঞ্চল-প্রকৃতি নলকে বরণ করিল কেন? যে তোমাদিগের কর্ত্তৃক প্রার্থ্যমানা দময়ন্তীকে বিবাহ করিয়া তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, সেই নিঃসার নলকে তোমরা কিজন্য ক্ষমা করিলে? এই অগ্নি কাষ্ঠরাশি আশ্রয় পূর্ব্বক সেই বিবাহের সাক্ষী হইয়াও কেন কূটসাক্ষীর কার্য্য করিলেন না? তোমরা তেজস্বী হইলেও চন্দ্রের ন্যায় ক্ষমা তোমাদের কলঙ্কের হেতু হইয়াছে। দময়ন্তী যাহাকে বরণ করিল, তোমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমার উপর ঈর্ষাযুক্ত হইতেছ কেন? আজ্ঞা কর, আমি প্রতারণা পূর্ব্বক অদ্যই সেই নলের নিকট হইতে দময়ন্তীকে আনয়ন করিব। তোমরা আমার সাহায্য কর, আমরা পাঁচজনে মিলিয়া সেই দময়ন্তীকে বিবাহ করিব।"

অনন্তর সরস্বতী কলির মূর্খতা সহ্য করিতে না পারিয়া পরুষবাক্যে কহিলেন, "হে কলে! নল দময়ন্তী-প্রার্থী হইয়াও ইঁহাদিগের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট গমন করিয়াছিলেন, এজন্য ইঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দময়ন্তী কীর্ত্তি ও বরদান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। হে মন্দবুদ্ধে! তুমি সামান্য বুদ্ধিতে ইঁহাদের বচনচাতুর্য্য বুঝিতে পারিতেছ

না?" জড়জিহ্ব কলি সরস্বতী-বাক্যের প্রত্যুত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিহাস পূর্ব্বক দেবগণকে কহিল, "হে দেবগণ! সম্প্রতি আমিও দময়ন্তী-অভিলাষ পরিত্যাগ করিলাম। নলের প্রতি আমার দয়ার লেশও হইতেছে না। স্বয়ম্বর হইয়া গিয়াছে, আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং এক্ষণে আর কি করিব? তবে যাহা করিব স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। হে বিজ্ঞগণ! আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি নলকে দময়ন্তী ও রাজ্য পরিত্যাগ করাইব। ত্রিভুবনের লোক সকল সূর্য্যের কুমুদ-বৈরবৎ নলের সহিত আমার বিরোধ কীর্ত্তন করুক।" দ্বাপর কলির বাক্য শ্রবণ করত সাধুবাদ দিয়া তাহার ক্রোধ আরও প্রদীপ্ত করিল।

অনন্তর নমুচিঘাতী কর্ণে হস্তার্পণ করত কলিকে কহিতে লাগিলেন, "হে কলে! আমরা তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি। মহৎ-ব্যক্তিকে অল্প বস্তু দান করিলে লজ্জিত হইতে হয়। অতএব যে নলকে চতুর্ব্বর্গ দানও অল্প পরিমিত, তাঁহাকে কেবলমাত্র দময়ন্তী দান করিয়া আমরা সত্যই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। হে কলে! যিনি নিষধদেশের সুধাকর-স্বরূপ ও লোকপালসদৃশ, রাগদ্বেষাদিশূন্য নির্ম্মল-বুদ্ধি-সম্পন্ন সেই নলের সহিত তোমার বিরোধোদ্যোগ ভাল হইতেছে না। নল নিখিল ধর্ম্মা-নুষ্ঠানপর, এজন্য আমরা তাঁহাতে তোমার ও দ্বাপরের প্রবেশাবসর দেখিতেছি না। ভ্রান্তি স্ববিরোধি-প্রমাজ্ঞানের ন্যায় তুমি অকারণে বৈরাচরণ দ্বারা বিনয়াদি-গুণ-সম্পন্না দময়ন্তীকে কেন পীড়িত করিবে? সত্য ও ত্রেতাযুগ সেই ধর্ম্মৈকনিরত নল বা দময়ন্তীর সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে, তুমি ও দ্বাপর তাঁহাদের কি করিবে? তুমি এক্ষণে যদিও নলের অপকার কর নাই, তথাপি 'আমি নিশ্চয়ই তাহার অপকার করিব,' এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও দূষিত হইতেছ, তাঁহার অপকার করিলেত কথাই নাই। আমাদের বোধ হয় যে, তুমি নলের কোন অপকার করিতে পারিবে না, কারণ কার্য্যীয় দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ সকল তোমার আয়ত্ত নহে। যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি তাহার কারণ নহ, নলের দুরদৃষ্টকেই তাঁহার কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃও সেই অনপকারী পুণ্যশ্লোকের অপকার করিবে, সে শীঘ্রই তজ্জন্য দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

হে শেষযুগ! সেই নলের প্রতি তোমার এরূপ দ্বেষ যুক্তিযুক্ত নহে, তাঁহার সহিত বিরোধ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। তুমি 'পরাজয় নিমিত্ত নলের সমীপে গমন করিব' এই অশোভন রাজসজ্জান পরিত্যাগ কর। তুমি তাঁহার সভায় গমন করিলে উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব এই স্থান হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হও। তুমি নিষধদেশে গমন করিয়াও সহসা নল ও দময়ন্তীকে পরাভব করিতে পারিবে না।" ইন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে বহ্নিপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু যুগদ্বয় বাসববাক্য স্বীকার করিলেন না।

দেবগণ তৃতীয় ও চতুর্থ যুগকে নলাপকারে কৃতনিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া ত্রিদিবে প্রস্থান করিলেন। অতিমৎসরী কলিও কামাদিকে পরাবৃত্ত করিয়া কেবলমাত্র দ্বাপরের সহিত নলের নিগ্রহনিমিত্ত নিষধদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। কলি নিষধদেশে উপস্থিত হইয়া বহুকালে নলের রাজধানীতে লব্ধপ্রবেশ হইল। সে প্রথমে দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতেছিল, কিন্তু শ্রোত্রিয়-মুখোচ্চারিত বেদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে তাহার গতি ভঙ্গ হইল। সে সেই নগরী যজ্ঞযূপসমাকীর্ণ দেখিয়া শঙ্কু-সমাকীর্ণ ও ধার্ম্মিকবেষ্টিত দেখিয়া সর্পবেষ্টিত বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠিত পুণ্যকার্য্য অবলোকনে অত্যন্ত মর্ম্ম-নিপীড়িত হইয়া আশ্রয় অন্বেষণে সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কি গৃহস্থের গৃহে, কি বানপ্রস্থ-পরিব্যাপ্ত কাননে, কি পরমহংসাশ্রয়-দেবালয়ে কুত্রাপি আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইল না; অবশেষে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নলের প্রাসাদসমীপবর্ত্তী উপবনে প্রবেশ করিল। তথায় এক অত্যুচ্চ বিভীতক বৃক্ষে নিজের বাসস্থান কল্পনা করতঃ অহরহ নল ও দময়ন্তীর দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত-হৃদয় হইয়া বাস করিতে লাগিল। বহুকাল গত হইল, কিন্তু কলি নল বা দময়ন্তীর কোন দোষ দেখিতে পাইল না। দ্বাপরও সকলে কখন একজনের প্রশংসা করে না, অতএব কেহ না কেহ নলের নিন্দা করিবে, এই দুরাশায় নলের রাজধানী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গ।

নল স্ত্রীরত্ন ভূতা দময়ন্তীকে লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যে নলের কণ্ঠস্থিত চিন্তামণি মালা-প্রভাবে উপস্থিত প্রার্থ্যমান পদার্থ-নিকরে সুমেরু পর্ব্বতকে তৃণতুল্য বিবেচনা করিত, যাহার অভ্যন্তর অগুরুগন্ধে-ধূপিত হইত এবং সমীরণ গবাক্ষ-স্থাপিত কর্পূর ও চন্দন-চূর্ণের মিশ্রণে শীতল ও সুগন্ধ হইয়া যাহাকে অত্যন্ত শীতল করিত, অতি সুরভি-তৈলপূরিত দীপশ্রেণীতে যাহার অভ্যন্তরের অন্ধকার বিদূরিত হইত, যাহার মণিময়-কুট্টিম সকল কুঙ্কুম ও কস্তূরীপঙ্কে বিলেপিত, কর্পূরবাসিত জলে প্রক্ষালিত ও মৃদুসুগন্ধি মালতী প্রভৃতি কুসুমমালায় বিশোভিত হইত, যে স্থানে কুসুমশয্যা নলের নিদ্রাকালীন পার্শ্বপরিবর্ত্তনে মর্দ্দিত হইয়া শোভন গন্ধ বিস্তার করিত, যাহার সমীপবর্ত্তী উদ্যানের প্রফুল্ল মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমের গন্ধ মিলিত হইয়া দময়ন্তীর নাসাপুটের তৃপ্তিসাধন করিত, যাহাতে প্রভঞ্জন শুকচঞ্চুচ্ছিন্ন সহকার-পুষ্পের মকরন্দ-উপহারে নলের নিশ্বাস-বায়ুর সেবা করিত, যাহার কোন স্থান স্বর্ণনির্ম্মিত কোন স্থান বা রত্ন নির্ম্মিত ছিল এবং কোন স্থান বিবিধ চিত্রপট-সুরঞ্জিত ও কোন স্থান ক্ষণিক আলোক ও ক্ষণিক অন্ধকারে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দৃষ্ট হইত, যাহার ভিত্তিমধ্যস্থিত অদৃশ্যদ্বার গর্ভগৃহে স্থাপিত মানবগণের সঙ্গীতাদিধ্বনি শ্রবণ করিয়া লোকে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইত, যাহাতে অন্ধকারময় রজনীতে ভিত্তি-খচিত রত্নজালের কিরণ-পরম্পরা চন্দ্রিকার ন্যায় শোভা পাইত, জলযন্ত্র-বিনির্গত ধারাসম্পাতে গ্রীষ্মকালেও যাহার সন্তাপ বিদূরিত করিত, যাহার শারদীয় পৌর্ণমাসী রজনী-সদৃশী কান্তি উড্ডীয়মান পারাবত পংক্তির ছলে জগৎ উজ্জ্বল করিত, তপোভঙ্গার্থ সমাগত অপ্সরোগণ দ্বারা পরিবৃত ঋষিগণের চিত্রপট যাহার ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত থাকিয়া অর্দ্ধপু

শোভা বিস্তার করিত, নিষধেশ্বর সচিবের হস্তে রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া সেই রমণীয় প্রাসাদে দময়ন্তীর সহিত পরমসুখে অহোরাত্র অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

প্রভাতে বৈতালিকগণ নলের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। তাহারা কহিতে লাগিল, "হে মহারাজ! আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অলস ও অর্দ্ধোন্মীলিত-লোচনে এই প্রাতঃকালীন সুষমা অবলোকন করুন। প্রাচীদিক্ অন্ধকারাপগমে নির্ম্মলতা ব্যপদেশে প্রতীচীগামী নিরংশুক সুধাকরকে অবলোকন করিয়া যেন হাস্য করিতেছে। এক্ষণে অরুন্ধতী প্রভৃতি ক্ষুদ্র তারকাগণ পূর্ব্বের ন্যায় নয়নগোচর হইতেছে না। দিবাকর-কিরণজাল অহমহমিকায় গগনতল আশ্রয় করিতেছে, ক্ষীণপ্রাণ অস্তগমনোন্মুখ নিশানাথও রজনীর অন্ধকারের সহিত সংগ্রামকারী স্বীয় কিরণের পরিশ্রান্তি প্রকাশ করিতেছে। অন্ধকার লাক্ষারক্ত সূর্য্য-কিরণে মিলিত হইয়া হংসের চপলরক্ত চঞ্চুপুটে-সংলগ্ন কর্দ্দমের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রজনীর প্রালেয়-সলিল কুশাগ্রে সঞ্চিত হইয়া ছিদ্রকর্ম্মনিপুণ মণিকার কর্ত্তৃক বেধনশলাকা-সংযোজিত মুক্তাফলনিকরের সদৃশ হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া অবলোকন করুন, শশধর দিনকরকে কিরণশ্যেন দ্বারা ধ্বান্তবায়সগণকে বিনাশ করিতে অবলোকন করিয়া নিজক্রোড়স্থিত শশ বিনাশভয়ে পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন; সূর্য্যের মৃগয়া-ব্যাপার-দর্শনে ভীত হইয়া তারা পারাবত সকলও পলায়ন

করিয়াছে। পূর্ব্বে গগনাঙ্গণ দেবগণের ছিন্নহার হইতে স্খলিত মুক্তাফল-সদৃশ তারকা নিকরে পরিপূরিত হইয়াছিল, এক্ষণে সহস্র কর প্রাভাতিক সম্মার্জ্জনে শোধন করাতে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! রাত্রিতে অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধার্ত্ত দুগ্ধপানেচ্ছু অশ্বশাবকগণ বারম্বার পুচ্ছদেশ কম্পিত করিয়া মধুর হ্রেষা রব করিতেছে; অশ্বগণও শয়নস্থান হইতে উত্থিত হইয়া হ্রেষারবে সৈন্ধবশিলা লেহনে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। হে তপোনিধে! সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করুন। এক্ষণে আকাশ অম্বরবিনির্গত দিবাকরকরে স্বীয় কুঙ্কুমালেপন সম্পাদন করিতেছে এবং শ্রী মুদ্রণোন্মুখ কুমুদবন হইতে বহির্গত হইয়া বিকাশোন্মুখ কমলবনে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। সরোবরে কমলিনীসকল এক্ষণে যেন তট বিটপিস্থিত বিহঙ্গমগণের কলকল শব্দে কমললোচন উন্মীলন করিয়াছে। অলিকুল অনতিশিথিল কমল-মুখে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ মকরন্দ মুখে লইয়া প্রেমভরে স্ব স্ব জায়ার নবান্ন ভোজন সম্পাদন করিতেছে। যে সকল মধুকর রজনীতে কমলে বদ্ধ ছিল, তাহারা এক্ষণে কমলক্রোড় হইতে নির্গত হইয়া সহচরগণের সহিত মধুপারণা করিতেছে। দিক্‌সকল অন্ধকার-অপগমে ও সরসী সকল কমল-বিকসনে শুভ্র হইয়াছে। স্ত্রী বিয়োগ রজনী-বিয়োগী চন্দ্রে এবং তাপ নিজ চিত্ত হইতে সূর্য্যকান্তমণিতে প্রবেশোন্মুখ হওয়াতে চক্রবাক এক্ষণে ক্রীড়া সরোবরে বারম্বার চক্রবাকীকে আহ্বান করিতেছে। দ্বিরেফগণ আকাশে গমনকালে, দিনকরের গণ্ডূষ দ্বারা তিমির-সমুদ্র পান করিবার সময়ে অঙ্গুলি-বিবর হইতে গলিত জলবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। গগনবিসারি পরিমললোভে উড্ডীয়মান মধুকরকুল সূর্য্যের কুঙ্কুমরক্ত সরোবরের তট-সমীপচারী তরুণ কিরণে মিলিত হইয়া গুঞ্জাফলের ন্যায় রমণীয় হইয়াছে। সরোবর সূর্য্যের তরুণ কিরণে রক্তবর্ণ, মধুলোভে কমলে নিপতিত অলিশ্রেণীতে কৃষ্ণবর্ণ ও কমলকলিকা-সমূহে শ্বেতবর্ণ হওয়াতে কর্ব্বুরবর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। যদি আপনি সূর্য্যের প্রতি ভক্তিমান্ হন, তাহা হইলে হে মহাযাজ্ঞিক! শীঘ্র তাঁহার পূজা করুন। এই সময়ে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উপস্থান মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলাঞ্জলি

নিক্ষেপ করিলে তাহা বজ্রতুল্য হইয়া মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। কে আচ্ছাদনী তিমিরশ্যামলা রজনীশিলা অপনীত করিয়া বহু রক্তকিরণ-মাণিক্যের উৎপত্তি ভূমি উদয়পর্ব্বত-সানুস্থিত সূর্য্যমণ্ডলকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে বলিতে পারি না। পিতামাতা কৃষ্ণ অথবা হরিদ্বর্ণ পত্র প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিলে অপত্যের শরীর শ্যামবর্ণ হয়, এই পণ্ডিত-বাক্য নিশ্চয়ই সত্য; এজন্য সূর্য্য উজ্জ্বল-কান্তি হইলেও কেবল অন্ধকার ভোজন করেন বলিয়া তাঁহার অপত্য যম যমুনা ও শনৈশ্চরের শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। যিনি শীত-পীড়িত প্রাণিগণের সুখোদয় নিমিত্ত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আতপ দান করেন, গ্রীষ্মকালীন তীক্ষ্ণকিরণে জীবগণের মুখমণ্ডল ম্লান হইলে বর্ষাজল দান করেন, অনন্তর জলভীতগণের নিমিত্ত শারদীয়-তাপ দান করেন এবং শারদীয় তাপ-পীড়িত প্রাণিগণের সুখের জন্য হেমন্তকালে হিম দান করেন, যিনি অপরের হিতার্থে পুনঃপুনঃ এইরূপ শীত তাপাদির আবৃত্তি করেন, সেই ভগবান্ দিবসকর উদিত হইতেছেন। সূর্য্য তিমির নাশ করেন ও অব্জগণের মূর্চ্ছা দূরীভূত করেন, অতএব বোধ হয় ইঁহার তনয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার নিকট হইতেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ত্রিদশনিলয়ে চিকিৎসা করিতেছেন। সূর্য্য পূর্ব্বাদিদিকের উৎসঙ্গস্থিত অন্ধকার ক্ষণকালমধ্যে বিনাশ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছায়ারূপে তরুতলস্থিত অন্ধকার বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইঁহার বিদ্রুম-রক্ত কিরণজাল দণ্ডের ন্যায় গবাক্ষ প্রভৃতির বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গুলিবৎ রমণীয়তা ধারণ করিতেছে। হে মহারাজ! সেই কিরণ সকল মধ্যে পরিভ্রমণশীল রজঃকণনিকরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিশ্বকর্ম্ম কর্তৃক শাণচক্রে আরোপিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কুমুদকুল পূর্ব্বে কমলাকরে পত্রনেত্র প্রসারিত করিয়া রাত্রির প্রহরিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সূর্য্যকিরণে মুদ্রিত হইয়া অন্তর্গত ভ্রমর-গুঞ্জন-কণ্ঠশব্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। এক্ষণে কাক সর্ব্বদা কৌ কৌ শব্দ করিয়া পাণিনীয় তাতঙ্ আদেশের স্থান জিজ্ঞাসা করাতে কোকিল তুহি তুহি রবে তাহার উত্তর দিতেছে।”

এই সময়ে অন্তঃপুরসঞ্চারিণী সখীগণ কতকগুলি ভূষণ বৈতালিকগণের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক কহিল, "হে বৈতালিকগণ! তোমাদিগের প্রভাত বর্ণনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বৈদর্ভী প্রসাদস্বরূপ এই ভূষণসকল তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।" তাহারা পরমানন্দসহকারে সেই সমস্ত ভুষণ গ্রহণ করিল, অনন্তর দেখিল যে, মহারাজ নিষধেশ্বর মন্দাকিনী-সলিলে প্রাতঃস্নান সমাপন পূর্ব্বক দময়ন্তী বিবাহকালে প্রাপ্ত পুষ্পক সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, এজন্য দময়ন্তী তাহাদের সম্মাননা করিলেন।

বিংশ সর্গ।

নল বায়ুসদৃশ বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অট্টালিকার নানাবর্ণমণি-খচিত কুট্টিমসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি রথ হইতে অবরোহণ করিলে দময়ন্তী তাঁহাকে সমাগত অবলোকন করিয়া প্রভাতে পশ্চিম সমুদ্রলহরী চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। নল মন্দাকিনীর স্বর্ণকমল অপেক্ষাও দময়ন্তীর বদনসৌন্দর্য্যের আধিক্য-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী নলার্পিত মন্দাকিনী-স্বর্ণকমল হস্তে ধারণ করিয়া কমলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি প্রিয় নলের সাদরার্পিত একটী পদ্মকেও বহু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, এজন্য সেই একবরাটক পদ্মকে এক লক্ষভাবে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নল দময়ন্তীকে "প্রিয়ে! আমার প্রাতঃকৃত্য অবশিষ্ট আছে" এই বলিয়া উপাসনাগৃহে প্রবেশ করিলে দময়ন্তীও, লক্ষ্মীকুমুদবন হইতে

কমলিনীর ন্যায় সখীগণ-সমীপে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক যে স্থানে সখীগণের সহিত দময়ন্তী উপবিষ্টা আছেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দময়ন্তীও তাঁহার সখীগণের সহিত নানাপ্রকার হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইল। বৈতালিক-বনিতাগণ দ্বারদেশ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নলকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনার জয় হউক। ভূমি মধ্যাহ্নতাপে সন্তাপিত হইয়া আপনার মধ্যাহ্নকালীন স্নানজল পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ভাগীরথী হইতে আনীত শঙ্খধবল সলিল আপনার কুটিল কেশকলাপ-সংসর্গে যমুনা সংসর্গ শোভা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হে মহারাজ! সূর্য্য আপনার ন্যায় অদ্ভূত প্রতাপে জগৎ বশীভূত করিয়া শোভা পাইতেছেন, আপনি এক্ষণে দেবাদিদেব শঙ্করের পূজা করিয়া সেই পুণ্যে ইঁহার ক্ষীণতেজ অবলোকন করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া নল স্নানার্থ বহির্গত হইলেন। ক্ষণকালও দময়ন্তী-বিচ্ছেদ তাঁহাকে অত্যন্ত খেদযুক্ত করিল; কিন্তু মধ্যাহ্নকালীন নিত্যকৃত্য বল পূর্ব্বক তাঁহাকে দময়ন্তী-বিয়োগ স্বীকার করাইয়াও কর্ত্তব্য-কর্ম্মে নিযুক্ত করিল।

একবিংশ সর্গ।

নল দময়ন্তীর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে অন্তঃপুরের দ্বারস্থিত ভূপতিগণ প্রণামাদি দ্বারা তাঁহার সম্মাননা পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ নিমিত্ত স্ব স্ব কর অর্পণ করিয়া আপনাদিগের করদতা পুনর্ব্বার প্রমাণ করিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বস্থিত পার্থিবগণের প্রণামকালে শিরোমাল্য

স্খলিত হইয়া নলের চীনাংশুক-সমাচ্ছাদিত-মার্গের কোমলতা সম্পাদন করিতে লাগিল। নল তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহারা কৃতার্থম্মন্য হইয়া স্ব স্ব দেশোদ্ভব অতি মনোহর রত্নাদি উপায়ন দান করিল। নল অঙ্গুলিচালন ও লোচন-ভঙ্গি দ্বারা সেই সমস্ত রত্নাদি অন্য ভূপতিগণকে প্রদান করিতে সেবকগণকে আদেশ করিলেন।

অনন্তর নল পিতৃবৎ নবাগত ভূপতিগণকে কুশল প্রশ্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বহুমানপুরঃসর তাহাদিগকে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে বলিয়া অস্ত্রশিক্ষার্থ সমাগত রাজগণকে অস্ত্রকৌশল শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। পরে যে সময়ে পরিশ্রমবশতঃ তাঁহার ললাটদেশে স্বেদবিন্দুজাল উৎপন্ন হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, তৎকালে তাঁহার জলাবগাহনে অভিলাষ জন্মিল। যুবতী রমণীগণ তাঁহার অঙ্গে যক্ষকর্দ্দম মর্দ্দন করিয়া কর্পূরবাসিত জলে তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। পুরোহিতও তীর্থ-সলিলে তাঁহাকে যথাবিধি স্নান করাইলেন। নিষধেশ্বর এইরূপে স্নান সমাপন পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া ভাগীরথী-সলিলে আচমন করিলেন, অনন্তর বসন পরিধান করিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ললাটে গৌরবর্ণ মৃত্তিকাতিলক কেশপ্রান্ত নিঃসৃত মুক্তাফল-সদৃশ জলবিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত রমণীয় হইল।

নল সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক অতি পবিত্র পথে দেবপূজা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে পূজার্থ আনীত কুসুমদামপরম্পরা সুবর্ণপাত্রে সজ্জিত ছিল, তাহার উপরিভাগে দ্বিরেফমালা কৃষ্ণাগুরুধূমের ন্যায় শোভা পাইতে ছিল এবং উপরিভাগে পুষ্পবিতান নিবদ্ধ ছিল, যে স্থানে চন্দনাধার নীলমণিপাত্র চন্দ্রগ্রাসকারী সিংহিকাতনয়ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছিল, যে স্থানে কস্তূরীপঙ্ক পূর্ণ রজত ভাজন শশধরের তুল্যতা লাভ করিতেছিল, যাহার একপ্রান্তে রাশীকৃত চম্পক-কুসুম সুমেরু পর্ব্বতের এবং মল্লিকারাশি কৈলাস পর্ব্বতের ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করিতেছিল; যে স্থানে নৈবেদ্যাদি উপহারের অবস্থাপনবশতঃ অল্পপরিমিত ভূমিও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, মহারাজ নল সেই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া মণি-খচিত পীঠে উপবেশন করিলেন।

নল প্রথমে ভক্তিভাবে দিনকরের পূজা করিয়া রক্তচন্দন ফলের বীজ-মালায় সূর্য্যমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, পরে বিকসিত ধুস্তূরাদি কুসুমে শঙ্করের পূজা করিয়া তাঁহার পদযুগে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; বোধ হইল যেন কন্দর্প "আর আমি শস্ত্র ধারণ করিব না, আমি আপনার ভৃত্য, আমাকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া স্বীয় শস্ত্র শিবের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিতেছে। শিবপূজা সমাপন করিয়া নল দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণকেতকীমালা নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি বিবিধ উপচারে নারায়ণের পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, "হে প্রভো! আপনার স্তুতি বচনপথের বহির্ভূত; অতএব আমি আপনার যে স্তব করিব, তাহা আপনার পক্ষে নিন্দাই হইবে। হে দয়াময়! আমি যে নিরর্থক-বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, তাহা ক্ষমা করিবেন। হে স্বপ্রকাশ! মাদৃশ জড়ব্যক্তি যে আপনার বর্ণন করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা অন্ধকারের সূর্য্য তেজঃ প্রকাশে অভিলাষের ন্যায় অত্যন্ত অনুচিত। হে ভগবন্! যদিও আপনি বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা স্তব ও ধ্যানে বিরত হইব কেন? চাতক অতিদূরবর্ত্তিতাবশতঃ ধারাধরকে লাভ করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইলে ধারাধর তাহাকে জলদানে পরিতৃপ্ত করে। হে হরে! শঙ্খাসুর বেদ অপহরণ করিলে তাহার উদ্ধার-বাসনায় যে সময়ে আপনি মৎস্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাগরে প্রবেশ করেন, তৎকালে আপনার পুচ্ছদেশের আস্ফালনে উর্দ্ধদেশে উত্থিত সমুদ্রজল গগনসম্বন্ধে ধবলতা প্রাপ্ত হইয়া মন্দাকিনীরূপে গগনে অবস্থান করিতেছে। হে ভগবন্! প্রতি সৃষ্টিতে ভূমণ্ডল ধারণ করাতে যাহার পৃষ্ঠে চক্রাকার কিণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপনি সেই কমঠরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ধরণী-ধারণ দ্বারা জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। হে হরে! আপনি যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতাল হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন, সমুদ্রচতুষ্টয়কে যাহার খুরবিন্যাসে সমুৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়, আপনার সেই বরাহমূর্ত্তির দংষ্ট্রা আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুক। হে নৃসিংহ! আপনি স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদের পরিত্রাণনিমিত্ত নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ

হইয়া দানবগণের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঘনগম্ভীর সিংহনাদে আমাকে রক্ষা করুন। আপনার হস্তের যে নখরূপ অঙ্কুশপঞ্চক হিরণ্যকশিপুর উদরান্ধকূপে নিমগ্ন বাসব-সম্পদের উদ্ধারসাধন করিয়াছে, তাহা আমাদিগকে রক্ষা করুক। হে বামন! আপনি কপট-বাক্যে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-অনুসারে উত্তরোত্তর জন্মের গ্রন্থন হেতু 'আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মুক্তি' এই বাক্যের অসঙ্গতি হয়, জন্ম নিবৃত্তি না হইলে কি প্রকারে মুক্তি হইবে? এই পূর্ব্বপক্ষ হইলে আপনার প্রতি সমাধি ব্যতীত অন্য কোন সমাধি সিদ্ধান্তরূপে স্ফুরিত হয় না। হে আপ্তকাম! আপনি কি নিমিত্ত ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিতেছেন? যদি নির্ম্মাণ করিলেন, তবে কি জন্য অকারণে ভেদ করিতেছেন? যদি ইহা আপনা হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে কেন বৃথা পুনঃপুনঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে পালন করিতেছেন? লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইলেও সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আপনার চরণ, হস্ত, হৃদয় ও নয়নে অবস্থিত চির-পরিচিত জাহ্নবী, শঙ্খ, কৌস্তুভ ও চন্দ্র অবলোকনে স্বীয় চাপল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতে অবস্থান করিতেছেন। হে বিষ্ণো! মার্কণ্ডেয় আপনার উদরে বাহ্য ত্রিজগতের ন্যায় সমস্ত বস্তু ও অন্য মার্কণ্ডেয় দর্শন করিয়া, আপনারও উদরস্থ মার্কণ্ডেয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। আপনিই তাঁহাদের উভয়ের স্বরূপ অবগত আছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব আপনার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্ট হয়, সৃষ্ট হইয়া আপনার অংশভূত অহিপতি শেষের মস্তকে অবস্থিত হয় এবং আপনি প্রলয়কালে মায়া-শিশুত্ব অবলম্বন করিয়া ইহাকে উদরমধ্যে স্থাপন করেন; অতএব আপনিই সর্ব্বথা জগতের অবলম্বস্বরূপ। যাঁহার সলিল ধর্ম্মোৎপত্তির কারণ, সেই গঙ্গা আপনার চরণে শোভা পান, অর্থের আদি কারণ লক্ষ্মী আপনার হৃদয়ে, কাম আপনার অধীন এবং আপনি স্বয়ংই মুক্তিপ্রদব্রহ্ম; অতএব চতুর্ব্বর্গ প্রার্থিগণের আপনাকে আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। যে সকল লোক পরিহাস-প্রসঙ্গেও নরকনাশক ভবদীয় নাম উচ্চারণ করে, তাহারা নরকের ভয় করিবে কেন? প্রত্যুত নরকই তাহাদিগের নিকট হইতে শঙ্কিত হয়।

বৈষ্ণব লোকে অন্যান্য মৃত্যুকারণ অপেক্ষা দারুণ বজ্রনিপাত হইতেও ভীত হয় না; কারণ বজ্রপাতকালে হঠাৎ তাহাদিগের কণ্ঠ হইতে বিনা প্রযত্নেও আপনার নাম বহির্গত হয়, তাহাতেই তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। হে বিষ্ণো! সংসারিগণের চিত্ত সর্ব্বথা শুদ্ধ হইলেও তাহাতে যে রাগাদিদোষ সমুৎপন্ন হয়, তাহা ভবদীয় ধ্যান-সম্মার্জ্জনীতে দূরীকৃত হয়। হে নাথ! আপনি সূর্য্যরূপ দক্ষিণ-লোচনে সকৃপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করুন এবং চন্দ্ররূপ বামলোচন দ্বারা আমার ত্রিবিধ তাপ নিরাকরণ করুন। হে প্রভো! আমি প্রত্যহ বিধিনিষেধরূপ ভবদীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছি, হায়! তথাপি আমি এরূপ নির্লজ্জ যে, মহাতপস্যা-লভ্য ভবদীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তি স্বর্ণ-পর্ব্বত অবলোকন করিয়া বহু স্বর্ণ-গ্রহণে ইচ্ছা থাকিলেও অতি জীর্ণ স্বীয় বস্ত্রখণ্ডে তদনুরূপ অল্প-পরিমিত স্বর্ণ বন্ধন করে, সেইরূপ আমিও চিত্তপরমাণুতে আপনার সমস্ত মহত্ত্ব কিরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হইব?" নল এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করিয়া সমাধি দ্বারা তাঁহার প্রতি একতানচিত্ত হইলেন এবং ধ্যানবলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তি-ভাবে হরিহরের পূজাবিধি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিলেন।

নিষধেশ্বর এইরূপে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভোজন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অমৃতময় শাকসূপাদিযুক্ত ওদন আস্বাদনে আনন্দিত হইয়া বৈজয়ন্ত-সদৃশ সচিত্র প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দময়ন্তী ও গৌরী প্রভৃতি দেবতাগণের ষোড়শোপচারে পূজা করত স্বামীর ভোজনানন্তর ভোজন করিয়া সেই প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। সখীগণ কেহ শুক-পিঞ্জর, কেহ কোকিল পিঞ্জর, কেহ বা বীণা হস্তে লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। সকলে নলের সমীপে উপস্থিত হইলে সখীগণ বীণাবাদন ও সঙ্গীতালাপ দ্বারা নলের আনন্দ বিধান করিতে লাগিল।

অনন্তর সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে দময়ন্তী প্রাসাদের উপরিস্থ হইয়া

কেলিকুল্যা দর্শন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবিম্ব বক্রগামী-কুল্যা-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতে ছিল, চক্রবাক মিথুন যেন তাহাকে মণি-ভূষিতা সর্পী বোধ করিয়াই পরস্পর কূলদ্বয়ে উপবেশন করিয়া কাতর-ধ্বনিতে স্ব স্ব বিরহ-পীড়া ব্যক্ত করিতেছিল। দময়ন্তী চক্রবাক মিথুনের তাদৃশী দশা অবলোকনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নলকে কহিলেন, "হে সদয়! হায়! এই চক্রবাক মিথুনের অবস্থা অবলোকন কর। ইহা দর্শন করিলে কোন্ মনস্বী মনুষ্যের অন্তঃকরণ দুঃখে আকুল না হয়? হে নাথ! মার্ত্তণ্ডদেব কুমুদগণের ভাবি শোভা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন সত্বরগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। বোধ হয় বিধাতা চক্রবাক মিথুনের বিচ্ছেদনিমিত্ত এই সন্ধ্যাকাল-কৃপাণকে ভ্রমণশীল সূর্য্য-শাণচক্রে তীক্ষ্ণ করিতেছেন।"

নল দময়ন্তী-বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার বচন-পরম্পরা ভারতীর বীণাধ্বনিসদৃশ। কোকিলগণ তোমার এই অমৃত-নদী-প্রবাহ-সদৃশী বাণী সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া এই উপবনস্থিত-সহকার তরুবিটপে উপবেশন পূর্ব্বক বারংবার ঘোষণা দ্বারা অভ্যাস করে। অয়ি প্রিয়ে! আমি তোমার বাক্যের কি প্রশংসা করিব? অয়ি সুদতি! যদি তুমি চক্রবাক-মিথুনের বিরহ অবলোকনে দুঃখিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে আদেশ কর, আমি কুল্যাসমীপে গমন করিয়া সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন অস্তগমন না করেন। দময়ন্তী নলের চিত্ত সন্ধ্যাবন্দনায় উৎসুক বুঝিতে পারিয়া মৃদুহাস্যে বদনদেশ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর নল সন্ধ্যাবন্দনার্থ বহির্গত হইলে তিনিও সখীগণ-উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

নিষধেশ্বর সন্ধ্যাবিধি সমাপন পূর্ব্বক দময়ন্তী-বিরহে বহুক্ষণ বহির্ভাগে অবস্থান করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার সেই সৌধে দময়ন্তী-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দময়ন্তী কর্ত্তৃক অধ্যাসিত পর্য্যঙ্কের একভাগে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "ভৈমি! তুমি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এই প্রতীচীদিক্‌কে অনুগৃহীত কর। বোধ হইতেছে যেন কেহ অলক্তকরসে ইহাকে রঞ্জিত করিয়াছে। অয়ি প্রিয়ে! বোধ হয় রবিরূপ গৈরিকগণ্ডশৈল গগন-শিখর হইতে পতিত হইয়া বিচূর্ণিত হওয়াতে তাহার ধূলিজাল পশ্চিম-দিকে উত্থিত হইয়া সন্ধ্যারাগ হইয়াছে। বোধ হয় অস্তপর্ব্বতের শিখর-নিবাসী শবরগণের পালিত কুক্কুটসমূহের যামান্তে কূজনকালে তাহাদের মস্তকস্থিত জপাকুসুমতুল্য রক্তবর্ণ চর্ম্মময় কেশর সকল উল্লসিত হইয়া পশ্চিমদিক্ রক্তবর্ণ করিয়াছে। হে ভৈমি! অবলোকন কর যাহাদিগকে নক্ষত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা নক্ষত্র নহে, সায়ংকালীন উদ্ধতনৃত্যে চন্দ্রমৌলির অস্থিমালা ছিন্ন হইয়া নক্ষত্রচ্ছলে দিঙ্মণ্ডল শোভিত করিতেছে। বোধ হয় দাড়িমভুক্ কাল গগনতরু হইতে রক্তবর্ণ সূর্য্যদাড়িম চয়ন পূর্ব্বক তাহার সন্ধ্যাত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া বীজসকল মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল, পরে তাহাদের রস আস্বাদন করিয়া ফুৎকার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই নক্ষত্ররূপে শোভা পাইতেছে। বোধ হয় স্বর্গ-গঙ্গার তীরবাসিনী চক্রবাকী-সমূহ বিরহ-পীড়িত হইয়া যে সকল অশ্রুবিন্দু পরিত্যাগে করে, তাহাই নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাদিগের পতনেই ক্ষীণপুণ্য নক্ষত্র-পতন অনুভূত হয়।" অনন্তর নল অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! অন্ধকার বাসরসেতুভঙ্গে নিরর্গল হইয়া ঐরাবতের দানজল-প্রবাহের ন্যায় প্রাচীদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। বোধ হয় সূর্য্য সহস্র করে দিবাভাগে যাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছিলেন,

এক্ষণে তিনি অস্তগত হওয়াতে সেই আকাশ অধঃপতিত হইয়াছে; বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কিছুই নাই। বোধ হয়, সূর্য্যদীপের উপরিভাগে কজ্জল ধারণ-নিমিত্ত যে আকাশখর্পর অর্পিত ছিল, তাহাতে বহু কজ্জল সঞ্চিত হইয়া গুরুত্ববশতঃ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। বোধ হয় আদি-পুরুষ সূর্য্য-লোচন-মুদ্রিত করিলে তাঁহার নিবিড় পক্ষ্মজালকেই আমরা তিমির বলিয়া থাকি। হে সুন্দরি! তিমিরতত্ত্ব-নিরূপণে বৈশেষিক-দর্শনের মতই (১) আমার সম্মত; লোকে বৈশেষিককে ঔলূক-দর্শন বলে, অতএব তিমিরতত্ত্ব নিরূপণে সে ভিন্ন আর কে সমর্থ হইবে? পরে তিনি শশধরকে উদিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, প্রেয়সি! তুমি এই রক্তবর্ণ শশধরকে অবলোকন কর। বোধ হয় ঐরাবত অগ্রজকে সমীপস্থিত দেখিয়া সিন্দূর-লিপ্ত মস্তকে ধারণ করিয়াছিল, তাহাতেই চন্দ্র রক্তবর্ণ হইয়াছে। হে ভৈমি! বিলোকন কর, চন্দ্র দেখিতে দেখিতে কেমন পাণ্ডুবর্ণ হইল। বোধ হয় নিশা আকাশ-শ্যামলপট্টিকায় খটিকা দ্বারা যে নক্ষত্র-অক্ষরজাল লিখিয়া তিমিরের গুণ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা প্রোঞ্ছন দ্বারা অস্ত করাতে চন্দ্রের কর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। আমরা যে সময়ে চন্দ্রকে শ্বেতকান্তি দেখিতে পাই, অন্যদেশীয় লোকে সেই সময়েই ইহাকে রক্তবর্ণ দেখে; অতএব চন্দ্রের এই লৌহিত্য ও অলৌহিত্যের মর্ম্ম কে নিশ্চয় করিতে পারে? বোধ হয় বিধাতা শীত-ঋতুর দিন সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগের সারভূত শুভ্র-খণ্ড দ্বারা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অন্যথা শীত-ঋতুর দিনমানের অল্পতা ও জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শীতলতা কিরূপে হইল?"

দময়ন্তী একাগ্রচিত্তে নলের প্রসাদাদি গুণ-যুক্ত বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিতেছিলেন। নল তাঁহাকে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কি কারণে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে? সুধাকর-বর্ণনব্যপদেশে পীযূষ-বর্ষণ করিয়া আমার কর্ণকূপ পরিপূর্ণ কর।" নলের বাক্য আকর্ণন করিয়া দময়ন্তী চন্দ্রের বর্ণন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "হে প্রিয়ে! বোধ হয় শশধর সমুদ্র-প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত

(১) বৈশেষিক মতে আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কহে।

চন্দ্রকান্তমণি ও কান্তবিরহিণী চক্রবাকীর নয়ন হইতে জল গ্রহণ করিতেছেন। হে প্রাণেশ! রাত্রি-যমুনার অতি নীল-জলপ্রবাহ-সদৃশ অন্ধকার অপসৃত হওয়াতে চন্দ্রদীপ-সমন্বিত জ্যোৎস্না-সৈকত জলমধ্যস্থিত অন্তরীপ দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় রজনীতে কুমুদগণের বিকাশ-কিরণেই নিখিল জগৎ শীতল ও ধবল হইয়া থাকে, চন্দ্রের দ্বারা নহে; এজন্য দিবাভাগে চন্দ্র বর্ত্তমান থাকিলেও কুমুদকুল সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া সমস্ত জগৎ রাত্রির ন্যায় শীতলতা ও ধবলতায় শোভিত হয় না। এই শশাঙ্ক চকোরগণকে নিজ চন্দ্রিকা দান করেন, দেবগণকে সুধা ও মহাদেবকে নিজের অবয়ব-কলা দান করেন; ইনি কল্পদ্রুমের সহোদর, সুতরাং এ সমস্ত পরোপকার ইঁহার পক্ষে অতি সামান্য। এই চন্দ্রিকা শশধরের পুত্রী হউক বা সাগরের নৃত্যের উপদেশিকা হউক, কিম্বা চকোরের পেয় হউক, অথবা লোক-নয়নের বয়স্যা হউক, কিন্তু কুমুদের সহিত ইহার সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয়, যেহেতু লোকে ইহাকে অন্য কিছু না বলিয়া কৌমুদীই বলিয়া থাকে। চন্দ্র যে নিজের কারণীভূত সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে; তবে ইহাই আশ্চর্য্য যে, ইনি সমুদ্রের ন্যায় প্রত্যহ হ্রাস বৃদ্ধি না পাইয়া পক্ষান্তরে প্রাপ্ত হন। হে নাথ! বোধ হয়, শশক উত্তানভাবে চন্দ্রে অবস্থিত আছে, আমরা তাহার পৃষ্ঠদেশ বিলোকন করিতেছি, তাহাই কলঙ্ক বোধ হইতেছে। যদি সে অনুত্তানভাবে থাকিত, তাহা হইলে তাহার উদরের শ্বৈত্যবশতঃ চন্দ্রমধ্যও ধবল দৃষ্ট হইত। শশকের এই উত্তানভাবে অবস্থান নিশ্চিত হওয়াতে 'দেবগবগণ উত্তানভাবে স্বর্গে বিচরণ করে' এই শ্রুতিতে আমার অধিকতর শ্রদ্ধা হইল। যদি বল যে, শশকের পৃষ্ঠদেশ রক্ত ও কৃষ্ণ উভয় বর্ণ মিশ্রিত, অতএব কেবল কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইবে কেন? তাহার কারণ, রক্ত ও কৃষ্ণ উভয়বর্ণ মিশ্রিত বস্তুকে দূর হইতে অবলোকন করিলে কেবল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই প্রতীতি হয়, রক্তভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয়, যে পণ্ডিতগণ কমলের দাহবিকার নিমিত্ত তুষারে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন, তাঁহারা তুষারময় চন্দ্রের কলঙ্ককেও তাহার ধূমরূপে সমর্থন করিয়াছেন। বসুধা জগতের ভারবহনে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রতিবিম্বচ্ছলে চন্দ্রে প্রবেশ করত পরিশ্রম অপনোদন করেন, সেই ছায়াই

কলঙ্করূপে অনুমিত হয়। বোধ হয় সুমেরু বহুকাল নীলবর্ণের সংস্রবে নীলবর্ণ হইয়াছে, অন্যথা চন্দ্রের জগৎ-প্রতিবিম্ব-কলঙ্কে তাহার পীত অংশ দৃষ্ট হইত। সমুদ্রমধ্যে অশ্ব ও গজ ছিল, অতএব তাহার পুত্র শশাঙ্কে যে শশ থাকিবে, তাহার বিচিত্র কি? বোধ হয় দিক্‌কাষ্ঠ বহুকাল গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে অনাবৃতভাবে থাকাতে তাহাতে বহু ছত্রাক উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে নক্ষত্রগণ ক্ষুদ্র ছত্রাক ও শশধর বৃহৎ ছত্রাক। বোধ হয় 'চন্দ্রের কিরণ সুধাময়' এই প্রবাদ মিথ্যা হইবে, যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ সুধায় জরা-মরণ ধ্বংস করিতে পারে না, অন্যথা চকোরগণ চন্দ্রের কিরণ পান করিয়াও জরামরণ রহিত হয় না কেন?''

নিষধেশ্বর দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, হে তন্বি! যদি সহস্র সহস্র নক্ষত্র একত্র করিয়া অন্য চন্দ্র নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তোমার বদনের সদৃশ হইতে পারে। চন্দ্র ও পদ্ম উভয়েই তোমার বদনের শোভাপ্রার্থী, এইজন্যই বোধ হয় ইহাদের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। হে প্রিয়ে! চন্দ্র অত্রিনেত্র হইতে সমুৎপন্ন, অতএব তিনি যে আদিপুরুষের বাম নয়ন হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? দেখ, দেখ, রজনী-রজকী দুগ্ধকৌমুদী দ্বারা ক্ষণমাত্রে অম্বরের মলিনতা প্রক্ষালন করিয়াছে। অয়ি কৃশোদরি! বোধ হয় অস্তগমনকালে চন্দ্রের একাদশ কলা একাদশ রুদ্রের মস্তকে গমন করে, অবশিষ্ট পঞ্চকলা কন্দর্পের তূণীতে প্রবেশ করিয়া তাহার বাণত্ব প্রাপ্ত হয়। শিব এই ওষধিপতিকে মস্তকে ধারণ করিয়াই বিষপান ও ভুজঙ্গধারণে সমর্থ হইয়াছেন। তনয়গণ শ্রদ্ধাবশতঃ পিতৃগণ উদ্দেশে যে পবিত্র সতিলোদক অর্পণ করে, তাহাই চন্দ্রে সঙ্গত হইয়া তিলসকল কলঙ্ক ও জল পীযূষ হইয়াছে। হে প্রিয়ে! তুমি এই স্থান হইতেই অবলোকন কর, কুল্যা-সলিলে চন্দ্রের কেমন প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, রাজহংসী রাজহংসবোধে এই কুল্যা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া ইহাকে চুম্বন করিতেছে, বোধ হয় দেবগণ দিবাভাগে অমৃত পান করিয়া চন্দ্রকে শূন্য করেন, পরে সেই চন্দ্র রাত্রিতে প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার এই ক্রীড়ানদীতে মগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার অমৃতপূর্ণ হয়। এই কুল্যার কুমুদিনীর প্রসূন-করে চন্দ্রের কর

মিলিত হইলে দানজল মকরন্দচ্ছলে যেন ইহাদিগের বিবাহবিধি প্রকাশ করে। চন্দ্রের জনক অত্রিনেত্রের একটি তারা, কিন্তু ইহার সপ্তবিংশতি তারা, অতএব পিতা অপেক্ষা ইহার সম্পদ্ অধিক। বোধ হয় বিধাতা নিখিল লাবণ্য একপাত্রে সঞ্চিত করিয়া তাহা দ্বারা তোমার বদন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পরে সেই পাত্রে লগ্ন অবশিষ্ট লাবণ্য দ্বারা চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এজন্য চন্দ্রের কিয়দংশ মলিন হইয়াছে, অবশেষে সেই লাবণ্য-পাত্র জলে প্রক্ষালন করিয়াছেন, এজন্য অদ্যাপি সেই লাবণ্য-অংশ কমল নির্ম্মাণ করে। বোধ হয়, বিধাতা চন্দ্রমণ্ডলের গুণ সকল গ্রহণ করিয়া তোমার মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এজন্য চন্দ্র দোষের আকর বলিয়া দোষাকর হইয়াছে। বোধ হয় প্রতি রাত্রিতে চন্দ্র-গলিত সুধা দ্বারা সূর্য্যাশ্বখুরজাত গর্ত্ত সকল পরিপুরিত হয়। তাহাদিগকেই নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয়। অয়ি প্রিয়ে! দেব-সুধাংশু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।" নিষধেশ্বর এইরূপে প্রিয়তমা দময়ন্তীর সহিত একান্তে সুখে অহোরাত্র অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

বৌদ্ধযুগে ভারত-মহিলা

বা

বিশাখার উপাখ্যান।

—◦◇❋◦✲◦❋◦◇◦—

বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান প্রণেতা

শ্রীচারু চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত।

(মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত।)

কলিকাতা।

১৯০০

মূল্য।৶০ ছয় আনা।
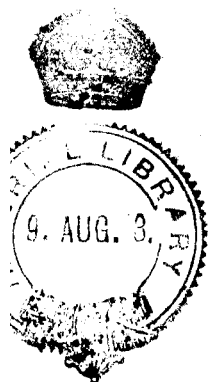
অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	ছলে	কালে
২	৩	পারিত	পারিতেন
২	২১	মেন্দকা ও	মেন্দকাও
১১	৯	বলিল	বলিলেন
১৩	৫	শিথির	শিখর
১৬	১৪	করিল	করিলেন
১৬	২২	বলিল	বলিলেন
২১	২৪	করিল	করিলেন
২৩	১৭	ধর্ম্মউপদেশ	ধর্ম্মোপদেশ
২৪	২	পাঠাইল	পাঠাইলেন

ভূমিকা।

বৌদ্ধ শাস্ত্র রাজি সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব বস্তু,—বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতের গৌরবের জিনিষ। ভারতবর্ষ যে এক সময়ে জ্ঞান গরিমায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও তাহার প্রমান স্থল। বৌদ্ধযুগ ভারত ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অংশ। এ যুগের নেতা প্রাতঃস্মরণীয় ব্রহ্মবিদ ও ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিগণ নহেন; বিম্বিসার, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এ যুগের আদর্শ। বৌদ্ধযুগের এক ছত্র-সম্রাট গণের ন্যায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধিকারী রাজন্যবর্গ আর কখনও ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই। পালি ভাষায় এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এক দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দিক্ দিগন্ত প্রসারিত বিপুল প্রতাপ, আর এক দিকে বুদ্ধদেবের অলৌকিক জ্ঞান-জ্যোতি, এই দুই মহাশক্তির সংঘর্ষনে বৌদ্ধ দর্শণের উৎপত্তি, তাহার ফল স্ফুলিত পালি ভাষা। উরুবিল্বের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে পবিত্র মহাবোধি বৃক্ষতলে মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, পরম জ্ঞান লাভ করিবার পর বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা প্রদেশে যে অমৃতপ্রদ উপদেশ দান করেন, তাহা পালি ভাষায় সংগৃহিত। পালিভাষা প্রাচীন মগধের ভাষা ও মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র বা পালিবোথ্রা হইতে পালি ভাষার নাম উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ব্যাকরণ সকলই পালি ভাষায় লিখিত। খ্রীঃ পূর্ব্ব ৬ শত শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৫ বা ৬ শত শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের সভ্যতা, জ্ঞান আচার ব্যবহার, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা পালি ভাষার মধ্যে নিহিত।

বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক ত্রিপিটক। ইহার ছত্রে ছত্রে বৌদ্ধভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লক্ষিত হয়। শাক্যমুনি দুঃখ জরা ব্যাধি মরণ সঙ্কুল জীবের মুক্তির জন্য যে প্রেমের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন, তাহা রত্ন প্রসূ-ভারতভূমিরই উপযুক্ত। এই সুবৃহৎ ত্রিপিটক গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত; বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী, উপাসক উপাসিকা মণ্ডলীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সুবৃহৎ নিয়মাবলী—বিনয় পিটকে, বৌদ্ধ দর্শন—সূত্র পিটকে ও মনোবিজ্ঞান—অভি-ধর্ম্ম পিটকে বর্ণিত আছে। বিখ্যাত ধর্ম্মপদ গ্রন্থ সূত্র পিটকের অন্তর্গত ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। হিন্দুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবদগীতা যেমন, খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট বাইবেল গ্রন্থ যেমন, বৌদ্ধদিগের নিকট ধর্ম্মপদ গ্রন্থ ও সেইরূপ। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহের বিশাল ধর্ম্মমঠে, বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বাধীনে যে মহাসমিতির অধিবেশন হয় তাহাতেই এই সুবৃহৎ ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রথম সংগৃহিত হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে বৈশালির বিস্তীর্ণ সাঙ্ঘারামে (মঠে) যে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়, তাহাতে এই গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়।

ধর্ম্মপদের প্রত্যেক গাথা সুন্দররূপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য বুদ্ধদেব প্রত্যেক গাথার সহিত এক একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপে ধর্ম্মপদের চতুর্থ অধ্যায় পুষ্পবর্গের দশম গাথাটি বিবৃত করিবার জন্য বিশাখার গল্পটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের মধ্যে প্রাচীন ভারতের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সুন্দর রূপ পরিলক্ষিত হয়। বিশাখার উপাখ্যানের মধ্যে আমরা বৌদ্ধযুগের রমণীকুলের একটি সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাই, আর বুঝিতে পারি প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী বা মধ্য ভারতের লীলাবতী, খনা,

উভয়ভারতীর ন্যায় বৌদ্ধযুগের যশোধারা, গোতমী ও বিশাখা রমণীকুলের গৌরব স্থল। বিশাখা বুদ্ধদেবের প্রধানা গৃহস্থ উপাসিকা। বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধশিষ্য কর্ম্মকেই একমাত্র নিয়ন্তা জ্ঞানে কর্ম্মেরই আরাধনা করিয়াছেন। বিশাখার জীবনও সেই ভাবে গঠিত; রমণী হইলেও তিনি কর্ম্মযোগীদের দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার যাহা কিছু ধন জন, ঐশ্বর্য্য সকলই ধর্ম্মের নিমিত্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। একদিকে নিজ ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, অভূত পূর্ব্ব দান শীলতা, দয়া, কর্ত্তব্য প্রিয়তা ও আর এক দিকে তেজস্বিতা তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। বিশাখা-জীবনের তেজস্বিতা আমাদের চক্ষে কিছু নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার ফল। বৌদ্ধধর্ম্মে পরাধীনতার লেষ মাত্র নাই। চিত্তের স্বাধীনতা এই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। বৌদ্ধধর্ম্মের সাধন প্রণালী, সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রতিপোষক। বৌদ্ধযুগের রমণীকুলের আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিষয়ের কতক পরিমাণে বুঝাই-বার উদ্দেশ্যে এই বিশাখার উপাখ্যানটি পালিভাষা হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। সাহিত্য হিসাবে উপাখ্যানটি সামান্য হইলেও, বোধ হয় ঐতিহাসিক গল্প রূপে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। অনুবাদে যদি ত্রুটি থাকে, আশা করি পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

বৌদ্ধযুগে ভারত-মহিলা

বা

বিশাখার উপাখ্যান।

"নানা বর্ণ পুষ্প রাশি হ'লে একত্রিত,
কতরূপ মাল্য তায় হয় সে গ্রথিত;
সারা বর্ষ ধরি এই মানব জীবনে,
নিয়ত উচিত রত সুকার্য্য সাধনে।"

শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বারামে অবস্থানকালে পরম গুরু শ্রীবুদ্ধদেব উপদেশ প্রদান ছলে, রমণী শিষ্যা বিশাখার কাহিনী বলিতেছিলেন। বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাদিয়া নগরে বিশাখা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ মেন্দকা সেই রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহার পিতা ধনঞ্জয় পিতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার মাতা সুমনা প্রধানা স্ত্রী ছিলেন।

যখন বিশাখা সাত বৎসর বয়সে উপনীত হন, লোক শিক্ষক শাক্যমুনি ঐ নগরীর ব্রাহ্মণ শেল এবং অন্যান্য অধিবাসী নির্ব্বাণ লাভের উপযুক্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অসংখ্য শ্রমণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তথায় আগমন করিলেন।

তৎকালে ভাদিয়া নগরের কোষাধ্যক্ষ মেন্দকা বহু গুণশালী পঞ্চজন পূর্ণ পরিবারের নেতা ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ পঞ্চজন;—তিনি, তাঁহার প্রধানা ভার্য্যা পদুমা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনঞ্জয়, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সুমনা

এবং মেন্দকার কৃতদাস পান্না। বিম্বিসার রাজ্যে মেন্দকা কেবল একা অতুল ধনের অধিকারী নহেন আরও চারিজন তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গৌরব করিতে পারিতেন। তাঁহাদের নাম যতিয়া, জটিলা, পুন্নকা, কেকা-বলিয়া।

যখন কোষাধ্যক্ষ দশবলের অধীশ্বর ভগবানের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তিনি ধনঞ্জয়ের ক্ষুদ্র বালিকা বিশাখাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

বিশাখা আসিলে তিনি বলিলেন—

" প্রিয়তমা বালিকা! অদ্য তোমার ও আমার কি শুভদিন। শ্রীভগবান্ শাক্যসিংহ আজ আমার পুরে উপস্থিত। বিশাখা! পাঁচশত রথে পাঁচশত সহচরী লইয়া দশবলের অধীশ্বর* শ্রীবুদ্ধদেবের সম্যক্ সম্বর্দ্ধনা কর।

" যথা আজ্ঞা " বলিয়া বিশাখা পিতামহের আদেশমত কার্য্য করি-লেন। প্রয়োজনীয় রীতি নীতি বিষয়ে বালিকা বিশেষ পটু ছিল, যানা রোহনে যতদূর যাওয়া বিধেয় ততদূর গিয়াছিলেন। পরে তিনি অবতরণ করিয়া পরম গুরুর নিকটে গমন করিলেন। বিশাখা তাঁহার পাদবন্দন করিয়া ভক্তিসমন্বিতচিত্তে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তথাগত তাঁহার প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মমত শিক্ষা দিলেন। উপদেশশেষে বিশাখা উপদেশফলে সার্দ্ধ সহস্র সহচরীর সহিত শ্রোতাপত্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

কোষাধ্যক্ষ মেন্দকাও শ্রীবুদ্ধের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান জ্যোতিঃ পূর্ণ বাক্য সুধা শ্রবণে শ্রোতাপত্তি অবস্থায় উপনীত হইয়া তদীয় ভবনে তাঁহাকে আগামী দিবসের নিমন্ত্রণ করিলেন। পর দিন স্বগৃহে মেন্দকা লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্যে সিদ্ধার্থ ও

*দশ প্রকার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। দশবল বুদ্ধের একটি নাম।

তাঁহার সমভিব্যাহারী শ্রমণদিগকে পরম পরিতোষ রূপে ভোজন করাই-লেন। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব ছয় মাস তথায় অবস্থান করিয়া পরিশেষে ভাদ্দিয়া নগরী পরিত্যাগ করিলেন।

সেই সময় বিম্বিসার ও কোশলপতি প্রসন্নজিৎ উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন ; উভয়ে পরস্পরের ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এক দিন কোশলপতি চিন্তা করিতে লাগিলেন "বিম্বিসার রাজ্যে পাঁচজন ধনকুবের বাস করিতেছে কিন্তু আমার এই বিশাল আধিপত্যে একজন্ও তেমন ধনশালী নাই। আচ্ছা, এখন যদি বিম্বিসারের নিকট গমন করিয়া এই সকল গুণবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও প্রার্থনা করি তাহা হইলে কি বিম্বিসার আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন না ?"

এইরূপ মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া প্রসন্নজিৎ রাজা বিম্বিসারের নিকট গমন করিলেন। বিম্বিসার যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি ?"

"মহাশয়ের রাজ্যে পাঁচজন ধনকুবের বাস করিতেছে। মহাশয় অনুমতি করিলে তাঁহাদের একজনকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই। সেই কথা শুনিয়া বিম্বিসার বলিলেন ! "এই সব সম্ভ্রান্ত পরিবারদিগকে দেশত্যাগী করা একরূপ অসম্ভব।"

কোশলপতি উত্তর করিলেন "আমিও একজনকে না লইয়া যাইব না। রাজা মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং পরে কোশলপতিকে বলিলেন, "যতি প্রভৃতির ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগকে দেশত্যাগী করা, বিশাল গ্রহ, উপগ্রহের স্থানচ্যুতির সমান।

কিন্তু কোষাধ্যক্ষ মেন্দকার ধনঞ্জয় নামে এক পুত্র আছে। আমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনাকে যথাযথ উত্তর দিব।

অনন্তর বিম্বিসার কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়কে ডাকিতে লোক পাঠাই-লেন ; এবং ধনঞ্জয় আসিলে পর তিনি বলিলেন ;

"প্রিয় সুহৃদ্, কোশলপতি বলিতেছেন তুমি তাঁহার সহিত না যাইলে তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন না। আমার অনুরোধ, যে তুমি ইঁহার সহিত গমন কর।"

ধনঞ্জয় কহিলেন "মহারাজ! আপনি অনুমতি করিলেই আমি যাইব।"

"তবে, বন্ধুবর, প্রস্তুত হইয়া কোশলপতির সহিত যাত্রা কর।

ধনঞ্জয় প্রস্তুত হইলেন, রাজা সস্নেহদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বিদায়ের সময় নরপতি প্রসন্নজিতের সহিত ধনঞ্জয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কোশলপতি পথিমধ্যে কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিবেন এই মানস করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর এক মনোরম প্রদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহারা তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ধনঞ্জয় কহিলেন "আমরা এখন কাহার রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছি? নরপতি উত্তর করিলেন, "কোষাধ্যক্ষ, এই রাজ্য আমার।"

ধন। এখান হইতে শ্রাবস্তী কত দূর?

পশ। সাড়ে দশ ক্রোশ হইবে।

ধন। সহরে অত্যন্ত জনতা এবং আমার অনুচরবর্গও বহুসংখ্যক মহারাজের অনুমতি হইলে, আমি এখানে বাস করিতে পারি।

"ভাল তাহাই হউক" এই বলিয়া কোশলপতি সম্মতি প্রদান করিলেন ধনঞ্জয়ের অবস্থিতির জন্য একটী নগর স্থাপনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন। সায়ংকালে উক্তস্থান নিরূপণ করাতে নগরীর নাম হইয়াছিল সাকেতা।

শ্রাবস্তীতে পুণ্যবর্দ্ধন নামে একটী যুবা বাস করিতেন। তাঁহার পিতা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, নাম ছিল মিগার; বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া জনক জননীর স্বীয় পুত্রবধূর মুখচন্দ্রিমা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল। এক দিন উভয়ে পুণ্যবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিলেন;

"বৎস! তোমার যে বংশ ইচ্ছা, সেই বংশ হইতে পত্নী গ্রহণ কর। আমাদের অভিলাষ, এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধূর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট দিন ভগবানের চিন্তা ও নাম কীর্ত্তনে অতিবাহিত করি।"

জনক জননীর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া পুণ্যবর্দ্ধন বলিলেন "বিবাহে আমার কোন বাসনা নাই।"

"সে কি বৎস! এরূপ কথা বলিতে নাই। তুমি কি আমাদিগকে সুখী করিতে চাও না? আর সন্তানবিহীন হইলে কোন কুলই রক্ষা হইতে পারে না।"

পিতা মাতা ক্রমাগত অনুরোধ করাতে অবশেষে যুবক উত্তর করিল, "যদি পঞ্চরূপবিভূষিতা কোন রমণী পাই, তবে আপনাদের আদেশমত কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছি।"

"পঞ্চরূপবতী কন্যা! সে কি বৎস?"

"কেশসৌন্দর্য্য, শরীরসৌন্দর্য্য, অস্থিসৌন্দর্য্য, চর্ম্মসৌন্দর্য্য এবং যৌবনসৌন্দর্য্য। এই পঞ্চ রূপ।"

যে রমণীর, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় সুন্দর, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি; যাহার অধরোষ্ঠ আরক্ত বিম্বফলের ন্যায় সুরঞ্জিত, কোমল ও সুখস্পর্শ; যাহার হীরক বা মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় সিত শুভ্র দন্ত; অগুরু চন্দনাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াও যাহার চর্ম্ম নীল পদ্মমালার ন্যায় সমুজ্জ্বল ও কণিকারা কুসুমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ; যে প্রৌঢ়াবস্থাতেও যৌবনোম্মুখ বালিকার ন্যায় লাবণ্যবতী বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাকেই পঞ্চরূপযুতা রমণী বলিয়া থাকে।

পুত্রের সহিত এইরূপ কথোপকথনানন্তর তাঁহার পিতা মাতা একশত আটটি ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপ আহার করাইলেন, পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়গণ, পঞ্চরূপশীলা কন্যা কি জগতে কোথাও আছে?"

তাঁহারা বলিলেন "নিশ্চয়ই আছে।"

"তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে আটজন এইরূপ রূপবতী বালিকার অন্বেষণে গমন করুন।" পরে তাঁহারা আটজনকে প্রচুর উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন "যখন আপনারা পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেন আপনা-দিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই বর্ণনানুরূপ কন্যার সন্ধান করুণ; যদি কোথাও দেখিতে পান, তবে এই স্বর্ণহার তাহার গলদেশে পরাইয়া দিবেন।" এই বলিয়া একলক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটী স্বর্ণহার ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বিদায় হইয়া সেইরূপ কন্যার সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

বড় বড় সহরে, নগরে নগরে সেই আট জন ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু পঞ্চ রূপবতী কন্যা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইল না। স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে তাহারা সৌভাগ্যক্রমে সাধারণ পর্ব্বাহ দিনে সাকেতায় আসিয়া উপনীত হইল।

প্রতি বৎসর ঐ নগরে সাধারণ পর্ব্বাহ দিনে একটী উৎসব হইয়া থাকে। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলকামিনীগণ সহচরী সমালঙ্কৃতা হইয়া স্বীয় রূপরাশি বহন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে নদীতীর পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করেন। ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য জাতির ধনী পুত্রগণ পথপার্শে দণ্ডায়মান হইয়া সমকুলশীলসম্পন্না সুন্দরী কুমারী দেখিলেই তাহার গলে মালা দিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণগণ নদীতটস্থ একটী বিস্তীর্ণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল। তৎকালে সার্দ্ধ সহস্র যুবতী সহচরী পরিবৃতা নানা অলঙ্কারভূষিতা ষোড়শী বিশাখা নদীতে অবগাহন করিতে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ মেঘ উঠিল, গগন ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, এক বিন্দু, দুই বিন্দু করিয়া ক্রমে সহস্র ধারে বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল। সহচরীগণ দ্রুতগমনে ঐ সুবিস্তীর্ণ গৃহে আশ্রয় লইল। ব্রাহ্মণেরা যত্ন পূর্ব্বক প্রত্যেককে

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু পঞ্চশত রমণীর মধ্যে কাহাকেও পঞ্চরূপে বিভূষণা দেখিতে পাইল না। পরে সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাখা স্বভাবসুলভ মন্থরগতিতে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সমূহ সিক্ত।

ব্রাহ্মণগণ তাহাকে চারিটী সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এখন সুন্দরীর অবশিষ্ট দশনসৌষ্ঠব দর্শন করিবার জন্য পরস্পর উৎসুকচিত্তে বলাবলি করিতে লাগিল—

"এই বালিকা কিছু অলস প্রকৃতি বিশিষ্টা। বোধ হয় অহোরহ এই বালিকা তাহার স্বামীর সহিত অপ্রীতিকর ব্যবহার করিবে।

গভীরনাদী ঘণ্টারবের ন্যায় গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে বিশাখা বলিল "আপনারা কি বলিতেছেন ?"

ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন "আমরা এই তোমার মন্থর স্বভাবের বিষয় আন্দোলন করিতে ছিলাম।"

"আপনারা এরূপ বলিতেছেন কেন ?"

"তোমার সহচরী রমণীরা এইগৃহে দ্রুতপদে আগমন করিল, এবং তাহাদের বসনভূষণ কিছুই সিক্ত হয় নাই। কিন্তু এই অল্প পথে থাকিয়াও তুমি ক্ষিপ্রগতিতে আসিতে পার নাই এজন্য তোমার বসনভূষণও সিক্ত করিয়া আসিয়াছ। আমরা এই কথাই বলিতেছিলাম।

"ব্রাহ্মণগণ! চারিটী অবস্থায় দৌড়ান ভাল দেখায় না। ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে।"

"কি কি চারি অবস্থা ?"

"সুগন্ধ চর্চ্চিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ ভূষিত নরপতি রাজসভায় দ্রুতপদ সঞ্চালনে প্রবেশ করিলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে বলে "সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় রাজা বেগে প্রবেশ করে! একি রকম ?" মৃদুগতিতে চলিলে তিনি প্রত্যেকের প্রশংসা ভাজন হন।

বিভূষিত রাজহস্তী বেগগামী হইলে সুন্দর দেখায় না। করীর স্বাভাবিক গজেন্দ্রগমন সকলেই সুখ্যাতি করে, মায়ামুক্ত উদাসীন ক্ষিপ্রচরণ হইলে লোকে তাহার নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে "সন্ন্যাসী সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় চলে ইহা কি রূপ? শান্ত পদবিক্ষেপ তাঁহার গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। চঞ্চলা ক্ষিপ্রপদবিক্ষেপশীলা রমণী সকলের নিন্দনীয়া হইয়া থাকে। লোকে তাহার দোষারোপ করিয়া বলে "একি! রমণী হইয়া পুরুষের মত দৌড়ায়! এই চারি অবস্থায় দৌড়াইলে সকলেই কুৎসিত দেখে।"

"এতদ্ব্যতীত বালিকা তোমার কি অন্য কোন কারণ ছিল?"

"সুধীগণ, জনক জননীই কন্যাকে লালন পালন করিয়া থাকে। নন্দিনীর দেহের প্রতি অঙ্গ বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কারণ আমরা স্ত্রী জাতি পণ্যদ্রব্যের মধ্যে। অপর পরিবারে বিবাহ দিবার জন্যই তাঁহারা আমাদের পালন করেন। ভূমিতে পতিত হইয়া যদি বিকলাঙ্গ কিম্বা হস্তপদ চূর্ণ হয় তাহা হইলে আমাদের চিরদিন পিতৃগৃহে ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে। অলঙ্কারাদি সিক্ত হইলেও শুষ্ক হয় সুতরাং আমি দৌড়াইয়া আসি নাই।

যতক্ষণ বিশাখা কথা বলিতেছিল ততক্ষণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় কুন্দবিকসিত দন্ত শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। এরূপ সৌন্দর্য্য তাহারা কখন দেখে নাই, বালিকার সুবিন্যস্ত বাক্যের অনুমোদন করিয়া তাহারা বালার কমনীয় কণ্ঠে স্বর্ণহার পরাইয়া দিয়া বলিল,

"সুন্দরি? তুমিই কেবল এই হার পাইবার যোগ্যা।"

বালিকা উত্তর করিল "কোন পুর হইতে আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে?"

"শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে।

"কোষাধ্যক্ষের নাম কি?"

" তাঁহার নাম মিগার।"

" তাঁহার পুত্রের নাম ?"

" পুণ্যবৰ্দ্ধন।"

তাঁহার সমতুল্য কুলশীল জাতি জানিয়া বিশাখা রথ পাঠাইবার জন্য পিতার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। যদিও আসিবার সময় সুন্দরী রীতি অনুসারে পদ ব্রজে আসিয়াছিলেন, কিন্তু একবার মাল্য শোভিনী হইলে রথারোহণে গৃহে প্রত্যাগমন করা সিকেতার প্রথা ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূতা কুমারীগণ রথাদি আরোহণে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিত, কেহ কেহ বা সামান্য শকটারোহণে বা তালবৃন্ত নির্ম্মিত পত্রাচ্ছাদিত হইয়া কিম্বা নিতান্ত পক্ষে গাত্রাবরণ বিস্তীর্ণ পূর্ব্বক সমস্ত শরীর সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিয়া গৃহাভিমুখে পদব্রজে গমন করিত। বর্ত্তমান স্থলে তদীয় পিতা সার্দ্ধ সহস্র রথ প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং বিশাখা সখি সমভিব্যাহারে স্যন্দনে আরোহণ করিয়া গৃহ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

কোষাধ্যক্ষ মেন্দকা বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসিলেন,

" আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

" শ্রাবস্তীর ধনাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে।

" ধনাধ্যক্ষ ? তাঁহার নাম কি ?"

" মিগার।"

" তাঁহার পুত্রের নাম ?"

" পুণ্যবৰ্দ্ধন।"

" অর্থ—তাঁহার অর্থ কত ?"

" চারি কোটী মুদ্রা।"

আমাদের নিকট উহা যৎ সামান্য মাত্র।

" যাহা হউক, বয়োধর্ম্মানুসারে বালিকার পবিত্র উদ্বাহ শীঘ্রই প্রয়ো-

জন। অর্থাদির বিষয় দেখিবার আবশ্যক কি?" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া এই রূপে তিনি সম্মতি দিলেন।

দিন দুই আতিথ্যের পর মেন্দকা তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণেরা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিয়া মিগারকে কহিল "আমরা বালিকা দেখিয়া আসিয়াছি।"

"কাহার কন্যা?"

"ধনাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের কন্যা।"

"যাঁহার কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন তিনি শক্তিমান্ পুরুষ। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে আনয়ন করিতে যাই চলুন।" অনন্তর কোষাধ্যক্ষ নরপতি সমীপে সকল বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিয়া কতিপয় দিবসের অবসর প্রার্থনা করিলেন।

রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই ব্যক্তি মহাশক্তিশালী ধনকুবের। ইহাকে আমি বিম্বিসারের নিকট হইতে গ্রহণ করি। এই বিষয়ে আমার মনোনিবেশ করা আবশ্যক।" কোশলপতি কহিলেন, "মিগার, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

"যে আজ্ঞা মহারাজ," বলিয়া বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের নিকট এই বলিয়া লিপি প্রেরণ করিলেন যে "আমি যাইতেছি, মহারাজও স্বয়ং যাইবেন, রাজ অনুচর বর্গও অসংখ্য। এত লোকের যত্ন করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি?"

প্রত্যুত্তর আসিল "ইচ্ছা হইলে, দশজন রাজাকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।"

গৃহরক্ষার জন্য জন কয়েক প্রহরী ব্যতীত মিগার সুবৃহৎ নগরের সমগ্র জনপদের সহিত সিকেতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিকেতা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে তাঁহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট তাহাদের আগমনবার্ত্তা অবগত করাইলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় প্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়া কন্যার সহিত পরামর্শ করিলেন।

ধন। বৎসে, শুনিতেছি তোমার শ্বশুর কোশলপতির সহিত এখানে আসিয়াছেন। রাজার জন্য, রাজপ্রতিনিধি বর্গের জন্য এবং তোমার শ্বশুরের জন্য কোন্ কোন্ বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিব।"

বুদ্ধিমতী কোষাধ্যক্ষ দুহিতা সহস্র সহস্র যুগ যুগান্তরের সৎকর্ম্ম ও উচ্চ আশার ফলে, সুমার্জ্জিত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে রাজা, রাজকর্ম্মচারীগণ এবং তাহার শ্বশুরের জন্য বিভিন্ন অট্টালিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরিশেষে দাস দাসীদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "রাজার জন্য তোমরা এত জন, রাজপ্রতিনিধিগণের জন্য এতজন এবং শ্বশুরমহাশয়ের জন্য এতজন আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অশ্বাদিরক্ষাদিতে সুনিপুণ তাহারা হস্তী, অশ্ব এবং অন্যান্য পশুর তত্ত্বাবধারণ করিবে; আমাদের অতিথিগণ যেন এখানে আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।" বালিকা এইরূপ আদেশ করিয়াছিল কেন? যাহাতে কেহ না বলিতে পারে, "আমরা বিশাখার বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলাম তৎপরিবর্ত্তে আমরা কষ্টে ও পশুদিগের প্রহরীর কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিলাম।"

ঐ দিন ধনঞ্জয় পাঁচশত স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া এক সহস্র নিষ্কার কাঞ্চন, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, পান্না, প্রবাল প্রভৃতি যথেষ্ট দিয়া বলিলেন, "আমার কন্যার জন্য একটী বৃহৎ মহালতা আবরণী* নির্ম্মাণ কর।"

কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, কোশলপতি প্রসন্নজিৎ ধনঞ্জয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমাদের যত্ন ও এত লোকের আহার সংগ্রহ, এক জন সামান্য কোষাধ্যক্ষের উপর বিষম ভার স্বরূপ। আপনার কন্যার যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিব।

ধনঞ্জয় বলিয়া পাঠাইলেন;—

---

*বহুমূল্য হীরকাদি রত্ন খচিত গাত্রাভরণ।

"বর্ষাকাল আগত, আপনি চারি মাস এখানে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন। আপনার সৈন্যাদির প্রত্যেক ভারই আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যখন বিদায় দিব, মহারাজ তখন যাত্রা করিবেন।"

সেই দিন হইতে সিকেতায় ক্রমাগত উৎসব চলিতে লাগিল, রাজা হইতে সামান্য দীন প্রজাও পুষ্পমাল্যে, সুগন্ধ সৌরভে ও বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া কোষাধ্যক্ষের অতিথি সৎকারের পাত্র হইয়াছিল।

এই রূপে তিন মাস গত হইল, কিন্তু মহালতা এখনও নির্ম্মিত হইল না। অতঃপর স্ব স্ব ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ আসিয়া কোষাধ্যক্ষকে জানাইল, "আর কিছুরই অভাব নাই, শুধু সৈনিকদিগের রন্ধনার্থ প্রচুর কাষ্ঠের অভাব।

ধনঞ্জয় কহিলেন, "জীর্ণ হস্তীশালা ও যাবতীয় নগরের ভগ্ন কুটীর গুলি রন্ধনের জন্য লইয়া যাও।"

অর্দ্ধ মাসের পর কোষাধ্যক্ষের নিকট আবার সংবাদ আসিল, "কাষ্ঠ নাই।"

"বৎসরের এই সময়ে কেহ কাষ্ঠ আহরণের জন্য যাইতে পারিবে না। বস্ত্রের ভাণ্ডার খুলিয়া মোটা কাপড়ের পলিতা প্রস্তুত কর। পরে তৈল কটাহে ডুবাইয়া রন্ধন কর। অর্দ্ধ মাসও এইরূপ অতিবাহিত হইল।

চারি মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, মহালতা আবরণী নির্ম্মিত হইল। এই আবরণীতে সূত্রের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। সূত্র স্থানে রৌপ্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। মহালতা আবরণী পরিধান করিলে শিরোদেশ হইতে পদ চুম্বন করিত। পাদদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহাতে সারি সারি কারুকার্য্যে খচিত ছিল। মস্তকে একটী, কর্ণ শিরীষে দুইটী, কণ্ঠে একটী, জানুদেশে দুইটী, বাহুযুগলে দুইটী এবং কটীদেশে দুইটী পদক ছিল।

মহালতা আবরণীর একদিকে ময়ূর চিত্রিত, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে লোহিত কাঞ্চনের সহস্র পক্ষ বিস্তারিত, অধরে প্রবাল, নয়নে হীরকের দীপ্তি, কণ্ঠে মুক্তা এবং পুচ্ছদেশ পদ্মরাগমণি শোভিত; জানু হইতে চরণ ও পক্ষদেশ রৌপ্যময় ছিল। বিশাখার শিরোদেশে স্থাপিত হইলে গিরি শীর্ষে নৃত্যশীলা শিখিনীর ন্যায় দেখাইত। সহস্র পক্ষ ঘর্ষণের শব্দ স্বর্গীয় সঙ্গীত ধ্বনি ও রমণী কুলের সুললিত তানের ন্যায় শ্রুতি গোচর হইত। সুন্দরীর সম্মুখীন হইলে লোকে বুঝিতে পারিত, ইহা স্বভাব সৌন্দর্য্যের স্বতঃ বিকশিত সুচিত্রিত কেকোৎকণ্ঠা শিখিনী নহে, সৃষ্টির মহীয়সী ধ্যানমূর্ত্তি লোকললামভূতা লাবণ্যবতী ললনার মোহিনী পারিজাত ছবি।

মহালতা আবরণীর মূল্য নবতি লক্ষ মুদ্রা, কারুকার্য্যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের কোন্ সুকৃতি বলে বিশাখা এই মহালতা প্রাপ্ত হইয়াছিল! কথিত আছে, কাশ্যপ বুদ্ধের অবতারে বালিকা বিংশতি সহস্র পুরোহিতকে পরিধেয় বস্ত্রাদি, সূত্র সূচিকা এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি দান করিয়াছিল। সেই পুণ্যফলে কোষাধ্যক্ষ দুহিতার এই মহালতা আবরণী লাভ কারণ, বসন দানে রমণীগণ মহালতা ফল প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষে স্বর্গীয় কমণ্ডলু ও কাষায় বস্ত্র পাইয়া থাকে।

আবরণী নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে পর, ধনঞ্জয় বিশাখাকে যৌতুক দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পাঁচশত শকট অর্থে, পাঁচশত শকট স্বর্ণপাত্রে, পাঁচশত শকট রৌপ্যপাত্রে, পাঁচশত তাম্রপাত্রে, পাঁচশত পশম বস্ত্রে, পাঁচশত ঘৃতে, পাঁচশত চাউলে এবং পাঁচশত হল ও কৃষিযন্ত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঁচশত রথারূঢ়া সুন্দরী দাসী তাহার আহার, অবগাহন এবং বেশ বিন্যাসের নিমিত্ত দিলেন।

অনন্তর তিনি তাঁহার কন্যাকে কতকগুলি গোমেষাদি প্রদান করিতে স্থির সংকল্প করিয়া, অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "আমার ক্ষুদ্র

গোগৃহের দ্বার খুলিয়া দাও এবং অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর বাদ্যসহ তোমরা অবস্থান কর। একশত চল্লিশ হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্য দিয়া গাভীগণ নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইলে, তোমরা বাদ্য নিনাদ দ্বারা তাহাদের অভ্যর্থনা করিবে।

তাহারা ঐ রূপ করিল। গাভীদল গোশালা হইতে পরিমিত স্থানের মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমায় গমন করিলে, সীমাস্থিত লোকেরা বাদ্য নিনাদ করিতে লাগিল। এইরূপ দেড়ক্রোশ ব্যাপী, একশত চল্লিশ হস্ত পরিসরে সাগর লহরীর ন্যায় গাভীদল দণ্ডায়মান হইল।

পরে কোষাধ্যক্ষ কহিলেন, "আমার কন্যার জন্য যথেষ্ট গাভী হইয়াছে। দ্বার বন্ধ কর।" গোগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল; কিন্তু গুণবতী বিশাখার এমনই আকর্ষণী যে বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ এবং দুগ্ধবতী গাভী হাম্বারবে তাহার দিকে ধাবিতা হইল। উপস্থিত জনসমূহের বাধা সত্বেও ষাট হাজার বৃষ এবং ষাট হাজার দুগ্ধবতী গাভী ও তাহার পশ্চাৎ বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ বৎস বাহির হইয়াছিল।

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কোন্ কার্য্য ফলে গাভীগণ বাহির হইয়া আসিয়াছিল? কোন সময়ে এই বালিকা বহু লোকের প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, যথা সাধ্য দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রবাদ আছে, ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে, বিশাখা নরপতি কিকিরের সপ্তম কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা ছিল। তৎকালে তাহার নাম ছিল ভক্তদাসী। একদা সে বিংশতি সহস্র শ্রমণকে গাভীদুগ্ধজনিত পাঁচ প্রকার খাদ্য বিতরণ করিয়াছিলেন, পুরোহিত ও গ্রহীতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে "যথেষ্ট, যথেষ্ট" বলিয়া উত্তম রূপ হস্ত সঙ্কুচিত করিলেও বালিকা খাদ্য বিতরণ করিতে বিরত হন নাই। এই পুণ্যবলেই সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও গাভীদল বাহির হইয়াছিল।

যখন কোষাধ্যক্ষ এইরূপে কন্যাকে নানা প্রকার যৌতুক দান

করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী সুমনা কহিলেন, " তুমি আমার মেয়েকে শুধু যৌতুকই দিতেছ, কিন্তু তাহার আদেশ পালনার্থ অমাত্য বা সহচরী সঙ্গে দিলে না। এরূপ করিলে কেন ?"

" তাহার কারণ আছে। কাহারা কাহারা বিশাখার অনুরাগী, আমার তাহাই দেখিতে ইচ্ছা ; অবশ্য তাহার আজ্ঞা পালনার্থ কিছু কিছু দাস দাসী পাঠাইব। যখন বিশাখা বিদায় গ্রহণানন্তর রথারোহণ করিতে উদ্যত হইবে তখন আমি ঘোষণা করিব, " যাহার ইচ্ছা, আমার কন্যার সহিত যাইতে পারে, অপরের যাইবার কোন প্রয়োজন নাই ;—এখানে বাস করিতে পারে।"

বিদায়ের পূর্ব্ব দিন ধনঞ্জয় একটী গৃহে আপনার কন্যাকে ডাকিয়া নির্জ্জনে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পতিগৃহে কিরূপ স্বভাব ও আচরণ হওয়া কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে অনেক কহিলেন। দৈব্যক্রমে কোষাধ্যক্ষ মিগার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। ধনঞ্জয়ের এই দশটী বিধি তাহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল।

" বৎস, যখন তুমি তোমার পতিগৃহে বাস করিবে, দেখিও (১) অভ্যন্তরের অগ্নি যেন বাহিরে না প্রকাশ হয় ; (৩) বাহিরের অগ্নি যেন ভিতরে না আনীত হয় ; (৩) যে প্রতিদান করিবে, তাহাকে দান করিও ; (৪) যে প্র[illegible] করিও না ; (৫) যে দান করে কিম্বা করেনা ত[illegible] করিবে ; (৬) সুখে উপবেশন করিবে ; (৭) সু[illegible] (৮) আনন্দে নিদ্রা যাইও ; (৯) অগ্নি পার্শ্বে অবস্থান করিও ; (১০) গৃহ দেবতাকে ভক্তি করিও।"

পরদিন ধনঞ্জয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজসৈন্যদলের সম্মুখে তাঁহার কন্যার জন্য আটজনকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, " বিশাখার নূতন গৃহে তাহার বিরুদ্ধে যদি কোন

অপবাদ, হয় তোমরা তাহার বিচার করিবে।" তৎপরে নবতি লক্ষ মূল্যের সেই মহালতা আবরণী কন্যাকে পরিধান করাইয়া, তিনি দুহিতার স্নানের নিমিত্ত সুগন্ধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য পাঁচশত চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। পরে রথারোহণ পূর্ব্বক তিনি বিশাখাকে সাকেতার নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দশ গ্রাম অতিক্রম করিয়া অনুরাধাপুর পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং ঘোষণা করিলেন, "যে কেহ বালিকার সহিত যাইতে ইচ্ছা কর, যাও।" এতদ্ শ্রবণে সমগ্র চৌদ্দটী গ্রামবাসী উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! যখন আমাদের রাজলক্ষ্মী যাইতেছেন, তখন আমরা আর এখানে থাকিব কেন?" ধনঞ্জয়, কোশলপতি ও বৈবাহিক মিগারের সমুচিত আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হইলেন, অবশেষে তাহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কোষাধ্যক্ষ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অন্যান্য ব্যক্তির পর, মিগার যানারোহণ করিল এবং বিপুল জনস্রোত দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "একি ব্যাপার?"

"আপনার পুত্রবধূর আদেশ পালনার্থ দাস দাসী ও অনুচর বর্গ যাইতেছে।"

মিগার বলিলেন, ক? প্রহার করিয়া সব তাড়াইয়া দাও। যা । তাহাদের শুধু থাকিতে দাও।"

বিশাখা বলিলেন, "শান্ত হউন, উহাদের তাড়াইয়া দিবেন না। একদল অপর দলকে খাওয়াইতে পারে।"

বৃদ্ধ জেদ করিয়া বলিলেন "বৎসে, উহাদের লইয়া আমার কোন অবশ্যক নাই। উহাদের খাওয়াইবে কে? বৃদ্ধ মিগার অধীনস্থ অনুচর বর্গকে প্রস্তর নিক্ষেপ ও যষ্টি প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন।

যাহারা প্রহার খাইয়াও পলাইল না তাহাদিগকেই শুধু থাকিতে বলিয়া মিগার কহিলেন "ইহাই যথেষ্ট হইবে।"

এদিকে বিশাখা শ্রাবস্তী নগরীর সীমা দেশে উপনীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমি কি এই আবৃত যানে উপবেশন করিব, না উন্মুক্ত রথে গমন করিব ?" পরে ভাবিলেন "যদি আমি এই আবৃত যানে গমন করি, তবে কেহ আমার মূল্যবান্ মহালতা আবরণী নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারিবে না।

এই ভাবিয়া সুন্দরী উন্মুক্তযানে গমন শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। যখন শ্রাবস্তীর নাগরিকগণ বিশাখার ঐশ্বর্য্য দেখিল, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ইনিই সেই বিশাখা! বাস্তবিক ইঁহার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্যের অনুরূপ।" এইরূপে মহা সমারহে বিশাখা কোষাধ্যক্ষগৃহে প্রবেশ করিলেন।

যাবতীয় নগরবাসীগণ তাহাদের সামর্থ্যের অনুযায়ী তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতে লাগিল; তাহারা ভাবিল, "ধনঞ্জয় অত্যন্ত অতিথি সৎকারপরায়ণ, আমাদিগকে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এই সকল উপহার বিশাখা গ্রহণ করিয়া নগরের যাবতীয় গৃহস্থকে বিতরণ করিলেন। প্রত্যেক উপহাব প্রদান কালে তিনি মধুর সম্ভাষণে বলিয়া পাঠাইতেন "ইহা আমার জননীর জন্য, ইহা আমার পিতার জন্য;" ইহা আমার ভ্রাতার জন্য ইত্যাদি এইরূপে প্রত্যেকে বয়সানুযায়ী বিশাখা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন সমগ্র নগরবাসীকে তাঁহার আত্মীয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন রাত্রিশেষে তাঁহার এক পালিতা ঘোটকী একটী সন্তান প্রসব করিল। মশাল হস্তে সখী সমভিব্যাহারে বিশাখা অশ্বশালায় গমন করিয়া স্থিরভাবে বাজিনীর উষ্ণজলে স্নান ও তৈলমর্দ্দন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কোষাধ্যক্ষ মিগার অনেক দিন হইতেই উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। সন্নিকটস্থ মঠে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব অবস্থান করা সত্বেও মিগার তাঁহাকে পুত্রের বিবাহোৎসবে কোন প্রকার সম্বর্দ্ধনা না করিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তাহাদিগকে পায়সান্ন ভোজন করাইবার মানসে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা গৃহে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ বিশাখার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন "এই সকল সাধু সেবা করিবার জন্য বধূমাতাকে আসিতে বল।"

যখন বিশাখার কর্ণকুহরে "সাধু"এই শব্দ প্রবেশ করিল, ভক্তিমতী বিশাখা আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে গমন করিলেন। তাহাদের ভোজনকালে বিশাখা উপনীত হইলেন; উলঙ্গ সাধুগণকে দেখিয়া বিশাখা ক্ষুব্ধচিত্তে স্বপুরে এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন "যে এই সকল অধর্ম্মাচারী সাধু-নামের যোগ্য নহে। আমার শ্বশুর মহাশয় কেন বৃথা ডাকাইয়া পাঠাইলেন?"

উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণ যখন বিশাখাকে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা কোষাধ্যক্ষকে তিরস্কার করিয়া কহিল;—

"ওহে বাপু! আর কাহাকেও তোমার পুত্রবধূ করিতে পার নাই? তুমি তোমার গৃহে দুর্ভাগা সন্ন্যাসী গৌতম শিষ্যাকে আনয়ন করিয়াছ, সত্বর ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।"

কোষাধ্যক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলেন; "ইহাদের কথামত বিশাখাকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ বিশাখা উচ্চবংশ সম্ভূতা,

অবশেষে মিগার এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন "হে মহাত্মাগণ! যুবক যুবতীগণ অনেক সময় পরিণাম না জানিয়া কখন কখন কাজ করে, আপনারা শান্ত হউন, আমার পুত্রবধূর কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

অতঃপর বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিয়া বৃদ্ধ স্বর্ণপাত্র হইতে সুস্বাদু পায়সান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষা করিতে করিতে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিশাখা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্বশুরকে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে ছিলেন; তিনি ভিক্ষুকে চিনিতে পারিলেন। "শ্বশুর মহাশয়ের নিকট ইহার পরিচয় দেওয়া আমার উচিত নয়" এই ভাবিয়া সুন্দরী এরূপ ভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন যাহাতে ভিক্ষু সহজেই বৃদ্ধের নয়ন পথে পতিত হইতে পারে। কিন্তু মিগার যেন তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইলেন না, এরূপ ভাবে মাথা হেঁট করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

ভিক্ষুকে দেখিয়াও যখন বৃদ্ধ কোন অভিবাদন করিলেন না, তখন বিশাখা বলিল, "মহাশয়? চলিয়া যান, আমার শ্বশুর মহাশয় এখন বাসি ভোজ্যদ্রব্য আহার করিতেছেন।"

যদিও মিগার উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের প্রতি তীব্র উক্তি সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু যে মুহূর্তে বিশাখা বলিলেন, "বাসি" বৃদ্ধ ভোজন পাত্র হইতে হাত তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন,

"এই প্রসাদ লইয়া যাও এবং বিশাখাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দাও। তাহার এতদূর সাহস যে এই উৎসব কালে আমাকে অশুচি ভোজনের দোষারোপ করে।"

কিন্তু গৃহের দাস দাসী সকলিই বিশাখার। কে তাহার কর বা পদস্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে? বাক্যস্ফুট করিতে পারে এমন কাহারও সাহস নাই।

তাঁহার আদেশ শুনিয়া বিশাখা বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন

"পিতঃ! ইহা আমার স্বামী গৃহ, আপনি যেমন মনে করেন এত সহজে আমি গৃহ পরিত্যাগ করিব না। আমি, নদীতট বা অন্য কোন স্থান হইতে সংগৃহীত সামান্য স্ত্রীলোক নই। যে বালিকাদের পিতা মাতা বর্ত্তমান তাহাদের বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া তত অনায়াসসাধ্য নহে। এই বিষয়ের জন্য আমার পিতাও উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমি এখানে আসি তিনি আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর এই বলিয়া ভার অর্পণ করেন, "যদি কেহ আমার কন্যার নামে কোন অপবাদ দেয় তোমরা তাহার অনুসন্ধান করিবে। ঐ সকল লোককে ডাকিয়া আমার দোষ ও নির্দ্দোষের বিচার করুন।"

বৃদ্ধ কহিলেন "ভাল কথা।" তিনি আট জন গৃহস্থকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

গৃহস্থগণ উপস্থিত হইলে মিগার কহিলেন, "এই উৎসব কালে আমি যখন ভোজন করিতেছিলাম এই বালিকা আমাকে অপবিত্র ভোজনের অপবাদ দিয়াছিল। আপনারা ইহাকে দোষী বিচার করিয়া গৃহ হইতে দূর করিয়া দিন।

"মা! সত্যই কি তুমি এই রকম বলিয়াছ?"

"আমি ঠিক উহা বলি নাই, কিন্তু যখন ভিক্ষা করিতে করিতে একটী ভিক্ষু আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, শ্বশুর মহাশয় তখন ভোজন করিতে ছিলেন এবং তিনি ভিক্ষুর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি করেন নাই। তখন আমি ভাবিলাম, "আমার শ্বশুর মহাশয় এ জীবনে কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন না, কিন্তু পুরাতন পুণ্য কেবল ক্ষয় করিতেছেন। সুতরাং আমি বলিলাম "মহাশয়! চলিয়া যান, শ্বশুর মহাশয় পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন।" ইহাতে আমার কি দোষ?

"কিছু নহে। বালিকা অতি সাধ্বী। মহাশয় আপনি ইহার প্রতি এত ক্রুদ্ধ কেন?

"মহাশয় ধরিলাম ইহা দোষ নয়, কিন্তু একদিন নিশীথে এই বালিকা তাহার দাস দাসী লইয়া গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছিল।"

"মা, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের কথা কি সত্য?"

মহাত্মাগণ, যখন এই বাটীতে একটী গর্ভিনী অশ্বিনী আনা হইয়াছিল আমি নীরবে থাকিতে পারি নাই। আমার সহচরীদের সহিত মশাল হস্তে ঘোটকীর প্রসবকালীন ব্যবস্থা করিতে গমন করিয়াছিলাম।"

"মহাশয়, আমাদের বালিকা, ক্রীতদাসী যাহা করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহা করিয়াছে। ইহাতে দোষ কি বলুন?

"মহাশয়গণ, ধরিলাম ইহা দোষ নয়, কিন্তু এইখানে আসিবার সময় ইহার পিতা দশটী কি গুপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন আমি তাহার অর্থ বুঝি নাই। বালিকাকে তাহার যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলুন। মনে করুন ইহার পিতা বলিয়াছেন "অভ্যন্তরের অগ্নি যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়;" কিন্তু প্রতিবেশীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইলে সাংসারিক ব্যক্তিদের পক্ষে এই নীতি পালন করা কি সম্ভব?

"মা, ইহার কথা কি সত্য?"

"সাধুগণ, উনি যাহা বলিতেছেন আমার পিতা সে অর্থে বলেন নাই। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য এই, "যদি তুমি তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর কোন দোষ দেখিতে পাও তাহা বাহিরের অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

"আচ্ছা তাহাই হইল। "বাহিরের অগ্নি ভিতরে আনিতে নাই," ইহার মানে কি? যদি আমরা ভিতরের অগ্নি বাহিরের লোককে দিই আমরা বাহিরের অগ্নি ভিতরে আনিব না কেন? ইহাও কি সম্ভব?

"ইহা কি সত্য?

বিশাখা উত্তর করিলেন" ভদ্রগণ, আমার পিতা এইরূপ ভাবে বলেন নাই। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই, "যদি তোমার প্রতিবেশী কেহ স্ত্রী

হউক পুরুষ হউক তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা পতির নিন্দা করে তাহা গৃহে আসিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

বালিকা নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইল। নিম্নে অবশিষ্ট নীতি বাক্যের তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত করা গেল।

তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, "যে প্রতিদান করে তাহাকেই দান করিও ;" ইহার অর্থ "যাহারা ঋণ করিয়া পরিশোধ করে তাহাদের কেবল দান করিবে।"

"যে প্রতি দান করে না তাহাকে দান করিও না" অর্থাৎ "যাহারা ঋণ লইয়া তাহা পরিশোধ করে না।"

"যে প্রতিদান করে কিম্বা করেনা তাহাদের দান করিও" ইহার ব্যাখ্যা, "যখন কোন বিপন্ন আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ আগমন করিবে তাহার প্রতিদানের সামর্থ্য থাকুক আর নাই থাকুক তাহাদের দান করিও।"

"সুখে উপবেশন করিও" অর্থাৎ "যখন তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা স্বামী আসিবেন তখনই গাত্রোত্থান করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে বসিতে নাই।"

"সুখে আহার করিও" অর্থাৎ তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর পূর্ব্বে ভোজন করিও না। তাঁহাদের আহারের পর আহার করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা যাহা বলেন তাহা সর্ব্বদা পালন করা উচিত।

"গৃহদেবতাদের ভক্তি করিবে" অর্থাৎ "তোমার শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে।"

যখন কোষাধ্যক্ষ দশবিধির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসারিত হইল না। নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন অনন্তর গৃহস্থগণ বলিলেন—

"কোষাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বালিকার কি কোন অপরাধ আছে ?"

"না। কিছু মাত্র নাই।"

"তবে সে নির্দ্দোষী। মহাশয়! এই নির্দ্দোষী সরল বালিকাকে আপনার গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন কেন?"

এই সময়ে বিশাখা বলিল "ভদ্রগণ, যদিও শ্বশুর মহাশয়ের ক্রুদ্ধ আদেশে গৃহ পরিত্যাগ করা বিধেয় হইত না কিন্তু এখন আপনারা আমার বিরুদ্ধের অভিযোগ গুলি শ্রবণ করিয়া আমাকে নির্দ্দোষী বিচার করি-লেন। পিতা আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আপনারাও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আমি এখন পিতৃগৃহে প্রস্থান করি।"

এই বলিয়া বিশাখা যান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে দাস দাসীদিগকে আদেশ করিলেন।

উপস্থিত গৃহস্থগণকে ও বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ মিগার কহি-লেন "আমি অজ্ঞানতা বশতঃ ঐরূপ বলিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা কর।"

"পিতঃ যাহারা ক্ষমা করিবার উপযুক্ত তাহারা ক্ষমা করিবে। আমি শ্রীবুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবারস্থ কন্যা। শ্রমণ সভায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মউপদেশ শ্রবণ করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছামত যদি শ্রমণ সভায় যাইতে পারি তাহা হইলে আমি এখানে থাকিব।"

"মা, তোমার ইচ্ছামত সাধুদের সেবা কর।"

বিশাখা শ্বশুরের আদেশ পাইয়া ভগবান্ তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পরদিন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জ্বলন্ত মূর্ত্তি শুদ্ধোধন পুত্র ভগবান্ গৌতম স্বীয় পদস্পর্শে বিশাখার গৃহ পবিত্র করিলেন। উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণ যখন শ্রবণ করিলেন জগতের আলোকাধার সত্যের উজ্জ্বল মণিময় স্তম্ভ শ্রীবুদ্ধদেব মিগার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন তখন তাহারা কোঁষাধ্যক্ষের গৃহ সম্মুখে একত্রিত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে

লাগিল। পদপ্রক্ষালনার্থ জলদানের পর বিশাখা শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইলেন "আহারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক। শ্বশুর মহাশয় আসিয়া দশবলের অধীশ্বর মায়াতীত শাক্যসিংহের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করুণ।"

যখন বৃদ্ধ যাইতে উদ্যত হইলেন, উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা বাধা দিয়া বলিল, "ওহে বাপু! গৌতম সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিও না।" ইহাতে কোষাধ্যক্ষ বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার পুত্রবধূ স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থনা করুণ।"

ভগবান্ বুদ্ধদেব ও তাঁহার সঙ্গী শ্রমণদিগের আহার ও সেবা সমাপ্ত হইলে বিশাখা পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন "উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমার শ্বশুর মহাশয়কে আসিতে বল।"

মিগার কহিলেন, "আমি এখন না গেলে ভাল হইবে না।" বৃদ্ধের নিতান্ত ইচ্ছা শ্রীভগবান্ মারজিতের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন।

উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দেখিল বৃদ্ধের ইচ্ছা হইয়াছে সুতরাং তাহারা বলিল "ভাল, ভিক্ষু গোতমের ধর্ম্মমত শুনিতে পার, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে তোমাকে উপবেশন করিতে হইবে।" তাহারা মিগারের সঙ্গে গিয়া চারিদিকে আচ্ছাদন টাঙ্গাইয়া তাহার অন্তরালে সকলে উপবিষ্ট হইল।

ইহাতে শাক্যসিংহ বলিলেন "ইচ্ছা হয় আচ্ছাদন কিম্বা প্রাচীরের অন্তরালে অথবা অত্যুন্নত পর্ব্বতের বাহিরে বা পৃথিবীর শেষ সীমায় অবস্থিতি কর; আমি বুদ্ধ, আমার স্বর তোমার নিকট পৌঁছিবে। সুমহান্ জম্বু বৃক্ষতলে যেমন অগণিত সৌরভপূর্ণ পুষ্পরাশি বিকীর্ণ থাকে সেইরূপ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃত নিস্যন্দনী সুমধুর উপদেশাবলী বর্ষিত হইল।

যখন সিদ্ধার্থ তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছিলেন, যাহারা সম্মুখে, পার্শ্বে, শত সহস্র পৃথিবী হইতে দূরে এমন কি দেবলোকে ও অবস্থিতি করে তাহারা সকলেই বলিয়াছিল "দয়াল ঠাকুর আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে

ছেন; শ্রীগুরুদেব আমাদের সনাতন ধর্ম্মমত শিক্ষা দিতেছেন।" প্রত্যেকেরই বোধ হইত যেন তিনি প্রত্যেককেই সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করিতেছেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেন; পৃথিবীর প্রত্যেক জীবই যেমন মনে করে, শশধর ঠিক আমার শিরোপরে শোভা পাইতেছে সেইরূপ জগতের আলোকাধার শাক্যবংশ শশী বুদ্ধদেব প্রত্যেকের সম্মুখে দণ্ডায়মান বলিয়া প্রতীত হইত। যাহারা লোক হিত কল্পে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে যাহারা জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পন করিতে সমর্থ্য হয়, সেই সকল, নর নারীর প্রতি প্রেম বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে।

কোষাধ্যক্ষ মিগার যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তথাগতের উপদেশ মনে মনে বার বার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ও শ্রোতাপত্তি* অবস্থার সহস্ররূপ সুদৃশ্য ফললাভ করিয়া ত্রিরত্নে তাঁহার অসন্দিগ্ধ ও অটল বিশ্বাস হইল। যবনিকা তুলিয়া বৃদ্ধ পুত্রবধূর সমীপে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তুমি মিগারের মা।" এইরূপে মাতৃপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বালিকা "মিগারের মাতা নামে অভিহিত হইলেন। পরে বিশাখার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে শিশুর নাম রাখা হইল মিগার।"

---

*বৌদ্ধধর্ম্মে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের চারিটি অবস্থা আছে, যথা—অর্হৎ, অনাগামি, সকদাগামি, শোতাপত্তি। জীবন্মুক্ত দিগকে অর্হৎ বলে। যাঁহাদিগকে আর পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্ত্তমান দেহান্তরের সহিত নির্ব্বাণ ফল লাভ করিবে তাহাদিগকে অনাগামি বলে। যাঁহারা এক জন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করিবে, তাঁহাদিগকে সকদাগামি বলে। ধর্ম্মজীবনের চতুর্থ অবস্থার নাম শোতাপত্তি। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, লোকে সাত জন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করে।

বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ, পুত্রবধূকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া, পরমদয়াল বুদ্ধের শ্রীচরণে পতিত হইয়া পা জড়াইয়া ধরিলেন, শ্রীপদচুম্বন করিয়া পরে তিনবার কাতর স্বরে বলিলেন "ঠাকুর, আমি মিগার।" "ঠাকুর, এতদিন জানিতাম না তোমাকে এক মুষ্ঠি ভিক্ষা দিলে পরম পুরস্কার লাভ করা যায়। কিন্তু এখন জানিলাম আমি মুক্ত, আর আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।" "ধন্য বধূমাতা! তুমি আমার মঙ্গলের জন্য এইগৃহে শুভাগমন করিয়াছ। এখন জানিয়াছি দান করিলেই তাহার অতুল পুরস্কার আছে। সেই দিন ধন্য যে দিন বধূমাতা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

পরদিন বিশাখা ভগবান্ সিদ্ধার্থকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সেই দিন তাঁহার শশ্রূদেবীও ওই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন। তৎকাল হইতে শ্রীবুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের গৃহ অবারিতদ্বার ছিল।

কোষাধ্যক্ষ ভাবিলেন, "আমার বধূমাতা মঙ্গলদায়িনী। আমি তাঁহাকে কোন উপহার দিব। আর বাস্তবিক তাঁহার বর্ত্তমান মহালতা আবরণী প্রত্যহ পরিধানের যোগ্য নহে। আমি একটী লঘুভার যুক্ত রত্নখচিত ওই প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিব তাহা হইলে বধূমাতা তাহা দিনরাত্রি সর্ব্ব সময়েই পরিধান করিয়া থাকিতে পারিবেন।"

অনন্তর তিনি এক সহস্র মুল্যের একটী সুমসৃণ আবরণী নির্ম্মাণ করিতে দিলেন। মহালতা সমাপ্ত হইয়া আসিবার পর বৃদ্ধ শ্রীবুদ্ধ এবং শ্রমণ দিগের নিমন্ত্রণ করিলেন। মিগার ষোড়শ সুগন্ধ দ্রব্যে বিশাখাকে স্নান করাইয়া শ্রীগুরু সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। বালিকার শিরোদেশ আবরণী দ্বারা ভূষিত করিয়া তাঁহাকে গৌতমের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতে বলিলেন। তৎপরে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া শ্রীসিদ্ধার্থ মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিশাখা ভিক্ষাদান ও অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ষড়ভিজ্ঞ তাহাকে আটটী বর প্রদান করিলেন। সুনীলগগণে যেমন চন্দ্রকলা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বিশাখাও সেইরূপ পুত্র পরিবারে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কথিত আছে তাহার দশটী পুত্র ও দশটী কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের আবার প্রত্যেকের দশটী পুত্র ও দশটী কন্যা, আবার তাহাদের প্রত্যেকের ও দশটী পুত্র ও দশটী কন্যা ছিল; এই রূপে পুত্র পৌত্রাদিতে আট হাজার চারিশত কুড়িটী বংশধরের দ্বারা বিশাখা পরিশোভিত হইয়াছিলেন।

একশত বিংশতি বৎসরে উপনীত হইলেও বিশাখার একটী কেশ পক্ক হয় নাই; সর্ব্বদা তাঁহাকে ষোড়শীর ন্যায় দেখাইত। যখন জনগণ তাঁহাকে পুত্র পৌত্রাদিতে ভূষিত হইয়া যাইতে দেখিত তাহারা পরস্পর বলাবলি করিয়া বলিত "ইহার মধ্যে বিশাখা কোন্‌টী ?" যাহারা তাহাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিত তাহারা বলিত "বোধ হয় উনি আরও কিয়দ্দূর গমন করিবেন। চলিতে কি সুন্দর দেখায়।"

যাহারা তাঁহাকে দাঁড়াইতে, বসিতে বা শয়ন করিতে দেখিত তাহারা মনে মনে করিত, "উনি আর একটু শুইয়া থাকেন, শুইলে বেশ দেখায়।" এইরূপ শয়নে উপবেশনে, ভ্রমণে বা দণ্ডায়মানে এই চারিটী ভাবেই তাঁহাকে সমভাবে সুন্দর দেখাইত।

পঞ্চ হস্তীর ন্যায় বিশাখা বলশালিনী ছিলেন। কোশলাধিপতি তাহাকে, পঞ্চহস্তী সমতুল্য বলিষ্ঠা শুনিয়া, পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইলেন। একদিন যখন উপদেশ শুনিয়া মঠ হইতে বিশাখা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, কোশলপতি তাঁহার অভিমুখে একটী হস্তী ছাড়িয়া দিলেন। করীন্দ্র শুঁড় তুলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। পাঁচশত সহচরীদের মধ্যে কেহ পলাইল, কেহ তাহাদের কর্ত্রীর পশ্চাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। বিশাখা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি ?" তাহারা বলিল "নরপতি, আপনার ভীম পরাক্রম পরীক্ষার্থ একটী

মত্তহস্তী ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশাখা রাজার প্রেরিত হস্তী দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন "পলাইয়া কি হইবে? উহাকে কেমন করিয়া ধরিব ইহাই ভাবিবার বিষয়।" সজোরে ধরিলে পাছে করীন্দ্র পঞ্চত্ব লাভ করে এই ভয়ে দুইটী অঙ্গুলীর দ্বারা শুঁড় ধরিয়া ঠেলিয়া দিলেন। হস্তী পুনঃ বাধা প্রদান বা স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ না হইয়া একবারে রাজ-সভায় গিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ "সাধু" "সাধু" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সহচরী সহ বিশাখা নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিশাখা তাঁহার পুত্র পরিজন সহ শ্রাবস্তীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র বা পৌত্র প্রভৃতির কাহারও কোন ব্যাধি ছিলনা; তাহাদের মধ্যে কাহারও অকাল মৃত্যু হয় নাই। শ্রাবস্তীতে কোন উৎসব বা পর্ব্ব থাকিলে আগে বিশাখার নিমন্ত্রণ ও ভোজন হইত।

কোন এক আনন্দোৎসবের দিনে নগরের অধিবাসীগণ সুন্দর বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য মঠে গমন করিয়াছিল। বিশাখাও কোন নিমন্ত্রিত স্থান হইতে বহুমূল্য মহালতা আবরণী পরিধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে জনগণের ন্যায় মঠে যাইতেছিলেন। তথায় তিনি অলঙ্কার গুলি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার সহচরীদের হস্তে প্রদান করিলেন। এতদ্সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

"শ্রাবস্তীতে আনন্দ উৎসব ছিল। বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া জনপদবাসীগণ বাগানে পদচালনা করিতেছিল। মিগারমাতা বিশাখাও নয়নরঞ্জন বেশে সজ্জিত হইয়া মঠাভিমুখে যাইতেছিলেন। পরে স্বীয় আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক একটী পুটলী বাঁধিয়া কৃতদাসী করে অর্পণ করিয়া বলিলেন "ইহা সঙ্গে লইয়া চল।"

বোধ হয় বিশাখা ভাবিয়াছিলেন এরূপ বহুমূল্য এবং সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধানে মঠে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে। তাই বোধ হয় বিশাখা

অলঙ্কারের পুঁটুলী, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে পঞ্চহস্তী সমতুল্যা বল-শালিনী এক সহচরী হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন "সখি ইহা লইয়া চল, সিদ্ধার্থের নিকট হইতে প্রত্যাগমন কালে আমি ইহা পরিধান করিব।"

সুন্দর আবরণী উন্মোচন পূর্ব্বক বিশাখা মঠে শ্রীবুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিলেন। উপদেশ শেষে তিনি পাদবন্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বালিকা সহচরী ভুল ক্রমে আবরণী ফেলিয়া গেল।

গৌতমের প্রিয় শিষ্য মহাস্থবির আনন্দ সভা ভঙ্গের পর, জনসমূহের ভ্রান্তি বশতঃ পতিত জিনিষের তথ্য করিতেন। সেদিন তিনি বৃহতী মহালতা আবরণী দেখিয়া তদীয় শ্রীগুরুদেবের সমীপে নিবেদন করিলেন "ঠাকুর! বিশাখা ভ্রান্তিক্রমে তাহার আবরণী ফেলিয়া গিয়াছে।" সিদ্ধার্থ কহিলেন "উহা একপার্শ্বে রাখিয়া দাও। শিষ্যপ্রধান উহা স্বহস্তে তুলিয়া সোপানাবলীর একপার্শ্বে রাখিয়াদিলেন।

অতঃপর সহচরী সুপিয়াকে সঙ্গে লইয়া বিশাখা অতিথী, অভ্যাগত ও পীড়িত ব্যক্তিদের নিমিত্ত স্থান দেখিতে মঠের চারিপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। যুবা শ্রমণ ও ব্রহ্মচারিদের প্রথা ছিল যে কোন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক ঘৃত, মধু, তৈল এবং অন্যান্য ঔষধাদি লইয়া আসিলে তাহারা নানা পাত্র লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইত। সে দিন ও তাহারা ঐরূপ করিয়াছিল।

কোন পীড়িত শ্রমণকে দেখিয়া সুপিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কি কোন পথ্য দ্রব্যের প্রয়োজনে এখানে দাঁড়াইয়া আছেন?" শ্রমণ উত্তর করিল আমার কিছু "মাংসের সুরুয়া চাই।"

আমি আপনার নিকট উহা পাঠাইয়া দিতেছি।

পরদিন সুপিয়া কোথাও সুকোমল মাংস না পাইয়া পরিশেষে তাহার

জানুদেশ জাত মাংস হইতে সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিল। পরে সিদ্ধার্থের বরে তাহার জানু পূর্ব্ববৎ হইল।

বিশাখা সমস্ত পীড়িত ব্রহ্মচারিদের পরিদর্শন করিলে পর মঠ হইতে বহির্গত হইলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি! আমার মহালতা কোথায়?" তখন সহচরীর মনে পড়িল যে সে মঠে আবরণী ভুলিয়া আসিয়াছে। বালিকা বলিল,

"আমি ভুলিয়া আসিয়াছি।"

"তবে যাও, এখুনিই এখানে লইয়া আইস। কিন্তু যদি আমার গুরুদেব মহাস্থবির আনন্দ উহা স্পর্শ করিয়া কোথাও রাখিয়া থাকেন তবে উহা আনিও না। তাহা হইলে আমি ঐ আবরণী শ্রীগুরু চরণে অর্পণ করিলাম।" বিশাখা জানিতেন যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কোন দ্রব্য ভ্রান্তি বশতঃ ফেলিয়া গেলে তাহা আনন্দ তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। উহা জানিয়াই তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। যখন স্থবির আনন্দ বালিকা সহচরীকে দর্শন করিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন পুনরায় আসিলে? বালিকা উত্তর করিল "আমার সহচরী বিশাখার আবরণী ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছি।"

আনন্দ বলিলেন "আমি সোপান পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছি। যাও, লইয়া আইস।

বালিকা বলিল "প্রভু! আপনি একবার যে দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছেন সখী তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না।" সুতরাং সে শূন্য হস্তে প্রত্যাগমন করিল।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল সখি?"

বালিকা সমস্ত কাহিনী তাঁহাকে খুলিয়া কহিল।

"সখি! আমার গুরুদেব যে দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছেন আমি তাহা কখনও পরিধান করিব না। আমি উহা তাঁহাকে উপহার দিলাম। কিন্তু

ওইরূপ বহুমূল্য পরিচ্ছদের যত্ন করিতে হইলে গুরুদেবকে কষ্ট পাইতে হইবে। আমি উহা বিক্রয় করিব। পরে বিক্রয়ের মূল্যে তাঁহার শ্রীচরণে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমর্পণ করিব। যাও, মহালতা লইয়া আইস।"

বালিকা আনিতে চলিল।

বিশাখা আবরণী পরিধান করিলেন না। মূল্য নিরূপনের জন্য স্বর্ণ কারের নিকট প্রেরণ করিলেন।

স্বর্ণকার কহিল "ইহার মূল্য নবতি লক্ষ মুদ্রা এবং নির্ম্মাণের ব্যয় হইয়াছে দশলক্ষ টাকা।

বিশাখা কহিলেন "শকটে আবরণী স্থাপন করিয়া বিক্রয় কর।" এত মূল্য দিয়া কেহ লইতে পারিল না। আবরণী পরিধানের উপযুক্ত সুন্দরী রমণীর মধ্যে বিরল। এই জগতে তিনটী ললনার ওই প্রকার আবরণী ছিল। বুদ্ধ শিষ্যা বিশাখা, মল্ল সেনাপতি বন্ধুলের স্ত্রী এবং বারাণসী কোষাধ্যক্ষের কন্যা মল্লিকা। সুতরাং বিশাখা স্বয়ংই মূল্য দিয়া রাখিলেন পরে এক গো শকট এককোটী মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া মঠে গমন করিলেন।

শ্রীবুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া বিশাখা বলিলেন "ঠাকুর! প্রভু আনন্দ আমার আবরণী স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় উহা পরিধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ভাবিয়াছিলাম ইহার পরিবর্ত্তে আবরণী বিক্রয় করিয়া শ্রমণদিগের ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রদান করিব। কিন্তু যখন দেখিলাম কেহ ইহা ক্রয় করিতে পারিল না, আমি স্বয়ংই ইহার যথোচিত মূল্য দিয়া মহালতা গ্রহণ করিলাম। এই এককোটী মুদ্রা আপনার সম্মুখে লইয়া আসিয়াছি। ঠাকুর! কোন অনুষ্ঠানে এই মুদ্রা প্রদান করিব?

বুদ্ধদেব কহিলেন " বিশাখা ! শ্রাবস্তীনগরের পূর্ব্ব তোরণে সঙ্ঘের* নিমিত্ত বসত বাড়ী নির্ম্মাণ কর।

" আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বিশাখা নবতী লক্ষ মুদ্রা দিয়া একটী জমি ক্রয় করিলেন। অপর নবতী লক্ষ দিয়া একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

একদা উষাকালে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন ভাদিয়া নগরের কোষাধ্যক্ষগৃহে স্বর্গ হইতে কোন দেবতা, পুত্র রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার নাম ভাদিয়া। তিনি নির্ব্বাণলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য। অনাথপিণ্ডকের গৃহে ভোজন করিয়া তিনি নগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথাগতের এইরূপ রীতি ছিল যে তিনি যদি বিশাখার গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে দক্ষিণ তোরণে নগর ত্যাগ করিয়া জেতবন বিহারে বাস করিতেন। যদি অনাথপিণ্ডকের গৃহে ভিক্ষা লইতেন তিনি পূর্ব্ব তোরণ দিয়া পূর্ব্বোদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। যদি সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেন তাহা হইলে লোকে বুঝিত তিনি দেশ ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন।

যখন বিশাখা শুনিলেন তিনি উত্তরদিকে গমন করিয়াছেন তিনি সত্বর তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেবের পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন "ঠাকুর আপনি কি দেশভ্রমণে চলিয়াছেন ?"

" হাঁ।"

" ঠাকুর ! আপনার জন্যই এতব্যয় করিয়া মঠ প্রস্তুত করিয়াছি। দয়া করিয়া ফিরিয়া চলুন।"

" বৎসে, আমি এই যাত্রা পরিবর্ত্তন করিয়া পুনঃ প্রত্যাগমন করিব না।" বিশাখা ভাবিল " নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর এই কার্য্যের কিছু উদ্দেশ্য আছে।" অনন্তর তিনি বলিলেন " অনাথ বন্ধু ! যদি একান্তই যাইবেন,

*বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সংঘ বলে।

তবে কয়েকজন শ্রমণকে এখানে বাস করিতে অনুমতি করুন। তাঁহারা জানেন কিরূপে কার্য্য চালাইতে হইবে।"

"বিশাখা, যাঁহার কমণ্ডলু ইচ্ছা লইয়া যাও।"

বিশাখা, যদিও আনন্দের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন, তথাপি মোদ্গালনের (মুদ্গল পুত্র) মন্ত্র মুগ্ধবৎ মোহিনী শক্তির বিষয় তিনি আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন "ইঁহার সহায়ে কার্য্যস্রোত দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইবে। বিশাখা তাঁহার কমণ্ডলু (ভিক্ষাপাত্র) গ্রহণ করিলেন।

ভিক্ষু প্রধান মোদ্গালন শ্রীগুরুর মুখপানে তাকাইলেন।

ভগবান্ সিদ্ধার্থ কহিলেন "মোদ্গালন! তোমার সঙ্গে পাঁচশত শ্রমণ লইয়া প্রত্যাগমন কর।"

মোদ্গালন তাহাই করিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে তাহারা কাষ্ঠ ও প্রস্তর জন্য ৭০।৮০ ক্রোশ ব্যবধানে গমন করিত। যে দিন তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাইত সেই দিনই তাহারা উক্ত গৃহে আনয়ন করিত। যাহারা শকটে স্থাপন করিত, একদিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ করে নাই এবং শকটের ও কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যায় নাই। অনতি বিলম্বে ধীরে ধীরে উচ্চ ভিত্তির উপর দ্বিতল অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। অট্টালিকার সহস্র গৃহ ছিল—নীচে পাঁচশত উপরে পাঁচশত।

প্রায় নয় মাস ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধদেব পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই নয়মাসই বিশাখা অট্টালিকা নির্ম্মান করাইতেছিলেন। অট্টালিকা মধ্যে জলপাত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছিল এবং উহা সুকঠিন লোহিত সুবর্ণে মণ্ডিত করা হইয়াছিল।

বিশাখা শুনিতে পাইল শ্রীবুদ্ধদেব জেতবন বিহারে যাইতেছেন; পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া সুন্দরী ভগবান্ অমিতাভকে মঠে লইয়া আসিলেন। বিশাখা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করাইলেন—

"ঠাকুর! শ্রমণ সঙ্গে চারিমাস বাস করুন আমি অট্টালিকা ইহার মধ্যে সমাপ্ত করিব।"

সিদ্ধার্থ স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতে বিশাখা বুদ্ধদেব ও সঙ্গী শ্রমণদিগের ভিক্ষা দান ও সেবা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে বিশাখার কোন সখি এক সহস্র মূল্যের বস্ত্র আনয়ন করিল।

সুন্দরী বলিল "সখি! আমি সভা প্রাঙ্গনের মর্ম্মরতলে কতকগুলি আবরণের পরিবর্ত্তে ইহাই বিস্তার করিতে আনয়ন করিয়াছি।

বিশাখা! ক্ষুব্ধ চিত্তে উত্তর করিলেন অট্টালিকায় তিল মাত্র ও স্থান নাই। তুমি ভাবিতেছ "আমি তোমাকে বস্ত্র বিছাইতে দিব না। কিন্তু তাহা নহে। তুমি দুইটী প্রাঙ্গন ও সহস্র গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ যদি কোথাও ইহা বিস্তার করিতে পার।

সহচরী বস্ত্র সমূহ লইয়া সমগ্র অট্টালিকা সন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কোথাও তাহার অপেক্ষা অল্প মূল্যের বস্ত্রাবরণ দেখিতে পাইল না। অবশেষে দুঃখিত চিত্তে ভাবিত লাগিল "এই অট্টালিকা নির্ম্মাণের যে পূর্ণ্যফল তাহার কি আমি কিছুই পাইব না।" স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

দয়ার অবতার বুদ্ধের অপার কৃপা। ঠিক সেই সময় প্রিয় শিষ্য আনন্দ দৈবক্রমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দ বলিলেন "বৎসে! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" স্ত্রীলোকটী সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিল।

আনন্দ বলিলেন "সুন্দরি! ব্যথিত হইও না। আমি তোমার ঐ বস্ত্র বিস্তার করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। ইহাতে একটী পদ-পরিষ্কৃত করিবার আসন প্রস্তুত কর; সোপান ও পদ প্রক্ষালন স্থানের মধ্যস্থলে উহা রাখিয়া দাও। শ্রমণগণ মঠে প্রবেশ কালে চরণ ধৌত

করিয়া পদ মার্জ্জিত করিবে। তাহা হইলে তোমার অতুল পুণ্যসঞ্চয় হইবে।" বোধ হয় এই স্থান বিশাখা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

চারি মাস পর্য্যন্ত বিশাখা স্বীয় মঠে শ্রীসিদ্ধার্থের ও শ্রমণদিগের সেবা করিয়াছিলেন। অবশেষে সুন্দরী শ্রমণদিগকে পরিচ্ছদের বস্ত্র রাশি উপঢৌকন দিলেন এবং বাল ব্রহ্মচারীদের প্রায় এক সহস্র মুদ্রার দ্রব্য প্রদান করিলেন! প্রত্যেকের কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া ঔষধাদি ও অন্যান্য দ্রব্য দিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় নবতি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এইরূপে মঠের জমির জন্য নবতিলক্ষ, মঠ নির্ম্মাণে নবতিলক্ষ মঠ স্থাপনের উৎসবে নবতিলক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ দুইকোটি সপ্ততি লক্ষ মুদ্রা ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বিশাখার ব্যয় হইয়াছিল। অন্য ধর্ম্মাশ্রিতা কোন রমণীই বোধ হয় তাহার ন্যায় দান শীলা নহে।

যে দিন মঠ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল, যখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যাচ্ছায়া যামিনীর গাঢ় তিমিরে মিশিতে ছিল; বিশাখা, পুত্রপৌত্রাদি ভূষিতা হইয়া মঠগৃহে পাদ চালনা করিতে ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনার পূর্ণ পরিণতি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অতুল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। উচ্ছাসের বেগে বিশাখা মধুর কণ্ঠে এই পঞ্চশ্লোকাত্মক গীতি গাহিল—

(অহো) যবে এ হর্ম্ম্য করিব দান,
কর্দ্দম মর্দ্দিত বালু চূণ লিপ্ত—
ফুল্লময় শান্ত সাধুবাস স্থান;—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত?

(অহো) যবে দিব আমি গৃহশোভা বলী,
উপবিষ্ট হ'তে কাষ্ঠ সুশোভিত
উপাধান আদি শয়নের স্থলী
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত॥২

(অহো) যবে দিব আমি ভোজ্য দ্রব্য যত
সুমিষ্ট নির্ম্মল আহার দীক্ষিত,
নানা মিষ্ট রসে করি সিক্ত কত,—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥৩

(অহো) যবে দিব আমি শ্রমণের বেশ
বারাণসী বাসে বসন ভূষিত—
তুলা বস্ত্র আদি করি সন্নিবেশ,—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥৪

(অহো) যবে দিব আমি ভেষজ সকল
সুস্বাদু নবনী দুগ্ধ জাত ঘৃত,
মধু গুড় আদি অকৃত্রিম তৈল ;—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥৫

যখন শ্রমণেরা তাঁহার সুধাকণ্ঠ শুনিল তাহারা তখন ভগবান্ অমিতাভের শ্রীচরণে নিবেদন করিল,—"গুরুদেব! এতদিন আমরা জানিতাম না যে বিশাখা এমন সুন্দর গাহিতে পারেন। কিন্তু এখন পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়া মঠগৃহে গাহিয়া বেড়াইতেছে।"

বুদ্ধদেব কহিলেন "শ্রমণগণ, বিশাখা গান গাহিতেছে না; তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে।

"শ্রমণগণ জিজ্ঞাসা করিল বিশাখা কখন উহা বাসনা করিয়াছিল?"

"বৎসগণ! তোমরা উহা শুনিতে চাও?"

"দয়াময়! আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা—

বহুপ্রাচীন কাহিনী শ্রীবুদ্ধদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভিক্ষুগণ, শত সহস্র যুগযুগান্তরের পূর্ব্বে পতুমাত্তর নামে বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কাল একলক্ষ বৎসর ছিল, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক বিন্দু মলিনতা বা পাপ প্রবেশ করে নাই, ও তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটী ছিল। হংসাবতী নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা সুনন্দ, মাতার নাম সুজাতা। এই লোক শিক্ষকের প্রধানা মঙ্গলকারিনী স্ত্রী শিষ্যা অষ্টাঙ্গ মার্গে অধিরূঢ় হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে মঠে তাঁহার সেবা করিত। ঐ স্ত্রীলোকের একটী সহচরী ছিল। সে ভাবিত "সখি শ্রীগুরুদেবের কত অনুগত ও আপনজনের ন্যায় আলাপ করিয়া থাকে। ভগবান্‌ও কত ভাল বাসিয়া থাকেন। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বুদ্ধগণের প্রেম ও কৃপা লোকে কিরূপে লাভ করিতে পারে।" একদিন বালিকা বদ্ধ উচ্ছাসের বাঁধ খুলিয়া শ্রীবুদ্ধ পতুমাত্তরকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর! ঐ স্ত্রীলোকটী আপনার কে?

"সে মঙ্গল কারিনীগণের প্রধানা!"

"ঠাকুর! কি উপায়ে প্রধানা হওয়া যায়?

"শত সহস্র যুগযুগান্তরের সাধনে, ও এক জন্মেও হইতে পারে।"

"ঠাকুর! আমি সাধন করিলে কি এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারি?"

"নিশ্চয়ই তুমি পারিবে।"

"যদি তাহাই হয়, দয়াময় তোমার শত সহস্র শ্রমণ সঙ্গে আগমন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার দান গ্রহণ করুন।"

ভগবান্ বুদ্ধ স্বীকার করিলেন, ক্রমাগত সাতদিন ধরিয়া সে অন্ন বিতরণ করিতে লাগিল, পরে পরিচ্ছদের জন্য বস্ত্র দান করিল। অনন্তর শ্রীবুদ্ধ পদুমত্তরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া বালিকা প্রার্থনা করিল—

"ঠাকুর! আমি দেবলোক চাহিনা, এই দান ফলে ওরূপ কোন

সুখে পুরস্কৃতা হইতে চাহিনা। আপনার ন্যায় কোন বুদ্ধের অবতার কালে যেন অষ্টাঙ্গ মার্গে* অধিরূঢ় হইয়া মাতৃপদে অধিষ্ঠিতা হইতে পারি।"

শ্রীভগবান পদুমাত্তর অন্তর্দৃষ্টি বলে ভাবি শত সহস্র যুগযুগান্তর দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"কোটি যুগান্তরের পর গৌতম নামে একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন। তুমি তাঁহার স্ত্রী শিষ্যা হইবে এবং তোমার নাম থাকিবে বিশাখা।

"...... সাধু কার্য্যে একজীবন অতিবাহিত করিলে পর, দেবলোকে তাহার জন্ম হয়। দেব ও নর জগতে কত জন্ম পরিগ্রহের পর কাশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে সেই সহচরী বারাণসী অধীশ্বর কিকিরের সপ্ত কন্যার কনিষ্ঠা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিল; তখন তাহার নাম ছিল ভক্ত দাসী। বিবাহানন্তর বহুদিন যাবৎ ভিক্ষা দান ও নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠানের পর কাশ্যপ বুদ্ধের শ্রীচরণে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিল ভাবি জীবনে তোমার ন্যায় বুদ্ধের কৃপা লাভ করিয়া আমি যেন মাতৃপদে বরণীয়া হই এবং চারিটী† বিশ্বাসের বিশ্বাসীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিতা হইতে পারি। দেব ও নরলোকে কত জন্মের পর এইজন্মে কোষাধ্যক্ষ মেন্দকার পুত্র ধনঞ্জয়ের দুহিতারূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছে। আমার ধর্ম্মপ্রচারে কত সাধুকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে শ্রমণগণ! বিশাখা গান গাহিতেছে না, তাহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে তাই হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছে না।

---

*বুদ্ধ ধর্ম্মের সত্যে উপনিত হইবার জন্য বুদ্ধদেব আট প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করেন, তাহার নাম অষ্টাঙ্গ মার্গ। (১) সম্যক্ ধারনা, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সত্য কাজ, (৪) সৎ আচার, (৫) সৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, (৬) সাধু চেষ্টা, (৭) ইন্দ্রিয় সংযম, (৮) চিত্ত বৃত্তি নিরোধ জনিত আনন্দ লাভ।

† চারি আর্য্য সত্য :—

শ্রীবুদ্ধ আরও কহিলেন—

"শ্রমণগণ! সুনিপুণ মালী যেমন নানা বর্ণের পুষ্পরাশি পাইলে কত মনোহর মাল্য গ্রথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশাখার মন নানা সাধুকার্য্যের বাসনা সৃজন করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

"নানা বর্ণ পুষ্পরাশি হ'লে একত্রিত,
কতরূপ মাল্য তায় হয় সে গ্রথিত;
সারা বর্ষ ধরি এই মানব জীবনে—
নিয়ত উচিত রত সুকার্য্য সাধনে।

যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা করিয়া মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তববং কুসলং বহুং

অন্বয়—যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা বহু মালাগুণে
কায়িরা, এবং জাতেন মচ্চেন বহুং কুসলং কত্তব্বং

সংস্কৃত—যথা পুষ্পরাশেং বহুন মালাগুণান্ কুর্য্যাৎ (কোইপি মালাকার ইতি শেষঃ) এবং জাতেন মর্ত্ত্যেন বহুং কুশলং কত্তব্যং

অনুবাদ—যেমন রাশিকৃত পুষ্প হইতে অনেক প্রকার মালা গাঁথা যাইতে পারে, তেমনি যে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে।

ধর্ম্মপদ, চতুর্থ অধ্যায় ১০ম শ্লোক।

সমাপ্ত।